বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

ওয়েস্টার্ন

শ্যেনদৃষ্টি

তাহের শামসুদ্দীন

সেবা প্রকাশনী

SUVOM

SUVOM

ওয়েস্টার্ন

শ্যেনদৃষ্টি

তাহের শামসুদ্দীন

সবাই তাকে ডাকত চ্যাম্পিয়ন জনসন নামে—পরে কাটছাঁট করে শুধু 'চ্যাম্প' নামে। দৈত্যাকৃতি নয় সে, তবে বেশ বলশালী এবং ভাল মানুষ। তার হাতের মুঠি আর কবজি ছিল লৌহকঠিন।
বন্দুকেও ছিল সাপের ক্ষিপ্রতা।
ড্রীমল্যান্ডের ডায়মন্ড এল র‍্যাঞ্চ ছেড়ে সে রওয়ানা হয় নিউ মেক্সিকোর বিগহর্নে। বিগহর্ন টাউনটা হয়ে পড়েছিল মার্ক ওয়াগনার নামের এক শয়তানের আখড়া।
সেই শয়তানের শ্যেনদৃষ্টি পড়েছিল সুন্দরী এক তরুণী ডায়ানা লেক-এর ওপর।
চ্যাম্প জনসন জানে তার সামনে দুটি মাত্র পথ খোলা—খুন করা, নয়তো খুন হয়ে যাওয়া।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন

শ্যেনদৃষ্টি

তাহের শামসুদ্দীন

সেবা প্রকাশনী

ছাব্বিশ টাকা

ISBN 984-16-8125-0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা হাসান খুরশীদ রুমী

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স ৮৫০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SHYENDRISTI
A Western Novel
By: Taher Shamsuddin

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

শ্যেনদৃষ্টি

ওয়েস্টার্ন

শ্যেনদৃষ্টি

তাহের শামসুদ্দীন

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র ১, ২, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল ১, ২, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্নোন।

খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।

রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান ১, ২, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা ১, ২, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ ১, ২, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।

শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ ১, ২, হানাদার ১, ২, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।

আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক।

রকিব হাসান: তৃণভূমি, নির্জনবাস।

হিফজুর রহমান: শিকারী।

জাহিদ হাসান: স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত।

আলীম আজিজ: সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু।

বজলুর রহমান: বাজি।

খসরু চৌধুরী: ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা।

এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ।

তাহের শামসুদ্দীন: স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগুন্তুক।

কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ: মুক্তপুরুষ।

কাজী শাহনূর হোসেন: প্রতিযোগী।

প্রিন্স রিজভী তৌহিদ: শেষ মার।

কাজী মাহমুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন।

ইফতেখার আমিন: প্রতিরোধ।

টিপু কিবরিয়া: অশুভ চক্র।

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ: ভবঘুরে।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

এক

এড জনসন যে খুব বেশি লম্বা-চওড়া লোক তা নয়। তবে তার হাঁটা-চলার মধ্যে এমন একটা ভঙ্গি আছে যার জন্য লোকে তাকে বলে 'চ্যাম্পিয়ন' জনসন। সংক্ষেপে শুধু চ্যাম্প। কারও নামের সঙ্গে একটা ডাকনাম জুড়ে দেয়া এবং আসল নাম ছেঁটে দিয়ে ডাকনামেই ডাকা টেক্সাসের লোকের স্বভাব। তাই এড জনসন হয়ে গেছে স্রেফ চ্যাম্প। বুড়ো র‍্যাঞ্চার ক্রেইগ লেক-এর পৃষ্ঠপোষকতায় পঁচিশ বছর বয়সেই তার বুকে আঁটা মার্শালের রূপোলী তারকা।

পূর্ব টেক্সাসের ডায়মণ্ড এল র‍্যাঞ্চের অফিসে ক্রেইগ লেক-এর মুখোমুখি বসে আছে জনসন। গভীর চিন্তামগ্ন। জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছে কোর‍্যাল আর গোলাবাড়িগুলো, চীনা বাবুর্চির গড়ে তোলা সব্জি বাগান। যে বিশাল চারণভূমিতে বাথান চরে বেড়াচ্ছে সেটা দেখতে পাচ্ছে না। তবে না দেখলেও প্রতি ইঞ্চি জমি তার চেনা। কারণ, এ মাটিতেই সে বেড়ে উঠেছে।

লেক বললেন, 'জানি, আমি অসুস্থ। আমার মত বয়স হলে, আমার মত জীবন কাটালে বসন্তের স্বপ্ন দেখা যায় না।'

'আমি ভাবছি হার্মারকে নিয়ে,' বলল জনসন মৃদু স্বরে।

'তাহলে ফিরে এসে দায়িত্ব নাও।'

'পারব না।'

'ডায়ানা আসছে।'

'ওটা আমার ফিরে এসে দায়িত্ব না নেয়ার আরও বড় কারণ।'

'বিলকে নিয়ে ঝগড়ার কথা তো? ডায়ানা বিলকে একটু বেশি আগলে রাখতে চায়। বিলটাকে কখনও সামলানো গেল না,' বললেন লেক।

'এমন বিপরীত স্বভাবের যমজ ভাইবোন আর দেখিনি।'

'সেটা এক অদ্ভুত ব্যাপার,' বললেন লেক বিষণ্ণভাবে। 'ছোটকালে দুটোকে আলাদা করা যেত না। বারো বছর বয়স হবার আগে ডায়ানাকে মেয়ে বলে চেনাই যেত না।'

'বারো বছর বয়স হবার পর থেকে বিলকে চিনতে অসুবিধা হয়নি। যেখানে গোলমাল সেখানেই বিল।'

'তা ঠিক,' বললেন লেক ডান হাতটা নেড়ে। বাঁ হাত অবশ। 'যাকগে, এবার হার্মারের ব্যাপারে আলোচনা করা যাক। এ বছর দামটা পড়ে গেছে। নগদ টাকার বড় টানাটানি। আমাদের বেচা উচিত নয়। তবু বেচতে হচ্ছে। উপায় নেই, চ্যাম্প। হার্মারকে নিউ অর্লিয়ান্সে গিয়ে খদ্দের খুঁজতে হবে।'

'এতে অনেক খরচ পড়ে যাবে আপনার।'

'পড়বে...পড়বে,' মেনে নিলেন লেক। তাঁর আগের উৎসাহ-উদ্যম কিছুই নেই। চোখ দুটো বসে গেছে কোটরের মধ্যে।

'একদিকে এই আর্থিক টানাটানি, অন্যদিকে বিল-এর উচ্ছৃঙ্খলতা··· বিল আর হার্মারের মধ্যে ঝগড়া লেগেই আছে সারাক্ষণ। যাক, তুমি এসেছ, আলাপ করেছ আমার সঙ্গে, এর জন্য ধন্যবাদ। বেশ ভাল লাগল, চ্যাম্প। তুমি তো আমারই ছেলে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠল চ্যাম্প। একটুখানি দ্বিধা করে বলল, 'টাউনে বিলকে সামলে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কাজটা সহজ নয়। লোকে নানা কথা বলে। তবে আমি চেষ্টা করে যাব···'

'জানি তুমি চেষ্টা করবে,' বলে হাসলেন লেক। 'ডায়ানা তোমার দিকে ঝুঁকুক এটাই আমি চাই। তোমাদের মধ্যে মনোমালিন্য বড় লজ্জার কথা। শরীরের যত্ন নিয়ো।'

চ্যাম্প জনসন বেরিয়ে এল। হ্যাটটা মাথায় চাপিয়ে হাঁটতে লাগল হিচিং র‍্যাকের দিকে, যেখানে তার ঘোড়াটি অপেক্ষা করছে ধৈর্যের সাথে। লেক ভয়ঙ্কর রকমে বুড়িয়ে যাচ্ছেন। ভিতর-বাইর দু'দিকেই। হতাশা আর ব্যাধি শুষে নিচ্ছে তাঁর জীবনীশক্তি। গোটা জায়গাটায় অযত্নের ছাপ। পেইন্ট উঠে গেছে। বেড়াগুলো একেক স্থানে ধসে গেছে। গোলাবাড়ির টিন উঠে গেছে একটা। চ্যাম্প জনসন যখন ডায়মণ্ড এল-এ ছিল তখনকার মত নেই কোন কিছু।

গাস হার্মারকে খড়ের গোলার সামনে দাঁড়ানো দেখে গতি পরিবর্তন করল চ্যাম্প। যদিও জানে যে হার্মারের সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ হবে না। তবু কথা না বলে পারল না। তার বাবা-মা নিজেদের দাবিকৃত জমি থেকে দূরে চলে গিয়েছিল ঘুরতে ঘুরতে। একদল কোমাঞ্চি ইণ্ডিয়ান কোথা থেকে এসে খুন করে দু'জনকে।

সেদিন থেকে চ্যাম্পের ঘরবাড়ি ছিল এই ডায়মণ্ড এল। লেক পরিবারেই সে মানুষ হয়েছে।

গাস হার্মার দীর্ঘদেহী লোক। চ্যাম্পের চাইতে ভারী। বয়সেও বছর কয়েকের বড়। সে পুবের লোক। শোনা যায় ব্যবসা করত। মনে করা হয়েছিল ক্রেইগ লেক-এর শিক্ষার অভাব তাকে দিয়ে পূরণ হবে। তাকে চাকরি দেয়ার ব্যাপারে ডায়ানার জোর সমর্থন ছিল। তার পোশাক-আশাক সৌখিন। রিভলভার রাখে না কখনও। এ দিক থেকে সে টেক্সাসী রীতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

'হার্মার যে!' বলল চ্যাম্প।

'কেমন আছ, জনসন?'

অফিসের দিকে ইঙ্গিত করে চ্যাম্প বলল, 'চিন্তায় আছি বুড়োর জন্য।'

'উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

'জানি না। শুনলাম একটা বাথান বেচে দিচ্ছে?'

'বেচে দেয়া দরকার।'

'কেন?'

'তোমার তো জানা থাকা উচিত, ছোট কর্তার খরচ বড় বেশি। স্কুলের খরচ, পূর্বাঞ্চলে লম্বা সফর, এসবে পয়সা লাগে। নগদ টাকা লাগে বিস্তর,' বলল হার্মার তীক্ষ্ণ বাঁকা হাসি হেসে।

'আমার মনে হয় অত বেশি খরচ হবার কথা নয়,' বলল চ্যাম্প শীতল কণ্ঠে। 'ক্রেইগ চান আমি হিসাবপত্রের খাতাগুলো দেখি।'

মুখটা লাল হয়ে গেল হার্মারের। বলল, 'তিনি কি চান?'

'আমি এ র‍্যাঞ্চটা চালিয়েছি কিছুদিন। বুড়ো আমাকে পরিবারের একজন ভাবেন। আমি শুধু খাতাগুলো একটু দেখব নজর বুলিয়ে।'

'যেদিন তা করবে সেদিনই আমি চলে যাব!' বলল হার্মার। 'এখানে তোমার যা সুযোগ ছিল তা নিয়েছ। এখন তোমার আর কিছু করার নেই। ডায়ানা লেক তো বলেই দিয়েছে তোমাকে।'

'ওদের দু'জনকে টেনো না এর মধ্যে।'

'ওরা সহসাই মালিক হতে যাচ্ছে ডায়মণ্ড এল-এর,' হার্মার বলল কর্কশভাবে। 'ডায়ানা ফিরে এলেই হিসাবের খাতা দেব, তার আগে নয়।'

'ক্রেইগ যা বলেন তাই তুমি করবে।'

'কে আমাকে বাধ্য করবে?' বলল হার্মার এক পা পিছিয়ে, লম্বা ঠ্যাং দুটো ফাঁক করে দাঁড়িয়ে, হাত দুটো মুঠিবদ্ধ করে। 'এখানে ঝামেলা না করে তোমার ওই পচা টাউনে ফিরে গিয়ে মাতালগুলোকে ধরো আর ছোট কর্তাটিকে রক্ষা করো। সে তো তোমারই পেয়ারের লোক।'

চ্যাম্প বলল, 'তা করব এবং ক্রেইগ বললে হিসাবের খাতাপত্রও দেখব। তোমার লাশের ওপর বসে হলেও তা করব।'

গাস হার্পার হেসে বলল, 'নিরস্ত্র মানুষকে তুমি গুলি করতে পারো না, জনসন। ডায়ানা তোমাকে যেভাবে তাড়িয়ে দিয়েছে তা নিয়ে টাউনের লোক এখনও হাসাহাসি করে।'

চ্যাম্প চট্ করে এগিয়ে গিয়ে একটা ঘুষি ছুঁড়ল।

হার্মারের পায়ে ছিল নিচু হিলের বুট। সে আশ্চর্যজনক দ্রুততায়

সরে গেল এবং তার হাত দু'টি উঠে এল বক্সারের ভঙ্গিতে। বক্সিং-এর বিদ্যাটা কোথায় যেন শিখে নিয়েছিল হার্মার। চ্যাম্পের ঘুষিটা লক্ষ্যচ্যুত হতেই তার বাঁ-হাতটা শক্ত লাঠির মত এসে পড়ল চ্যাম্পের নাকের ওপর। গলগল করে রক্ত বের হলো।

চ্যাম্প থামল। দুই হাত কোমরের বেল্টে গোঁজা। হোলস্টার খুলে নিয়ে ঝুলিয়ে রাখল বেড়ার গায়ে। তার পায়ে উঁচু হিলের রাইডিং বুট। টান মেরে খুলে ফেলল বুট জোড়া। পশমী মোজা পায়ে হেঁটে চলল সে হার্মারের দিকে। হার্মার অপেক্ষা করছে। মুখে বিদ্রূপের হাসি। রক্তের ধারা চ্যাম্পের মুখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে চিবুকে।

স্কুলের মাঠে বাচ্চা ছেলেরা যেমন করে সেভাবে তারা এখন বৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করছে একে অন্যকে, অখণ্ড মনোযোগের সাথে। চ্যাম্প হামলা করছে, হার্মার দক্ষতার সঙ্গে আঘাত ঠেকাচ্ছে ডান হাতে, বাঁ-হাতে আঘাত হানছে চ্যাম্পের নাকে এবং চোখে। পরস্পরের দুশমন হিসাবে তারা লড়ছে। দু'জনেই নিজ নিজ উদ্দেশ্য জানে। দু'জনেই আত্মবিশ্বাসী। এখন হার্মারের হাতে দু'ধারী সরু তরবারি। চ্যাম্পের দু'হাতে দুটো মুগুর।

চ্যাম্পের গতি হার্মারের মত দ্রুত নয়। তবে তার মধ্যে একটা নিশ্চিত ভঙ্গি আছে এবং তার ভারসাম্য আছে। লড়াইয়ের সূক্ষ্ম কৌশল তার জানা নেই। আছে শুধু প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করার, ঘায়েল করার, কোণঠাসা করার ইচ্ছা। বেশি আঘাত সে-ই নিচ্ছে, কিন্তু কোন আঘাতে সে টলছে না, কাবু হচ্ছে না। মিনিটের পর

মিনিট যাচ্ছে, কিন্তু সে ঘুরছে, পাঁয়তারা করছে একটি আঘাতও না করে।

ব্যাপারটা পরিণত হলো এক ভৌতিক নৃত্যে। হার্মার নেচে নেচে সরে যাচ্ছে, আঘাত হানছে। চ্যাম্প ধাওয়া করছে, আঘাত হানছে হার্মারের দেহে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে, রক্ত ঝরছে তার গা থেকে। দু'জনেই একবার একটুক্ষণের জন্য দেখল বুড়ো ক্রেইগ লেককে জানালায় এসে দাঁড়াতে। সেটা মুহূর্তের জন্য। পরে আর দেখল না, কারণ ওদের চোখ পরস্পরের ওপর স্থির নিবদ্ধ।

হার্মার স্থৈর্য হারাল। চ্যাম্প তাকে চেপে ধরল গোলাবাড়ির দেয়ালের ওপর। আঘাত হানতে লাগল এক-দুই, এক-দুই···হার্মারের দেহে। নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য ষাঁড়ের মত লড়তে লড়তে দম হারিয়ে ফেলল হার্মার।

চ্যাম্প হঠাৎ নজর দিল হার্মারের মাথার দিকে। ঘুষি মারল কানে। কান ফেটে রক্ত বেরুল। এখন দু'জনেই রক্তাক্ত অবস্থায় প্রদক্ষিণ করছে একে অন্যকে। হার্মার শেষ পর্যন্ত দেয়াল থেকে ছাড়া পেয়ে পালাতে চেষ্টা করল।

একটা বাকবোর্ড এসে থামল আঙিনায়। চ্যাম্প শুনল ঘোড়ার আওয়াজ, চাকার শব্দ, কিন্তু তাকিয়ে দেখার সাহস পেল না। একটা ফাঁক দেখে মাথা নিচু করতেই চোয়ালে লাগল এক প্রচণ্ড ঘুষি। ঘুষি খেয়ে চ্যাম্প দাঁতে দাঁত কামড়ে এক হাতে হার্মারকে ধরে ডান হাতে মারল ঘুষি হার্মারের পেটে। হার্মার পড়ে গেল চিত হয়ে।

মাটিতে পড়ে হার্মার হাঁটু উঁচিয়ে লাথি মারার চেষ্টা করল।

চ্যাম্প সরে গেল এক পাশে। নিচু হয়ে পর পর আরও দুটো ঘুষি হানল হার্মারের মুখে।

দু'দিকে দুই হাত ছড়িয়ে পড়ে রইল হার্মার। দৃষ্টি আকাশের মেঘের দিকে। বুক উঠছে আর নামছে। জ্ঞান পুরোপুরি হারায়নি, তবে পরাজিত, প্রায় বিধ্বস্ত।

ঘুরে দাঁড়াল চ্যাম্প। জানে, ডায়ানাকে দেখবে বাকবোর্ডে। জানে, কোন দৃষ্টিতে ডায়ানা দেখেছে দৃশ্যটা। বিল লাফিয়ে নামছে বাকবোর্ড থেকে। তার চুল এলোমেলো। সে উত্তেজিত। হাসছে, চেঁচাচ্ছে, 'উচিত শিক্ষা দিয়েছে, চ্যাম্প। ব্যাটাকে এভাবেই শিক্ষা দেয়া দরকার।'

কিন্তু ডায়ানা কেবল কঠোর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। ধীরভাবে বাকবোর্ড থেকে নেমে ঘৃণা মাখা স্বরে বলল, 'জনসন, আবারও শুরু করেছ দেখছি।'

একথা বলেই চলে গেল বাড়ির ভিতরে। বিল কাছে এসে চোখ নাচিয়ে বলল, 'জানতাম এরকম হবে। বড় বেশি ফটফট করে। জানতাম দু'দিন আগে-পরে তুমি ওকে শায়েস্তা করবে।'

চ্যাম্প ভারী পায়ে চলে গেল ইদাঁরার কাছে। বালতি থেকে এক মগ পানি নিয়ে এসে ঢেলে দিল হার্মারের মাথায়-মুখে। চোখ খুলল ডায়মণ্ড-এল র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান। দুই হাতে ভর দিয়ে মাথা তুলে বলল, 'তুমি আমাকে হারিয়ে দিয়েছ।'

'তোমার খাতাপত্র আমি দেখব না,' বলল চ্যাম্প। 'ওগুলো ডায়ানাই দেখবে।'

হার্মার বলল, 'ঘুষি মেরে আমাকে খুব কম লোকই কাবু করতে পেরেছে।'

'হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি তোমাকে। এখানকার কারও সঙ্গে কোন বোকামি করলে আমার ঘুষিই কেবল নয়, আরও কিছু চলবে।'

হার্মার জবাব দিল না। তার চোখের দৃষ্টিতে ভয়, আশা, না অন্য কিছু ফুটে উঠল বুঝতে পারল না চ্যাম্প।

বিল বিদ্রূপ করে বলল, 'তোমার দফা শেষ, মিস্টার হার্মার। ডায়ানা তোমার খাতাপত্র পরীক্ষার পরে বিদায় হবে তুমি।'

চ্যাম্প কোর‍্যালের বেড়ার দিকে চলল। নাকটার ব্যথা চিনচিন করছে। আর সব ভাল। হাতের একটা আঙুল ঘুষি মারতে গিয়ে ছড়ে গেছে। বুটজোড়া পরে নিল সে। গানবেল্টটা পরবে এমন সময় একটা চিৎকার শোনা গেল বাড়ির ভিতর থেকে। কি ঘটেছে মুহূর্তে বুঝে ফেলে সে ছুটল। পেছনে মাথা ঘুরিয়ে হুকুম দিল, 'বিল! আমার ঘোড়া নিয়ে চলে যাও ডাক্তার মরগ্যানের কাছে।'

যেতে আসতে দশ মাইল। একটু দ্বিধা করে বিল হুকুমটা মেনে নিল।

হার্মার উঠে দাঁড়াল কোন রকমে। চলে গেল বাঙ্কহাউসে। সেখানে তার আলাদা কামরা আছে থাকার।

ডায়মণ্ড এল-এর অফিস ঘরে প্রবেশ করে চ্যাম্প দেখল ডায়ানা বাবার স্থির হয়ে পড়ে থাকা দেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে কাঁদছে। আস্তে করে তাকে সরিয়ে চ্যাম্প ক্রেইগ-এর দেহটা তুলে নিল। একটা নিচু কম্বল ঢাকা কৌচে শুইয়ে দিল।

বিড়বিড় করে ক্রেইগ বললেন, 'লড়াইটা জমে ছিল। দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি।'

'কথা বলবেন না, শান্ত থাকুন,' বলে চ্যাম্প ক্রেইগ-এর বাঁ হাতের নাড়ি টিপল।

'লোকটার মাথায় আসল ঘিলু নেই,' বললেন ক্রেইগ দুর্বল স্বরে। 'থাকলে তোমার সাথে লড়তে যেত না।'

'আপনার কথা বলা চলবে না,' বলল চ্যাম্প। নাড়ির স্পন্দন খুবই ক্ষীণ।

ডায়ানা আবেগ সংযত করে দাঁড়িয়ে আছে দৃষ্টি নত করে। তার উপস্থিতি চ্যাম্পের মধ্যে বসন্তকালের বৈদ্যুতিক ঝড়ের অনুভূতি সৃষ্টি করেছে। ডায়ানার চোখ দু'টি পটলচেরা। চোখের মণি দুটো ঘোর কালো। মুখটা ভাবব্যঞ্জক। দেহটা শক্তিশালী, হালকা-পাতলা। পিঠটা ঋজু। গোলাপী রঙের আঁটশাট পোশাকের কড়া শাসনে বন্দী বুকটা যেন বিদ্রোহ করতে চায়। এড জনসন জানে এ দেহটাকে। এর গড়ে ওঠা এবং বিকাশ ঘটেছে তার চোখের সামনে।

ক্রেইগ বললেন, 'বড় ক্লান্ত···আমি চাই তোমরা দু'টিতে যেন ঝগড়া না করো···।' কথাগুলো বলে চোখ বুজলেন তিনি। শুয়ে রইলেন স্থির হয়ে।

'আমিও তা চাই,' বলল চ্যাম্প বিনম্র ভাবে।

ডায়ানা সামনে ঝুঁকে তাকিয়ে রইল বাবার মুখের দিকে। তারপর পিছিয়ে ওপরের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে ঘুরে গিয়ে বসল টেবিলের পিছনে। তাকাল চ্যাম্পের দিকে।

'ডাক্তার আসবেন,' বলল সে অসহায় ভঙ্গিতে। একেক সময় ডায়ানা তার অচেনা হয়ে যায়। তখন ডায়ানার উপস্থিতিতে সে অসহায় বোধ করে।

'এখন আসুন বা আগামী কাল,' বলল ডায়ানা ফিসফিস করে। 'আমি তাঁর ওপর মৃত্যুর ছায়া দেখতে পাচ্ছি। এখন আসুন বা আগামী কাল, তাতে কি যায় আসে।'

'তিনি খুবই অসুস্থ ছিলেন। সেজন্যই টেলিগ্রাম করেছিলাম তোমাকে।'

'নিউ ইয়র্কে ছিলাম। টেলিগ্রাম পেতে দেরি হয়ে যায়। র‍্যাঞ্চের কি হয়েছে, এড?'

'হার্মার আমাকে হিসাবপত্র দেখাতে চায়নি। ক্রেইগ উদ্বিগ্ন। তবে আমার মনে হয় সমস্যাটা নগদ টাকার অভাব নিয়ে। খরচ খুব বেশি হয়ে গেছে,' বলল সে। তার মনে পড়ল হার্মার ডায়ানা আর বিল-এর খরচপত্রের ব্যাপারে যা বলেছে সে কথা। সে জানে, হার্মার সত্য কথাই বলেছে।

'কিন্তু গত বছর আমরা যখন যাই তখন সবই ঠিক ছিল। তুমি কি মনে করো যে সবকিছু ঠিক না থাকলে আমি যেতাম?'

'কিছু লোক হিসাবের ব্যাপারে বড় চতুর,' বলল চ্যাম্প। 'লোকে বলে সংখ্যা কখনও মিথ্যা বলে না। কিন্তু সংখ্যাগুলো লেখে মিথ্যাবাদীরা।'

'তুমি তো হিসাবপত্র দেখতে পারতে। ভান করলে কি হবে, টাকাকড়ি ও হিসাবের ব্যাপার সবই তুমি জানো।'

'আমি এখন টাউনে থাকি,' বলল সে সংক্ষেপে। এখন ওরা ফিরে গেছে অতীতে, ওদের খারাপ সম্পর্কের মধ্যে। এখন ওরা পরস্পরের অজানা।

'কেন টাউনে থাকো? কেন তুমি ছেড়ে গেল বাবাকে?'

'কারণ, তোমাকে আমি ভালবাসি,' বলল চ্যাম্প।

'তুমি চলে গেছ, কারণ বিল-এর সঙ্গে তুমি ভাল ব্যবহার করতে পারো না। তুমি তার ওপর চোটপাট করো। আমি তোমার এ ব্যবহার মেনে নিতে পারি না,' বলল ডায়ানা।

'তুমি স্কুল থেকে ফিরে এসে নাক গলানো শুরু করার আগ পর্যন্ত বিল আমার কথা ভাল মতই মেনে চলত,' জবাব দিল চ্যাম্প।

'সে একটা দুর্বল ছেলে। দৃঢ়চেতা নয়। ভুল-টুল করে। তোমার ব্যবহার মেনে নিলেও পছন্দ সে করত না।'

'বিল একটা মাতাল ছেলে। বড় রকমের কোন গোলমালে পড়ে যাবে। কথায় কথায় রিভলভার বের করে, কিন্তু দ্রুত ড্র করতে পারে না,' বলল সে ডায়ানাকে।

'তুমি তাকে জেলে ঢোকাও!'

'লোকে নানা কথা বলে ওই ব্যাপারে। বলে, তার জান বাঁচানোর জন্যই আমি তাকে জেলে ঢোকাই এবং এ কারণেই সে বেঁচে আছে।'

'লোকে বলে! যেন লোকের বলাকে তুমি পরোয়া করো।'

'আমি টেক্সাসের রীতিনীতি মেনে চলি। আমরা এখানে জন্মেছি। এখানে লালিত পালিত হয়েছি। আমাদের আগে আমাদের

পূর্বপুরুষদের বেলায়ও তাই হয়েছে। কাজেই, লোকের কথাতে মূল্য দিতেই হবে আমাদের।' বলে জনসন তাকাল ক্রেইগ লেক-এর দিকে। নাড়ির স্পন্দন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। আর তারা কিনা বুড়োর শেষ ইচ্ছাটি পূরণ করছে না। বসে বসে কথা কাটাকাটি করছে। ভয়ঙ্কর দোষী মনে হলো তার নিজেকে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝল কি নিদারুণ ক্ষতিটা হয়ে গেল তার। বুঝতে পারল তার প্রতি ডায়ানার মনোভাবটা কি। বিলকে নিয়েই যত গণ্ডগোল। ডায়ানা বিলকে আগলে রাখার চেষ্টা করেছে মায়ের মত, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ যে হয়েছে এ সত্যটা মানতে পারেনি। ছেলেটি অপরিনামদর্শী, বেপরোয়া, পাঁড় মাতাল, নারী লোলুপ, বাপের পয়সা অপব্যয়কারী, নিকৃষ্ট অথচ আগ্রহী জুয়াড়ী। কিছু আকর্ষণ তার আছে। লেক পরিবারের সবাই যেমন সুশ্রী, সে-ও সুশ্রী। কিন্তু তার মধ্যে খাদ রয়েছে।

'তুমি কি হার্মারকে পিটিয়ে সত্য বের করার চেষ্টা করছিলে? সেও ঘৃণা করে বিলকে।'

'তোমার এখন খাতাপত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখা উচিত। ক্রেইগ তো পড়ে গেলেন। একা র‍্যাঞ্চটা চালাতে তোমার কষ্ট হবে,' বলল চ্যাম্প জনসন।

'বাবা পড়ে আছেন এখানে। এ অবস্থায় কিভাবে কি করব? তুমি সব সময়েই অনুভূতিহীন।' ডায়ানা বাড়ি এসেছে এড জনসনের সাথে মিলেমিশে চলার, বিল যাতে ভাল হয়ে চলে সেই চেষ্টা করার পূর্ণ ইচ্ছা নিয়ে। এড যে তাকে এখনও ভালবাসে এই বিব্রতকর

অবস্থা ভুলে গিয়ে শান্তভাবে ও ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করার উদ্দেশ্য নিয়ে। এড জনসনের সাথে প্রেম করার জন্য এখনও সে প্রস্তুত নয়, ভাবল সে। এড জনসনকে সে গোটা জীবন ধরে জানে। কার্যত সে ডায়ানার ভাই। সেই ভাই—যার সঙ্গে বনিবনা হয়নি।

'আমিও উদ্বিগ্ন,' বলল চ্যাম্প। ডায়ানার সাথে তর্ক করে না সে। কেবল যা বলার বলে দেয় সোজাসুজি। ডায়ানার তিরস্কার সে মেনে নেয়। তবে 'অনুভূতিহীন' কথাটার মানে সে বোঝে না।

ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। ভাবল, ডাক্তার নিয়ে বিল এত শিগগির কিভাবে আসবে। দেখল হার্মার চেপেছে তার কালো ঘোড়ায়। চলে যাচ্ছে পোটলা-পুটলি নিয়ে।

আঙিনায় ছুটে গিয়ে সে বলল, 'থামো, হার্মার।'

পকেটে হাত দিয়ে হার্মার বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি। তুমি থামাতে পারবে না আমাকে।'

কোল্টটা একটানে বের করে চ্যাম্প বলল, 'পকেটে গান থাকলে ব্যবহার করো। নইলে নেমে যাও ঘোড়ার পিঠ থেকে।'

'তোমার অধিকার নেই…'

'নাম বলছি!'

হার্মার পকেট থেকে হাত বের করল। হাতে কিছু নেই। নামল ঘোড়া থেকে।

চ্যাম্প কাছে গিয়ে তার কোটের পকেট থেকে .৪০ ক্যালিবারের একটি ডেরিঙ্গার তুলে নিয়ে বলল, 'পোটলা-পুটলি

খুলে ফেলো। বাঙ্কহাউসে গিয়ে বসে থাকো যতক্ষণ না ডায়ানা খাতাগুলো পরীক্ষা করে দেখে। কোনরকম বেচাল কিছু করলে আমি তোমাকে পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করব। লুনি আর টিমস্সকে আমার ডেপুটি বানিয়ে তোমাকে পাহারা দেওয়াব। ওরা বোধহয় খুব বেশি পছন্দ করে না তোমাকে।'

'এটা বেআইনী!'

'তাই নাকি?' বলল চ্যাম্প ভ্রু কপালে তুলে।

হার্মার চলে গেল বাঙ্কহাউসের দিকে। একটু পরেই কাউহ্যাণ্ডরা আসবে দুপুরের আহারের জন্য। ওদের নিয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখার একটা ব্যবস্থা করা যাবে। চ্যাম্প ততক্ষণ অপেক্ষা করবে বাইরে। নজর রাখবে যাতে হার্মার পালাতে না পারে।

সে দেখল ডায়ানা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বাবার কাছে বসছে। ডায়ানা আগের মতই সুন্দর। পুবের কোন রংবাজের প্রেমে যে মজেনি, এটা বোঝাই যায়। একটা খনিতে সামান্য পুঁজি লগ্নি করে হাজার কয়েক ডলার পেয়েছে চ্যাম্প। ওটার কথা বলবে ডায়ানাকে। হয়তো এটা কাজে লাগাতে পারবেন ক্রেইগ। নিউ অর্লিয়ান্সে বাথান বেচে দেয়ার দরকার হবে না। ডায়ানা ফিরে এসেছে এবং ক্রেইগ অসুস্থ। এ অবস্থায় খরচও কমবে।

অকস্মাৎ চিৎকার শোনা গেল ডায়ানার। দিবাস্বপ্ন ভাঙল চ্যাম্পের। বুঝল, তার বন্ধু, পালকপিতা, আর নেই। ছুটে গেল সে অফিস ঘরে।

দুই

ড্রীমল্যাণ্ড টাউনটা ছোট্ট, সুন্দর। গুটিকয় রাস্তা, হাজার খানেক বাড়িঘর, দোকানপাট, একটা ওয়েলস ফার্গো স্টেশন, আর দুটো সেলুন। মাঝখানে মার্শালের অফিস, থাকার ঘর, জেলখানা।

ক্রেইগ মারা গেছেন এক সপ্তাহ আগে। চ্যাম্প জনসন বসে আছে অফিসে। দুঃখ আর অস্বস্তিতে ভরে আছে তার মনটা। হার্মার প্রায় বন্দী হয়ে আছে ডায়মণ্ড-এল র‍্যাঞ্চে। শোকের ধাক্কা সামলে ডায়ানা বসে গেছে খাতাপত্র পরীক্ষায়। ব্লিল টাউনে, নিউ মুন সেলুনে।

পরিচিত বাকবোর্ড আর ঘোড়ার পদশব্দ শুনে চ্যাম্প উঠে বের হলো অফিস থেকে। হাত ধরে নামাল ডায়ানাকে। ডায়ানার হাতে দুটো মোটা খেরো খাতা। ডায়মণ্ড-এল-এর হিসাবের খাতা।

খাতা টেবিলে রেখে ডায়ানা বলল, 'হার্মার।'

'খারাপ কিছু?'

'দুটো জাল ওকালতনামা (পাওয়ার অব অ্যাটর্নি) বানিয়ে সব গরু বেচে দিয়েছে সে। র‍্যাঞ্চ বন্ধক রেখেছে নিউ অর্লিয়ান্সে।'

গানবেল্টটা কোমরে জড়িয়ে চ্যাম্প বলল, 'আমি কথা বলব তার সঙ্গে।'

'কোন লাভ নেই। কথা আমি বলেছি।'

'টাকাগুলো দিয়ে কি করল?'

'ফটকাবাজী করেছে তুলা নিয়ে। তুলার বাজারে ধস নেমেছিল তা তো জানো।'

'জানি,' বলল জনসন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 'সবই তাহলে গেল?'

'মর্টগেজটা ফোর ক্লোজ করা হচ্ছে। উদ্ধার করা যাবে না। হাজার কয়েক ডলার হয়তো পাওয়া যাবে,' বলল ডায়ানা বিরস কণ্ঠে।

'কিন্তু তুমি র‍্যাঞ্চ হারাতে পারো না। ঋণটা শোধ করতে কত লাগবে?'

'ঠিক জানি না। তবে অনেক। বিল আর আমিও উড়িয়ে দিয়েছি অনেক,' বলল ডায়ানা কপালের ঘাম মুছে।

'বাদ দাও ওসব কথা। আমার হাতে হাজার কয়েক ডলার আছে। ওদেরকে হয়তো ঠেকিয়ে রাখতে পারব কিছুদিন। ধার নেব কিছু। বাথান কিনে আবার চালু করব র‍্যাঞ্চ,' বলল চ্যাম্প আগ্রহের সাথে।

'না।'

'না কেন?'

'তোমার কাছে ঋণী হতে চাই না,' জবাব দিল ডায়ানা।

'ঋণ বলছ কেন? এটা হবে আমার বিনিয়োগ।'

'তবু। বিল আর আমি তোমার কথা মেনে চলি না। বনিবনা নেই···আমার প্রতি তোমার···'

'দেখো, ভুলে যাও ওসব। আমি তোমাকে বিরক্ত করতে যাব না। তোমার এটা জানা উচিত।'

'জানি। আমার মনে তোমার ঋণটা খচখচ করবে।' বলল ডায়ানা মাথা ঝাঁকিয়ে। 'না। আমি যা পাই নিয়ে চলে যাব কোথাও। চেষ্টা করব কিছু একটা করার। বিলকে নিয়ে যাব। আমাকে তার দেখাশোনা করতে হবে।'

'সে তোমাকে দেখাশোনা করতে দেবে? যাকগে, হার্মারের কি করবে?'

'তাকে কাউবয়রা টাউনে নিয়ে আসবে এবং তুমি তাকে গ্রেফতার করবে।'

'তুমি আর বিল অভিযোগ আনলে করব।'

'ঠিক আছে কাগজপত্র তৈরি করো। আমিই সই করব। বিল শুনলে খেপে যাবে··· কিছু একটা করে ফেলতে পারে।'

চ্যাম্প টেবিল থেকে একটি অভিযোগের সরকারী ফরম নিয়ে ওটা পূরণ করল। ডায়ানা সই করে দিল।

'আমি আজ রাতটা হোটেলে থাকব। বিলকে খুঁজে পাঠাবে আমার কাছে? তাকে সব জানাব।'

'পাঠাব। তোমার ঘোড়া দুটোর দেখাশোনার ব্যবস্থাও করব।'

'ধন্যবাদ।। আমি···আমি দুঃখিত, এড।'

'দুঃখিত হবার দরকার নেই। আমি তোমাকে সব সময়

ভালবাসব,' বলল চ্যাম্প।

মুহূর্তের জন্য ডায়ানা তাকাল তার দিকে। তার দৃষ্টিতে একটা সামান্য পরিবর্তন, তার উপস্থিতি সম্পর্কে একটু সচেতনতা যেন লক্ষ করল জনসন।

ডায়ানা বলল, 'তুমি এক কথার মানুষ, এড। অন্য কোন মেয়ে বেছে নাও। তোমার কিছু টাকা আছে। বিয়ে করে সংসারী হও।'

'সেটা বোধহয় হবে না।'

'হবে, বিয়ে এক সময় করবে তুমি।'

'করব, যখন তুমি প্রস্তুত হবে।'

মাথা নাড়তে নাড়তে ডায়ানা রওয়ানা হলো হোটেলের উদ্দেশ্যে। চ্যাম্প বাকবোর্ড আর ঘোড়া দু'টিকে আস্তাবলে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল নিউ মুন সেলুনে। বিল তাস খেলছে এক স্থানীয় জুয়াড়ী আর ভ্রাম্যমাণ ড্রাম বাদকের সঙ্গে।

'বিল! ডায়ানা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায় হোটেলে।'

'দেখছ না আমি ব্যস্ত?'

'ভাল চাও তো যাও এখনি।'

রাগের বশে কিছু বলতে গিয়ে বিল থেমে গেল চ্যাম্প-এর থমথমে মুখ দেখে। উদ্বেগের সঙ্গে প্রশ্ন করল, 'ডায়ানার কিছু হয়নি তো?'

'না। তুমি যাও।'

বিল টেবিল থেকে তার টাকাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বলল, 'ওর কিছু হলে, কেউ কোন গোলমাল করলে ওর সাথে, খুলি উড়িয়ে

দেব সেই ব্যাটার।'

ছেলেটা মদ গিলতে গিলতে ঘোর মাতাল হয়ে গেছে। এ সময় সে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। বুঝতে পারল চ্যাম্প।

'আচ্ছা, যাও তুমি। কি হয়েছে ডায়ানা বলবে তোমাকে।'

বিল-এর পিছু পিছু হোটেল পর্যন্ত গিয়ে সে ফিরল তার অফিসে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। ভেবে চলে চ্যাম্প। যোগাযোগ করবে নিউ অর্লিয়ান্সের সাথে। র‍্যাঞ্চটির আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে জেনে নেবে সব তথ্য। তার পুরানো বসতভিটা র‍্যাঞ্চটাকে দখল করে নিতে সে দেবে না। এ টাউনেই আছে টম বুলক আর জ্যাক রেইনার। এদের পূর্বপুরুষ লেক-দের এবং জনসনদের পূর্ব পুরুষের সাথে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিলেন আলামোর যুদ্ধে। ওদের টাকার অভাব নেই।

ভাল লোক পেলে গরুও সস্তায় কেনা যাবে। ডায়মণ্ড এল-এর কাউবয়গুলো থেকে যাবে। তারা বিশ্বাসী অনুগত লোক। ভালভাবে চালাতে পারলে র‍্যাঞ্চটা দু'চার বছরে লাভজনক হয়ে উঠবে। ডায়ানা না থাকলে জায়গাটা শূন্য লাগবে তার। কিন্তু তবুও ওটা তার বাড়ি। র‍্যাঞ্চটা ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়েছে তার। ক্রেইগ লেক তখন ছিলেন বস্। গোটা অঞ্চলের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। প্রভাবশালী ধনী। মাত্র তিন বছরে সব ধসে পড়ল। ডায়ানা থাকুক, না থাকুক, ডায়মণ্ড এল-এর মালিক হতে বাইরের কাউকে দেয়া যায় না। টম বুলক আর জ্যাক রেইনারকে রাজি করাবেই। পুরানো টেক্সাসের

টান তারা অস্বীকার করতে পারবে না।

ওয়েলস ফার্গোর একটা স্টেজ এসে থামল স্টেশনে। এক মহিলা দু'জন পুরুষসহ নামলেন।

চ্যাম্প একটা রাইফেল নিয়ে রাস্তায় নেমে সুবিধা মত অবস্থান নিল যাতে স্টেজটার ওপর নজর রাখা যায়। হঠাৎ লক্ষ করল গাস হার্মার আসছে। তার মানে, পালিয়ে এসেছে এক ফাঁকে, ডায়মণ্ড এল থেকে। তাঁর কাঁধে ঝোলানো একটা ব্যাগ। চুরির টাকার কিছুটা হয়তো রয়েছে ওই ব্যাগে। ছায়ায় ঢাকা অন্ধকার জায়গাগুলো বেছে বেছে এগিয়ে গেল সে ওয়েলস ফার্গো ভবনের কাছে। উবু হয়ে বসে রইল বিনা টিকেটে স্টেজে ওঠার সুযোগের জন্য। বিরাট ঝুঁকির কাজ। এখানকার মানুষ শান্ত স্বভাবের। কিন্তু ডায়মণ্ড এল-এর টাকা চুরি করে সে পালাচ্ছে জানলে হঠাৎ হিংস্র হয়ে উঠতে পারে।

এ সময় চ্যাম্প-এর নজরে পড়ল হার্মারের পিছন দিক থেকে আসছে বিল লেক। ছেলেটার হাতে কোল্ট .৪৫। 'না, বিল, না,' বলে চিৎকার দিতে দিতে জনসন ছুটল সামনে। চমকে উঠে ভড়কে গিয়ে হার্মার দৌড় মারল স্টেজের দিকে। চ্যাম্প বিল-এর কাছাকাছি যেতেই মদমত্ত বিল হাঁক দিল, 'হার্মার! চোরা হারামজাদা! তুই আমার বাপকে মেরেছিস!'

পর পর তিনবার গুলির শব্দ হলো। সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল হার্মার। তিনটি গুলিই বিদ্ধ হয়েছে তার পিঠে।

বসে পড়ল চ্যাম্প রক্তাক্ত হার্মারের পাশে। বলতে লাগল, 'বিল, ওটা ফেলে দাও, খোদার দোহাই, ফেলে দাও।'

ডায়ানা বেরিয়ে এল হোটেল থেকে। ছুটে এল বাচ্চা মেয়ের ভঙ্গিতে। বিল-এর কোল্ট চ্যাম্প-এর দিকে উদ্যত। চোখে তার উন্মাদের দৃষ্টি।

'তুমি, তুমিও বাড়ির সামনে মারামারি করে মেরে ফেলেছ আমার বাপকে!'

মুহূর্তখানেক স্থির হয়ে রইল সবকিছু। নীরব নিথর হলো প্রকৃতি। চ্যাম্প-এর হাতে রাইফেল। চেম্বারে একটামাত্র গুলি। নিশানা করার জন্য রাইফেল তুলল না সে। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক তাগিদে টান দিল ট্রিগারে।

কোল্ট আর রাইফেল গর্জন করল একসাথে। চ্যাম্প ঘুরপাক খেল কাঁধে যন্ত্রণা নিয়ে। শুয়ে পড়ল মাটিতে। তারপরে মাথা তুলে তাকাল বিল-এর দিকে।

ওয়েলস ফার্গো ভবনের দেয়ালে হেলান দিয়ে আছে বিল। কোল্ট পড়ে আছে মাটিতে। বাঁ হাতে খামচে ধরেছে বুকের ডান দিক। চেঁচাচ্ছে, 'ওরা আমার বাপকে মেরেছে, লুটে নিয়েছে আমাদের সবকিছু!'

তারপর সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ডায়ানা তার মাথাটা তুলে নিল কোলে। চ্যাম্প-এর দিকে তাকিয়ে সবাইকে শুনিয়ে বলল, 'তোমাকে এটা করতেই হলো। তাই না? আর কোন উপায় ছিল না? নরকে যাও এড জনসন, নরকে যাও চিরকালের জন্য!'

চ্যাম্প পড়ে রইল নিজের রক্তে ভেজা ধুলোর মধ্যে। কিছু বলল না, কোন সাফাই দিল না নিজের পক্ষে। মিনিট খানেক পরে উঠে

হার্মারের লাশের কাছে গেল।

লোকের ভিড় জমছে। টম বুলক আর জ্যাক রেইনার বলল, 'চ্যাম্প, তিনটা গুলিই পিঠে! তাছাড়া, হার্মার ছিল নিরস্ত্র।'

'আমি জানি,' বলল চ্যাম্প।

ডাক্তার গুডম্যান হার্মারের দিকে এক পলক চেয়েই চ্যাম্প-এর কাছে গেলেন।

'ছেলেটাকে, বিলকে দেখুন, ডাক্তার।'

'তুমি গুলি না করলে ছেলেটা তো তোমাকেই খুন করত,' বলল টম বুলক। 'খুব খারাপ ব্যাপার।'

'হ্যাঁ, খুবই খারাপ,' বলল চ্যাম্প। তার মাথা ঘুরছে। রক্তক্ষয়ের কারণে নয়, স্নায়ুভঙ্গ হওয়ায়।

তার কাঁধের হাড়ে লাগেনি বুলেটটা। একটুখানি মাংস নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

বুলক বলল, 'হোটেলের ছাদ থেকে সব দেখেছি। বিল তোমাকে মেরেই ফেলত।'

'আমাকে না হয় অন্য কাউকে। সে মাতাল অবস্থায় আছে।'

'ওটা কোন অজুহাত নয়, চ্যাম্প।'

'জানি,' বলে সে ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার বিল-এর ক্ষত পরীক্ষা করে হাত ধুচ্ছেন। 'বিলকে আমার অফিসে নিয়ে চলো,' বলল সে জনতার উদ্দেশ্যে।

ডায়ানা উঠে দাঁড়াল তার মুখোমুখি। বলল, 'জেলে নিয়ে যাবে?'

'তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।'

'তুমি গুলি করলে তাকে, তারপরে গ্রেফতার করলে?'

চ্যাম্প হার্মারকে দেখিয়ে বলল, 'তিনটা গুলিই পিঠে, ডায়ানা। এটা হত্যা।'

'একটা চোর! পলাতক চোরকে হত্যা!'

'না। আমি হার্মারকে কভার করেছিলাম। বিলকে হুঁশিয়ার করেছি। দু'জনের মাঝখানে চলে গিয়েছি। তবু সে গুলি করেছে হার্মারকে, গুলি করেছে আমাকে।'

'তুমি তাকে সাজা দেয়াতে পারবে না। তাকে উস্কানী দেয়া হয়েছে। বাবার মৃত্যুর শোকে উন্মাদ হয়ে গেছে সে।'

'সে মদ খেয়ে উন্মাদ হয়েছে,' বলল চ্যাম্প। এই প্যাঁচাল তর্ক আর ভাল লাগছে না তার। 'তুমি বরং হোটেলের রুমে চলে যাও। পোশাক বদলাও। আমরা বিল-এর যত্ন নেব।'

'তুমি যত্ন নেবে! জেলখানায়!' ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বলল ডায়ানা।

টম বুলক আর জ্যাক রেইনার দু'জনই ক্রেইগ লেক-এর প্রবীণ, সম্মানীত বন্ধু। তাঁরা এগিয়ে এলেন পরিস্থিতি সামাল দিতে। চ্যাম্প তাঁদের জন্য জায়গা করে দিতে সরে গেল পেছনে। বলে গেল, 'আমি দুঃখিত, ডায়ানা। কিন্তু এটাই করতে হবে।'

বাঁ-হাতে রাইফেল নিয়ে সে ফিরে গেল নিজের অফিসে। ওরা নিয়ে এল বিলকে একটা খাটিয়ায় শুইয়ে। জেলে নিয়ে গিয়ে খাটিয়াটা রাখল এক টেবিলের ওপর। ডাক্তার এসে আস্তিন গুটিয়ে

লেগে গেলেন তার পরিচর্যায়।

চ্যাম্প-এর ক্ষতস্থানেও ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়া হলো।

বুলক আর রেইনার নিয়ে এলেন ডায়ানাকে। বললেন, 'মেয়েটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না। চ্যাম্প শূন্য মনে নীরবে বসে রইল তার চেয়ারে। তার সব আশা, স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল।

তিন

দিন যায়, দিন আসে। ঋতু আসে, ঋতু যায়। নদীর স্রোত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়, আবার ফুলেফেঁপে দু'কূল প্লাবিত করে। গ্রীষ্মের এক দিনে চ্যাম্প জনসন বসে আছে প্রয়াত ক্রেইগ লেক-এর ডেস্কের পিছনে। কান পেতে গম্ভীর মুখে শুনছে টম বুলকের কথা।

'পাঁচ বছর হয়ে গেল, চ্যাম্প। তুমি খুবই ভাল চালিয়েছ, খুবই ভাল। কিন্তু তবু আমরা সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারিনি এখনও।'

'আমি জানি।'

'আমরা তোমাকে এখানে চাই। আমি আর রেইনার। আমরা অন্য কাজে ব্যস্ত।'

'বেতন দিয়ে অন্য কাউকে রাখো।'

'অন্য কেউ পারবে না। ডায়মণ্ড এল বিরাট বড় র‍্যাঞ্চ। এটা তোমার এবং তোমাকেই এটা চালাতে হবে।'

'এটা তোমার এবং রেইনারেরও বটে। এবং এটার একটা অংশ ডায়ানা আর বিলের।'

বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে টম বলল, 'ওসব কথার মানে হয় না

এবং তুমি সেটা জানো।'

'মানে হয়।'

'চ্যাম্প, তুমি বড় জেদী। আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে তুমি না হলে ডায়মণ্ড এল আজ যে অবস্থায় এসেছে সে অবস্থায় পৌঁছতে পারত না। তবে এ সময়ে আমরা তোমাকে এখানে চাচ্ছি পাহাড়টা ডিঙ্গানোর জন্য। অনেক কিছুই রয়েছে যাতে তোমার নজর দরকার।'

'ওসব লুনি আর টিমন্স সামলাতে পারবে।'

'লুনি আর টিমন্স বাথান সামলাতে পারবে। র‍্যাঞ্চ চালাতে পারবে না।'

'তাহলে তুমি আর রেইনার পারবে।'

বুলকের দৃষ্টি গেল জানালার দিকে। ঘোড়া, গরু, শূকর, মুরগি, নতুন নতুন বিল্ডিং, দুধেল গাই, 'বাগান, বাগানে কর্মরত লোকজন, আস্তাবল, সে এক বিশাল ব্যাপার। 'তুমি ছাড়া এসব কেউ সামাল দিতে পারবে না। কসম খেয়ে বলতে পারি, কিভাবে এসব করলে আমি বুঝতে পারি না। অনেক খেটেছ তুমি।'

'শোনো টম, আমি যাচ্ছি। আমার শেয়ারটা তোমাদের নামে লিখে দেব নাকি?'

'তাই হয়তো করতে হবে।'

চ্যাম্প কলমটা ডোবাল দোয়াতের মধ্যে।

'অ্যাই থাম একটু,' বলল টম বুলক।

'বলো, আমি সই করে দি।'

'পুরো শেয়ারটা দিয়ে দিচ্ছ? ডায়ানার কাছে যাবার জন্য? ওর

কাছ থেকে একটা বার্তাও তো আসেনি তোমার কাছে। প্রকাশ্য আদালতে তোমার সম্পর্কে যেসব কথা বলেছে তার পরেও যাচ্ছ?'

'টম, বলে ফেলো শেয়ারটা তোমাদেরকে ছেড়ে দেব কিনা। বললেই সই করে দিচ্ছি।'

'আমার একার ব্যাপার হলে…' বলল টম। 'রেইনারটা আবার নরম। সে আমাকে রাজি করিয়েছে। আমরা দু'সপ্তাহ সময় দেব। তুমি এখানে ফিরে এসে কথাবার্তা বলবে পুবের রেলরোড-ওয়ালাদের সঙ্গে। নইলে আমরা তাদের কাছে সব কিছু বেচে দিয়ে লাভটা নিয়ে চলে যাব।'

'তাই করবে তোমরা?'

'করতেই হবে, চ্যাম্প। তুমি র‍্যাঞ্চটা এত বড় করে ফেলেছ যে আমাদের ক্ষমতা নেই এটা সামলাবার। আমাদেরকে ফাঁসিয়ে দিয়ে তুমি চলে যাচ্ছ। হয়তো মারাও পড়বে ওখানে গিয়ে। আমরা সাগরে পড়ে যাব।'

চ্যাম্প কাগজটায় সই করে ঠিক দু'সপ্তাহ পরের তারিখ লিখে টমকে দিল। 'আমি ডায়ানা আর বিল-এর শেয়ার দিচ্ছি না, বুঝলে তো?'

'বুঝলাম। কিন্তু এত চালাক হয়ে এমন বোকামিটা করলে।'

'হয়তো করলাম।'

চ্যাম্প আর দেরি করল না। মানিবেল্টটা বেঁধে নিল পেটের ওপর। সবচেয়ে তেজী ঘোড়াটা বেছে নিল। নাম ব্ল্যাক লায়ন। রাইফেল, বেড-রল, খাবার, সবই নিল। তারপর সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলল উত্তর-পশ্চিম দিকে। যেতে যেতে তার মনে পড়ল

কোর্ট রুমের দৃশ্যটা, যার কথা টম উল্লেখ করেছে।

বিচারটা ছিল নেহায়েত আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপার। টেক্সাসের কোন জুরী বিল ক্রেইগকে খুনী সাব্যস্ত করবে না। একমাত্র প্রশ্ন ছিল তাকে কতদিন জেলে থাকতে হবে।

চ্যাম্প সাক্ষ্য দিয়েছিল সততার সাথে। ডায়ানার স্থির এবং বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টির সামনে তাকে স্বীকার করতে হয়েছিল যে বিল হার্মারের পিঠে গুলি করেছিল। নিজেও যে ক্রুদ্ধ ও মাতাল ছেলেটার গুলিতে সামান্য আঘাত পায় তাও বলেছিল সে। হার্মার যে চুরি করে পালাচ্ছিল ডায়মণ্ড এল থেকে তাও প্রমাণিত হয়। কিন্তু এ সত্য লুকানো যায়নি যে হার্মার নিরস্ত্র ছিল এবং নিরস্ত্র অবস্থায় পালানোর সময় বিল তাকে গুলি করে। দশ বছরের সশ্রম সাজা হয়ে যায় বিল লেক-এর।

রায় ঘোষণার পরে ডায়ানা উঠে দাঁড়ায়। জনসনকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'তুমি এটা ঠেকাতে পারতে। তোমার কারণে আমার বাবার মৃত্যু হয়েছে এবং আমার ভাইয়ের এই দশা হয়েছে। প্রার্থনা করি, এ জীবনে তোমার সঙ্গে যেন আর দেখা না হয়।'

এর পরে ডায়ানা ছুটে গিয়ে তার বিবর্ণ, দুর্বল ভাইকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে হু হু করে।

এখন বিল পালিয়েছে জেল থেকে। ডায়ানা বিপদে পড়েছে নিউ মেক্সিকোর সানরাইজ সিটির কাছে বিগ হর্ন নামের এক ছোট্ট টাউনে। পিংকার্টন এজেন্সীকে টাকা দিয়ে অনেক অনুসন্ধান করানোর পর এ খবর পেয়েছে চ্যাম্প।

ডায়ানা ওখানে একটা হোটেল চালায়। র‍্যাঞ্চ থেকে যা

পেয়েছিল তা দিয়ে হোটেল খুলে বসতে ডায়ানার অসুবিধা হয়নি। কিন্তু এখন সে মহা বিপদে পড়ে গেছে। জেল পলাতক বিল যাবে বিগ হর্নে। তার খবরটা জানাজানি হয়ে যাবে। তাছাড়া, বিগ হর্ন টাউনটাও গোলযোগপূর্ণ। পিংকার্টনের কাছ থেকে চ্যাম্প ওখানকার অনেক তথ্য, লোকজনের খবর জেনে নিয়েছে। তার কোমরে প্রয়োজনীয় টাকা আছে। ডায়ানার কষ্টার্জিত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সেই টাকা সে ব্যয় করবে।

সমস্যা হচ্ছে কিভাবে কাজটা করবে। কাজটা সহজ হবে না। ডায়ানার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা সে করেনি। শুধু দূর থেকে নজর রেখেছে। তার স্বপ্ন তো মৃত। আছে কেবল দায়িত্ববোধ, আর ভালবাসা। সেটা কিছুতেই মুছে যাবে না।

গত পাঁচ বছরে প্রচুর নারী এসেছে তার সান্নিধ্যে। কেউ দু'এক রাতের জন্য, কেউবা সপ্তাহের জন্য। কিন্তু কেউ তাকে বাঁধতে পারেনি। ডায়ানার সাথে সে বাঁধা পড়েছে চিরদিনের জন্য। এ ব্যাপারে তার কিছুই করার নেই। ডায়মণ্ড এলকে নিয়ে পাঁচ বছরে যে অসাধ্য সে সাধন করেছে তাও ডায়ানার জন্য। হয়তো টমের কথামত সে পাগল। তবে পাগল হলেও তার সব কাজ ডায়ানার জন্য নিবেদিত। ডায়ানা বিপদে পড়েছে জেনে অংশীদারদের ছেড়ে, ডায়মণ্ড এল ছেড়ে ছুটে এসেছে। তার পার্টনাররা জানে না যে যার জন্য সে ছুটে এসেছে সেই ডায়ানা আর্থার রাশবি নামক এক স্থানীয় লোকের সঙ্গে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। জানলে ওরা তাকে পাগলা গারদে পাঠাত।

চার

চ্যাম্প জনসন বড় রাস্তা ছেড়ে নামল ঘন পাইনগাছে ছাওয়া এক গভীর খাদের মধ্যে। তার ঘোড়া ব্ল্যাক লায়ন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে সাবধানে পা ফেলে। জনসন বিগ হর্ন টাউনে প্রবেশ করতে চায় কারও চোখে না পড়ে। হঠাৎ ওপরে গুলির শব্দ।

প্রথমে সে ভাবল শিকারিরা। তারপরে শোনা গেল একজনের গলার আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে শটগানের গর্জন। ব্ল্যাক লায়নকে সে চালিত করল খাড়া পাথুরে ট্রেইলে ওপরের দিকে। উঠতে উঠতে তার কানে এল কাঠ ভাঙার শব্দ এবং একটা প্রাণীর মরণ চিৎকার। গালাগালি আর রিভলভারের গুলির আওয়াজ।

মোটা গলায় একজন হাঁক দিল, 'ওটা পেয়ে গেছি! সরে পড়ো!'

অতি কষ্টে চূড়ায় উঠল ব্ল্যাক লায়ন। রাইফেল হাতে নিয়ে নামল চ্যাম্প। তার নজরে পড়ল পাথুরে পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলে যাওয়া সরু পথে ছুটে পালাচ্ছে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার। অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা।

চারদিক খুঁটিয়ে দেখতে লাগল চ্যাম্প। নজর পড়ল পথের পাশে

কাত হয়ে পড়া একটা স্টেজকোচের ওপর। একটা চাকা ভাঙা। দুটো ঘোড়া মৃত। দুটো জীবিত। কাঁপছে থরথর। ডাকের বস্তা একটা পড়ে আছে। কোচ থেকে বিশফুট দূরে হাড়জিরজিরে বুড়ো মত এক লোক পড়ে আছে ভাঙা শটগানের কুঁদোর ওপর। তার শার্টের বাঁ দিকটায় রক্তের ছোপ বিস্তৃত হচ্ছে।

ড্রাইভারের হাতে চাবুকটি তখনও ধরা রয়েছে। সে পড়ে আছে পাহাড়ের দেয়াল ঘেঁষা এক ঝোপের মধ্যে। চ্যাম্প তুলে নিল তাকে। লোকটা বুড়ো, খর্ব আকৃতির। মুখে মদের কটু গন্ধ। চোখ লাল। গলার স্বর কাঁপা কাঁপা।

'অ্যাপাচি···লাল ফেট্টি···'

চ্যাম্প জানে লোকটা মিথ্যুক। মিথ্যা বলছে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য নিয়ে।

'হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের ওপর। আমরা কোন সুযোগ পাইনি। চার্লির গুলি আগে কখনও মিস্ হয়নি···চার্লি কোথায় গেল?'

তারপর চট করে উঠে দাঁড়াল লোকটা। মরা লোকটাকে দেখল।

'চার্লি মরে গেল? আমরা দু'জন কত লড়েছি কোমাঞ্চিদের সঙ্গে, অ্যাপাচিদের সঙ্গে···আমি আর চার্লি···'

'আর কেউ, কোন যাত্রী ছিল না?'

'না। ওরা ওয়েলস ফার্গোর বাক্স নিয়ে গেছে।'

'তোমার নাম?'

'ম্যাক্স হাউটন,' বলে মরা ঘোড়া দুটোকে ছাড়াল সে স্টেজ থেকে। অন্য দুটোর মাথায়-গায়ে হাত বুলিয়ে আশ্বস্ত করল।

চ্যাম্প বলল, 'তিনজন তোমাদেরকে আক্রমণ করেছিল। একজনের ঘোড়ার নাল ভাঙা। মাটিতে দাগ আছে। আমি ওই নালটি দেখলেই চিনব। সব ঘোড়ার পায়ে নাল আছে।'

'অ্যাপাচিরা হামলা করেছিল···মাথায় লাল ফেট্টি দেখেছি···'

'মিথ্যা বলার নিশ্চয় কোন কারণ আছে তোমার। হতে পারে তুমি অন্ধ বা মাতাল। কিন্তু তিন অ্যাপাচি স্টেজকোচে হামলা চালিয়ে ওয়েলস ফার্গোর বাক্স নিয়ে গেছে এ কেচ্ছা আমাকে বলবে না। এটা ইণ্ডিয়ানদের কাজ নয়।'

'আমি ইণ্ডিয়ানদের দেখেছি।'

'আমিও দেখেছি ওরা ইণ্ডিয়ান নয়।'

হাউটন বলল, 'দেখো মিস্টার, আমি জানি না তুমি কে, কি কাজে যাচ্ছ বিগ হর্নে। আমি যেমন বলছি ঘটনা তেমনি ঘটেছে। বুড়ো মানুষ হিসাবে উপদেশ দিচ্ছি, আমার কথার উল্টোটা বলবে না।'

'কেন বলব না?'

'বলবে না, কারণে কারণে।'

চ্যাম্প বুঝল হাউটন মিথ্যা বলছে। কারণ বোঝা যাচ্ছে না। এ সময় বিগ হর্নে গিয়ে সত্য ঘটনা বললেও কোন লাভ হবে না। তাই হাউটনের সাথে আর বাক্য ব্যয় না করে সে ব্ল্যাক লায়নে সওয়ার হয়ে চলল। বিগ হর্ন খুব দূরে নয় ওখান থেকে। ডায়ানার কাছে

যাচ্ছে সে প্রতি মুহূর্তে। এসব ডাকাতি-ছিনতাই নিয়ে মাথা ঘামাবে না এখন।

বিগ হর্ন পাহাড়ের গায়ে বসানো একটা নতুন টাউন। একটিমাত্র রাস্তা। নিচের উপত্যকায় র‍্যাঞ্চগুলো একের পর এক বিস্তৃত উত্তর অভিমুখে। চ্যাম্প ভাবল, পাহাড়ের খনিগুলোতে তামা ফুরিয়ে গেলেও এখানকার উর্বর জমি ফুরাবে না।

ডায়ানার হোটেলটা দোতলা। সাদা রঙ লাগানো। আর সব দালান-কোঠার মধ্যে চোখে পড়ে। রাস্তায় অনেক লোক। ছুটছে প্রিন্স বার-এর দিকে। হাউটন ওখানে স্টেজকোচের গার্ড চার্লির লাশ নিয়ে এসেছে। ভিড়ের পেছন থেকে দেখছিল চ্যাম্প ঘোড়ার পিঠে বসে।

বুকে রূপোর স্টার আঁটা এক দীর্ঘদেহী লোক তার কাছে এসে বলল, 'আমি জন কনোভার। এখানকার মার্শাল। তুমি তো ওই পথেই এসেছ। হাউটন বুড়ো যা বলল ওসব দেখেছ?'

'ঘটনার পরে তিনজনকে পশ্চিম দিকে ছুটে যেতে দেখেছি।'

'মাত্র তিনজন? ইণ্ডিয়ান?'

'হ্যাঁ তিনজন। কিন্তু ওরা ইণ্ডিয়ান নয়।'

'এখানে থাকবে তো দু'একদিন, মুসাফির?'

'থাকব। কাজে এসেছি। আমার নাম জনসন।'

'ড্রীমল্যাণ্ড টাউনের চ্যাম্প জনসন?'

'হতে পারে,' বলল সে , এত দূরে এ লোক তার নাম জানল কেমন করে ভাবতে ভাবতে।

হ্যাণ্ডশেক করে মার্শাল চলে গেল ভিড়ের মধ্যে। চ্যাম্প এগিয়ে চলল হোটেলের দিকে।

র‍্যাকে ঘোড়াটাকে বেঁধে স্যাডলব্যাগ, রাইফেল তুলে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠল বারান্দায়। দু'জন বসে আছে রকিং চেয়ারে। গভীর আলাপে মত্ত। একজনের মুখে মোটা গোঁফ। চওড়া কাঁধ। কালো আর সাদা পোশাক। দু'চোখ পলকহীন। পিংকার্টনের দেয়া বিবরণ অনুযায়ী এ লোকটা ফ্রেড মরিস।

অন্য লোকটা অপেক্ষাকৃত তরুণ। সুশ্রী। তাকে ঘিরে রয়েছে একটা পাথরের মত নিরেট ভাব। একটা দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ভাব। চ্যাম্প চিনল তাকে। মার্ক ওয়াগনার। সকল অশুভের উৎস। ভয়ঙ্কর উচ্চাভিলাসী। পাথুরে পাহাড়ের মত অনুভূতিহীন। মেরু ভালুকের মত বিপজ্জনক।

দু'জনই নড করল চ্যাম্পকে, কিন্তু তাকাল তার পেছন দিকে। এক যুবক এসে নামল ঘোড়া থেকে। পোশাক এলোমেলো। বুটজোড়া কাদা মাখা। দেখতে অতি সুশ্রী। ছুটতে ছুটতে চ্যাম্পকে পিছনে ফেলে ঢুকে গেল হোটেলের ভিতরে।

পশ্চিম দিক থেকে ঘোড়া হাঁকিয়ে আসছে দু'ব্যক্তি। কাঠখোট্টা চেহারা। ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে না। বারান্দার দু'জন ঝুঁকে বসল ওদের দিকে, যেন ওদের দেখে কোন প্রশ্ন জেগেছে তাদের মনে। লোক দু'টি পুরোপুরি সশস্ত্র।

চ্যাম্প দেখল লোক দু'টি মিলিত হলো জন কনোভারের সঙ্গে। একটু পরেই গঠিত হলো পসী। ওরা দল বেঁধে চলল উল্টো দিকে,

স্টেজকোচ ডাকাতির স্থানে।

চ্যাম্প প্রবেশ করল হোটেলে। সুশ্রী যুবকটি ফিসফিস করে কথা বলছে ডায়ানা লেক-এর সঙ্গে। চ্যাম্পের ওপর নজর পড়তেই চমকে উঠল ডায়ানা। মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

পাঁচ বছরে পরিবর্তন হয়েছে ডায়ানার, ভাবল চ্যাম্প। আরও সুন্দর, আরও আকর্ষণীয় হয়েছে।

'কেমন আছ, ডায়ানা?' বলল সে।

মুহূর্তের জন্য চ্যাম্প-এর মনে হলো ডায়ানা চিৎকার করে তাকে বেরিয়ে যেতে বলবে। পরক্ষণে পরিবর্তন দেখা গেল ডায়ানার মধ্যে। যুবকটির হাত ধরে ঘুরিয়ে দিল তাকে। বলল, 'এড, আশ্চর্য হলাম তোমাকে দেখে। এর সাথে পরিচয় করিয়ে দি। আমার ফীয়াসে, আর্থার রাশবি।'

চ্যাম্প জেনেছিল এখবর পিংকার্টনের কাছ থেকে। তাই সহজভাবে হাত বাড়িয়ে বলল, 'খুশি হলাম তোমাকে দেখে। অভিনন্দন।'

রাশবি শুনেছে জনসনের নাম। কাহিনীটাও জানে। আবেগ দমন করে বিদ্বেষহীনভাবে হাত বাড়িয়ে বলল, 'মিস্টার জনসন, এক বিপজ্জনক সময়ে আপনি এসেছেন। আমি কি ধরে নিতে পারি যে আপনি সহায়তা করতে এসেছেন?'

ডায়ানা বলে উঠল, 'আর্থার, সে ব্যাপারে তুমি নির্ভর করতে পারো।'

সোজাসুজি ডায়ানার দিকে তাকিয়ে চ্যাম্প বলল, 'আমি মিস

ডায়ানার টেক্সাসের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করি।'

'টেক্সাসে আমার কোন বিষয়-সম্পত্তি নেই,' ত্বরিত জবাব দিল ডায়ানা।

চ্যাম্প রাশবিকে বলল, 'মিস লেক ডায়ামণ্ড এল-এর প্রতি একটা ঋণ এবং ওতে তাঁর স্বার্থ অস্বীকার করেছেন। একজন আইনজীবী হিসাবে আপনি বুঝবেন যে কিছু সম্পত্তির মালিক তিনি এবং তাঁর ভাই। তিনি যখনই চাইবেন ওটা তাঁর হবে।'

ডায়ানার দিকে ফিরে রাশবি বলল, 'আমি তো জানতাম না। আমাদের এটা নিয়ে আলাপ করতে হবে, ডার্লিং। এ মুহূর্তে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ, তুমি তো জানো।'

'এখনকার পরিস্থিতির সঙ্গে এর কোন সম্পর্কই নেই,' বলল ডায়ানা শক্ত মুখে।

আর্থার রাশবির মধ্যে একটা অনিশ্চয়তার ভাব, ডায়ানার কথায় একটু অসন্তুষ্টিও দেখা গেল। 'মি. জনসন, আপনার সহায়তা সত্যি দরকার আমাদের। ডায়ানা চাপের মধ্যে আছে।'

'আমি জানতে চাই সে সম্পর্কে। আপাতত একটু বসতে পারলে খুশি হই। অনেক দূর থেকে এলাম কিনা।'

ডায়ানা আনুষ্ঠানিকভাবে বলল, 'আমি খাবার ব্যবস্থাটা দেখছি। তুমি ইচ্ছা করলে চাবি নিয়ে যেতে পারো। রুম নম্বর ১৩, দোতলা।'

জনসন বলল রুমটা যেন রাস্তার দিকে হয়।

'তাহলে রুম নম্বর ১৪।' তাচ্ছিল্যের সাথে বলে ডায়ানা চলে

গেল গটগট করে।

'কিছুক্ষণ পরে ডাইনিং রুমে আমাদের সঙ্গে একত্র হবেন?' বলল রাশবি। 'অনেক কথা বলার আছে।'

'অবশ্যই,' বলে জনসন তার স্যাডলব্যাগ আর রাইফেল নিয়ে চলে গেল দোতলায়।

একটা প্রশস্ত হলঘর। দু'ধারে রুম। পিছন দিকে সিঁড়ি আছে। ১৪ নম্বর রুমটিও বেশ প্রশস্ত। আসবাব পত্রও ভাল। কার্পেট পাতা রয়েছে মেঝেতে।

আর্থার রাশবি বড় বেশি সুশ্রী, বেশি করুণ। লোকের সামনে তারা একে অন্যকে 'ডার্লিং,' 'ডিয়ার' বলে। হয়তো চুমু-টুমুও খায়। যাকগে, ভেবে লাভ নেই।

স্নান সেরে নতুন পোশাক পরে কোমরে গানবেল্ট জড়িয়ে নামল সে সিঁড়ি বেয়ে।

খদ্দেররা আসার সময় হয়নি। ওরা দু'জন তার জন্য অপেক্ষা করছে কোণের এক টেবিলে। একটা নিগ্রো ছেলে খাবার এনে দিল।

আর্থার রাশবি বলে যাচ্ছে। চ্যাম্প খেতে খেতে শুনছে। যা শুনছে তার অনেক খানি সে পিংকার্টন এজেন্সীর রিপোর্ট থেকে জানে। তবে কিছু কিছু নতুন কথাও আছে।

'হোটেলটা তৈরির শেষ পর্যায়ে ডায়ানার টাকার টান পড়ে। মার্ক ওয়াগনার সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। হোটেল বন্ধক রেখে টাকা দেয়। কিছু দিন অসুবিধা হয়নি। ব্যবসা ভাল চলছিল। ডায়ানা

কিস্তি শোধ করছিল নিয়মিত। ...ওয়াগনার নজর দিতে থাকে ওর প্রতি। কিন্তু জবরদস্তির চেষ্টা করেনি। তারপর ডায়ানা আর আমি এনগেজড হই। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াগনার তৎপর হয়ে ওঠে। চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। সে এখানে ক্ষমতাবান লোক। খনির মালিক। র‍্যাঞ্চ আছে, বাথান আছে। ফ্রেড মরিস তার চ্যালা। প্রিন্স বার চালায়। আসল মালিক ওয়াগনার।

এ খবর জানত না চ্যাম্প। পিংকার্টন গোয়েন্দারাও এটা জানাতে পারেনি। এরকম ছোট্ট টাউনের সেরা সেলুনটির মালিক খুব প্রভাবশালী হয়। সব খবর তাদের নখদর্পনে থাকে।

'জন কনোভারের খবর কি?'

'অযোগ্য মার্শাল,' বলল রাশবি। 'ওয়াগনারকে ভয় পায়। তবে ব্যক্তিগতভাবে সৎ।'

'মর্টগেজটার হাল কি?'

'টাকা শোধ করতে হবে এ সপ্তাহে। পুরো চার হাজার ডলার। আইনগতভাবে ওটা তার প্রাপ্য। সে ডায়ানাকে শর্ত দিয়েছে: তাকে বিয়ে করলে কিছুই দিতে হবে না।'

'হোটেলে লাভ হচ্ছিল?'

'লাভ হচ্ছিল, কিন্তু চার হাজার ডলার জমানো সম্ভব হয়নি,' বলল ডায়ানা।

'বিল-এর কারণে?' প্রশ্ন করল চ্যাম্প।

'হ্যাঁ, বিল-এর কারণে।'

'আমি জানি সে পালিয়েছে জেল থেকে। তাকে সীমান্তের

ওপারে পাঠানোর জন্যই আমি এসেছি।'

'সে কি বিশ্বাস করবে তোমাকে?' বলে মুখে হাত চাপা দিল ডায়ানা। জলভরা চোখে তাকিয়ে বলল, 'ওটা বলা আমার ঠিক হয়নি। বিল তোমাকে কখনও দোষ দেয়নি। বুঝলে এড?'

'খুশি হলাম। না পালালে নতুন গবর্নরকে ধরে হয়তো তাকে ছাড়াতে পারতাম। অবশ্য বিল-এর দোষ নেই। তার ওপর উৎপীড়ন হয়েছে। আমি হলেও বোধ হয় পালাতাম। বিল-এর ভাগ্যটাই খারাপ।'

'ভাগ্য আমাদের সবারই খারাপ। এড, সাহায্য করতে যদি এসে থাকো তবে তোমার কাছ থেকে আমি ধার নেব। নতুবা তুমি মর্টগেজটা কিনে নিতে পারো। ওয়াগনার আমাকে না ঘাঁটালে তোমার কর্জ আমি শোধ দিতে পারব।'

'তোমার টাকাই বয়ে বেড়াচ্ছি। কাজেই ধার কর্জের দরকার হবে না। ওয়াগনারের ঋণ শোধ করে দেব।'

তাকে সাবধান করে বলল ডায়ানা, 'সে বিপজ্জনক লোক। ভীষণ ধূর্ত।'

'শুনেছি,' বলে প্লেটটা সরিয়ে দিল চ্যাম্প। 'তোমার খাবার ভাল, ডায়ানা। 'এ রকম খাওয়ালে হোটেল লাভজনক হবেই তো।' রাশবির দিকে ফিরে বলল, 'স্টেজকোচ চালক হাউটনের সম্পর্কে কি জানেন?'

'হাউটন? বদ্ধ মাতাল। মাতাল অবস্থায় স্টেজ চালায়।'

'ওয়াগনারের লোক?'

'তা কি করে হবে? অত গুরুত্বপূর্ণ লোক সে নয়।'

ডায়ানা বলল, 'এড, তুমি কেন এ প্রশ্ন করছ?'

চ্যাম্প স্টেজ ডাকাতির ঘটনাটা শোনাল তাদেরকে। শুনে ডায়ানা বলল, 'ওয়াগনার কিনে ফেলেছিল হাউটনকে। আমি নিঃসন্দেহ যে সে ওয়াগনারের জন্য মিথ্যা বলছে। মিথ্যা বলতে হুকুম দেয়া হয়েছে তাকে।'

'তাহলে পাহারাদার চার্লি মারা পড়েছে ভুলক্রমে।'

রাশবি বলল, 'চার্লি আর হাউটন ছিল দোস্ত। একসঙ্গে চলত। নিশ্চয়ই ভুলে মারা পড়েছে চার্লি।'

'এ কথাটা স্মরণ রাখতে হবে,' বলল চ্যাম্প।

ডায়ানা বলল, 'আমি ডায়মণ্ড এল-এর টাকা চাই না। তবে ধার হিসেবে নেব। কিন্তু এ টাকাটা দিয়ে তুমি বিল-এর জন্য কিছু করতে পারতে।'

'ঠিক আছে। তোমার সঙ্গে তর্ক করতে এতদূর আসিনি। এসেছি বিলকে বাইরে পাঠাতে এবং ওয়াগনার যাতে তোমাকে বিরক্ত না করে সেই ব্যবস্থা করতে। এখন যাই। প্রথমে দেখা করব ওয়াগনারের সঙ্গে।'

'এ সময় তাকে প্রিন্স বার-এ পাবেন। কিন্তু হুঁশিয়ার থাকবেন ফ্রেড মরিস সম্পর্কে। লোকটা বন্দুকবাজ।'

'শুনেছি।'

'তুমি অনেক কিছুই শুনেছ দেখছি। গোয়েন্দা লাগিয়েছিলে নাকি?' বলল ডায়ানা।

'তোমার আন্দাজ ভাল।'

সন্ধ্যার আঁধার নেমে এসেছে। রাস্তায় লোকজন কম। প্রিন্স বার আলোয় ঝলমল। চ্যাম্প-এর জানার ইচ্ছা ছিল ডায়ানা সুখী কিনা, রাশবি সত্যিকারভাবে তার হৃদয়ের কাঙ্খিত পুরুষ কিনা এবং আরও কত কিছু। কিন্তু কিছুই জানার উপায় নেই। তার ভাগ্যে কেবল উপদেশ দেয়া, টাকা দিতে চাওয়া। চ্যাম্প জনসনের ভিতরে কি হচ্ছে সে খবর নেয়ার কেউ নেই।

পাঁচ

প্রিন্স বারটি লম্বা এবং সরু। তবে সিলিং বেশ উঁচু। মূল অংশের পেছনের গ্যালারিতে রয়েছে রুম। একটা সিঁড়ি আছে রুমগুলোতে যাবার জন্য। সিঁড়িটা নেমে গেছে পিছন দিকে। চ্যাম্প-এর সন্দেহ নেই যে ওপরে লোক মোতায়েন আছে নজর রাখার জন্য। মার্ক ওয়াগনার দাঁড়িয়ে আছে বার-এর এক পাশে। মগভর্তি দুধ পান করছে।

ফ্রেড মরিস আর একজন মেক্সিকান বার টেণ্ডার তাকিয়ে আছে নবাগতদের দিকে। জনাকয়েক খদ্দের ভিড় জমিয়েছে রুমের শেষ প্রান্তে। জনসন প্রবেশ করতেই নেমে এসেছে মুহূর্তের নীরবতা। যে কোন জায়গায় গেলেই তার ওপর লোকের নজর পড়বেই। ধীর পায়ে সে এগিয়ে গেল মার্ক ওয়াগনারের কাছে।

'হুইস্কি' বলল সে ফ্রেডকে, তার দিকে না তাকিয়ে। একটা ডলার রাখল মেহগিনির ওপর।

একটা বোতল এবং গ্লাস রাখা হলো তার সামনে। 'পানি চাই। থাকলে বোতলের প্লীজ।'

'প্লীজ একটি সুন্দর শব্দ। তুমি ভদ্রতা জানো, আগন্তুক,' বলল, ফ্রেড মরিস দু'চোখে চ্যাম্পকে জরিপ করে।

'আমার নাম এড জনসন,' বলে মার্কের দিকে ফিরে সে বলল, 'আপনি মার্ক ওয়াগনার না?'

'ঠিকই ধরেছেন, মি. জনসন। ড্রীমল্যাণ্ড টাউনের চ্যাম্প জনসন না আপনি?'

'আমি আসব বলে জানতেন নাকি?'

'না।'

'তাহলে বুঝলেন কেমন করে কে আমি?'

হাসল ওয়াগনার। 'আমি ব্যবসায়ী। এই এলাকাটাই আমার ব্যবসা। পশ্চিমের প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে নামে-চিনি, খ্যাতিতে চিনি, ছবি দেখে চিনি। আপনার ছবিও দেখেছি কাগজে।'

'খুশি হলাম আপনি ব্যবসাদার জেনে। আমিও এখানে এসেছি ব্যবসার সূত্রে। আপনার অফিস আছে?'

'অফিস আমার হ্যাটের নিচে,' বলে হাসল ওয়াগানার।

চ্যাম্প হুইস্কিতে চুমুক দিল। ফ্রেড মরিস কাছেই দাঁড়ানো। মেক্সিকানটা দাঁড়িয়ে আছে বারের নিচে রাখা শটগানটার কাছে।

'আপনার সঙ্গে একান্তে আলাপ করা যায় না?'

'এখানেই কথা বলতে পারেন,' বলল ওয়াগনার সহজভাবে। কোন অস্ত্র আছে মনে হচ্ছে না তার কাছে। তবে চ্যাম্প নিশ্চিত যে আস্তিনের মধ্যে কিংবা বগলের নিচে একটা ডেরিঙ্গার অন্তত আছে।

ড্রিঙ্কটা শেষ করল চ্যাম্প। ভাবল বিল লেক-এর কথা।

কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে। ভাবল জেলপলাতক আসামীর সাথে জড়িয়ে পড়া ডায়ানার কথা। বিলকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার জরুরী প্রয়োজনের কথা।

'হোটেলের মর্টগেজটা। চার হাজার ডলার তো?'

বিন্দুমাত্র আশ্চর্য না হয়ে ওয়াগনার বলল, 'আগামী কাল সুদে-আসলে শোধ করার দিন।'

'আমি দেব টাকাটা।'

'সত্যি? সে তো বেশ মজার কথা, চ্যাম্প।'

'মর্টগেজের দলিলটা সঙ্গে আছে?'

'আপনার সঙ্গে আছে চার হাজার ডলার?'

উভয়ের চোখ মিলল। ওয়াগনার তাকে বিদ্রূপ করছে। কিন্তু লড়াই বাধার সময় এটা নয়, জানে চ্যাম্প।

'টাকা নিতে অস্বীকার করছেন?' প্রশ্ন করল চ্যাম্প।

'টাকা দেয়ার তারিখ আগামী কাল। ওই হোটেলটা আমার পছন্দ। এখন আর আগামী কালের মধ্যে অনেক কিছুই ঘটতে পারে,' বলে দাঁত বের করে হাসল ওয়াগনার।

'দলিলটা আমার হাতে আসবে। এর নড়চড় হতে পারে এমন কিছুই ঘটবে না।'

'শুনেছি আপনি কঠিন মানুষ,' খোলাখুলি উপহাস করে বলল ওয়াগনার। ফ্রেড মরিসের হাত চলে গেল হোলস্টারের ওপর।

'দরকার হলে কঠিন,' বলল চ্যাম্প। সরে দাঁড়াল বার থেকে, যাতে মেক্সিকানটা, ফ্রেড, আর ওয়াগনার তিনজনকেই নজরে

রাখতে পাবে। আপনি কি পরীক্ষা করে দেখতে চান আমাকে?'

হাসি থামিয়ে ওয়াগনার বলল, 'না। আমি ব্যবসায়ী। টাকা হচ্ছে টাকা। আপনার কাছে আছে, আমি ওটা পেতে চাই। আগামী কাল হচ্ছে তারিখ। রাশবি দেখছে ডায়ানার দিকটা। তাকে বলবেন আইনসঙ্গত ভাবে কাগজপত্র তৈরি করতে। কোন সমস্যা হবে না, চ্যাম্প জনসন।'

গভীর নীরবতার মধ্যে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে জনসন বলল, 'সমস্যা নেই তা জানি। কথাটা যেন আপনার লোকজনরাও জানতে পারে। চার্লির দু'বার দাফন হোক, এটা নিশ্চয়ই আপনি চান না।'

বারের শেষ প্রান্তে ভিড় করা লোকগুলোর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল হোটেলের দিকে। মুখোমুখি হলো আর্থার রাশবির সঙ্গে। সে বের হচ্ছে হোটেল থেকে।

না থেমেই চ্যাম্প মৃদুস্বরে বলল, 'বলো গুড নাইট, এড। দেখা হবে আগামী কাল। তারপরে একটু ঘুরে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পিছনের দরজা খুলে ফিরে আসবে আমার রুমে। কেউ যেন না দেখে তোমাকে।'

রাশবি স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'গুড নাইট, এড। কাল দেখা হবে।'

চলে গেল রাস্তায়। চ্যাম্প প্রবেশ করল হোটেলে। কিছুক্ষণ পরে রাশবি এল তার রুমে।

'কেউ দেখেনি তো?'

'আমি নিশ্চিত যে কেউ দেখেনি। ওরা সামনের দিকটায় নজর

রাখছে।'

চ্যাম্প তার মানিবেল্ট খুলে বিছানায় রাখল। গুনতে লাগল নোটগুলো। 'এখানে চার হাজার দু'শো। সুদ দেয়া হয়েছে তো এ পর্যন্ত?'

'বাকি যা আছে দু'শোর বেশি হবে না। আপনার মত বন্ধু দুনিয়ায় বেশি নেই, স্যার।'

'ডায়ানার মত মেয়েও বেশি নেই,' বলল চ্যাম্প। 'আমি বিল-এর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

চ্যাম্প নিজের অস্ত্রগুলো দেখে নিল শেষবারের মত। দ্বিতীয়বার চিন্তা করে একটা ছোট সাইজের বাউয়ি নাইফ গুঁজে নিল কোমরের বেল্টে। 'আজ রাতটা আমার রুমে থেকে যেতে পার না? আরও কিছু টাকা রেখে যেতাম তোমার কাছে।' বলল সে।

'পারব না। আমি নিরাপদে থাকব। লোকের চোখের আড়ালে থাকার কায়দা এখানে শিখে নিয়েছি। নইলে এতদিনে আমাকে ওরা মেরে ফেলত।'

'ঠিক আছে। আমি ফিরব যখন পারি। ডায়ানা জেনে যাবে আমি কি করতে যাচ্ছি। কিন্তু আর কোন উপায় নেই।'

তরুণ আইনজীবী পা টিপে টিপে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে। চ্যাম্প বসে রইল বিছানার ধারে। ডায়ানার বাকদত্ত পুরুষটির সান্নিধ্যে অস্বস্তি লাগে তার। তবু অস্বস্তি চাপা দিতে হলো।

আত্মসংবরণ করে নিঃশব্দে রুম থেকে বের হলো সে। জানে,

রাতের মধ্যে এ রুমে কেউ ঢুকবে, তল্লাশী চালাবে। ডায়ানা টের না পেলে এবং বাধাদানের চেষ্টা না করলেই হয়।

বিগ হর্নে প্রতিটি মুহূর্ত ডায়ানার জন্য বিপজ্জনক। তার নিজের জন্য এবং রাশবির জন্য ও।

রাস্তায় নামতেই ঘোড়ার শব্দ। অন্ধকারে সরে গেল সে। মার্শাল কনোভারের নেতৃত্বে পসী ফিরে এসেছে। ওরা নামল ঘোড়া থেকে। কনোভার বলল, 'বৃথা খাটনি গেল। ইণ্ডিয়ান না হাতি!'

যে দু'জন রুক্ষ চেহারার লোককে পালোয়ান দেখেছিল ঘোড়া হাঁকিয়ে টাউনে আসতে এবং পরে পসীতে যোগ দিতে, ওদের একজন বলল, 'অ্যাপাচি হতে পারে।'

তার সঙ্গী সমর্থন করল তাকে।

'জ্যাক তুমি জেলখানায় চাকরি করতে বলে সবজান্তা হয়ে যাওনি,' বলল কনোভার।

'মার্শাল, তর্ক করে লাভ নেই। আমরা যাই, রিপোর্ট করিগে।'

মার্শাল ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওদের দিকে।

হারিকেনটা উঁচু করে আস্তাবলওয়ালা হিকস বলল, 'শুনলে মার্শাল! রিপোর্ট করতে যাচ্ছে! ওয়াগনারের কাছে।'

'নিজের চরকায় তেল দাও।'

'তা তো দিচ্ছি। কিন্তু তুমি হচ্ছ টাউনের আইনকর্তা। তোমাকে ডিঙ্গিয়ে ওরা ওয়াগনারের কাছে যাবে কেন?'

জবাব দিল না মার্শাল কনোভার। চ্যাম্প বুঝল, লোকটা নির্বোধ। নেতৃত্বগুণ বর্জিত। ভাল মানুষ, তাই অসহায়।

রুক্ষ লোক দু'টির একজন, জ্যাক বার্নস, জেলের গার্ড ছিল। এ লোকটাই বিলকে নিয়মিত মারধর করত। চ্যাম্প-এর চেষ্টায় তার চাকরি যায়। এখন সে এসে জুটেছে এখানে। ওয়াগনারের দলে ভিড়েছে। তার সঙ্গীর নাম টার্নার।

মিনিট কয়েকের মধ্যে সবাই চলে গেল। চ্যাম্প নীরবে জিন পরাল তার ঘোড়াকে। নিয়ে গেল পিছনের দরজায়। দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। ছায়াময় অন্ধকারে কেউ আছে কিনা দেখল। কোন শব্দ হচ্ছে কিনা শোনার চেষ্টা করল কান খাড়া করে।

ব্ল্যাক লায়নকে নিয়ে চলল পিছনের এক গলিপথে। আবার অপেক্ষা করল। না, কিছুই নড়ছে না। এবার সওয়ার হয়ে ব্ল্যাক লায়নকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল উত্তরের পাহাড়ের দিকে। টাউনের শেষ প্রান্তে গিয়ে হঠাৎ সে মোড় নিল ডানে। লাগাম টেনে ধরল। দম বন্ধ করে কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল জ্যোৎস্নাহীন আঁধার রাতে। কিছুই কানে এল না। আবার ফিরল রাস্তায়। যেতে যেতে পৌঁছল একটা ছোট্ট পাহাড়ের সামনে। পাহাড়টাকে বেড় দিয়ে এগিয়ে গেল সে। এবার যেতে পারে স্টেজকোচ ডাকাতির জায়গাটায় কিংবা উত্তর দিকে। কোন্ দিকে যাওয়া ঠিক হবে? ঘোড়ার লাগাম টেনে ভাবতে লাগল সে। এতেই তার প্রাণ রক্ষা হলো।

মাত্র এক ফুটের জন্য একটি গুলি লাগল না তার গায়ে। লাফ দিয়ে নামল সে। ব্ল্যাক লায়নকে ছুটিয়ে দিল পিছন দিকে। ঝোপের মধ্য দিয়ে রাইফেল হাতে উঠতে লাগল পাহাড়ে।

ওয়াগনার টাউন থেকে বের হবার সব পথ কভার করেছে। যে লোকটা তাকে গুলি করল একে খতম করতে না পারলে ওয়াগনার খবর পেয়ে যাবে যে সে টাউন ছেড়ে বের হয়েছে এবং এদিকে এসেছে।

খুব ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে সে উঠতে লাগল পাহাড় বেয়ে। মাঝে মাঝে দম নেয়ার জন্য থেমে থেমে। এখন তার মাথায় ডায়ানা বা আর কারও চিন্তা নেই। সে এখন শিকারী। চূড়ায় পৌঁছার আগেই শিকার নজরে পড়ল তার।

লোকটা রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। এদিক ওদিক দেখার চেষ্টা করছে। চ্যাম্প হামাগুড়ি দিয়ে কাছে চলে গেল। দেখল যে প্রিন্স বার-এর লোক। ওয়াগনারের নামহীন পুতুল। অল্প পয়সার ভাড়াটে খুনী।

লক্ষ্য স্থির করে চ্যাম্প বলল, 'এদিকে দেখো না!'

চট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে আন্দাজে গুলি করল লোকটা, পর পর দু'বার। চ্যাম্প ঠাণ্ডা মাথায় প্রথমে গুলি করল পেটে, তারপরে মাথায়। ফলাফল পরীক্ষা করে দেখার জন্য সময় নষ্ট না করে সে নেমে গেল পাহাড় থেকে। প্রায় আধ মাইল পথ হেঁটে গিয়ে শিস দিয়ে ডাকল ব্ল্যাক লায়নকে। ট্রেনিংপ্রাপ্ত ঘোড়া। শিস শুনেই ছুটে এল প্রভুর কাছে।

স্টেজ ডাকাতির স্থানটার পরেই ট্রেইল শেষ। পাইনের বন ফাঁকা ফাঁকা। জায়গাটা মালভূমির মত। প্রায় মাঝরাতে সে পৌঁছল এক ঝর্ণার কাছে। ব্ল্যাক লায়নকে পানি খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিয়ে

সেখানে কম্বল পাতল সে।

শুয়ে পড়ে ভাবতে লাগল যাকে এইমাত্র হত্যা করে এল তার কথা। প্রিন্স বারের পিছন দিকে ভিড় করা লোকদের একজন হবে। মার্ক ওয়াগনারের চ্যালা। সীমান্ত অঞ্চলের নতুন গড়ে ওঠা টাউনগুলোতে এরা খুন-জখম-ডাকাতি লুটতরাজ করে বেড়ায়। সভ্যতার আগমন ঘটলে, ব্যবসা-বাণিজ্য, গির্জা-স্কুল গড়ে উঠলে এরা ভোল পাল্টায়। ভদ্রলোক বনে যায়। পূর্ব টেক্সাসে এদের অনেকের কাহিনী শুনেছে চ্যাম্প। অনেক পরিবারের কর্তাই ছিল এক সময় লুটেরা এবং খুনী।

আচ্ছা, আর্থার রাশবি কি করছে এখানে? বিগ হর্ন-এর মত জায়গায় ভ্রাম্যমান আদালত আসে কালেভদ্রে। একজন তরুণ এবং সৎ আইনজীবীর কি কাজ এখানে থাকতে পারে? কিভাবে পেট চলে তার? কেমন লোক সে?

কোন জবাব নেই এসব প্রশ্নের। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় রাশবি নিজের সম্পর্কে যা বলে এবং ডায়ানা তাকে যা বলে বিশ্বাস করে তাই ঠিক। কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছার উপায় নেই। তবে রাশবি সম্পর্কে মনকে মুক্ত রাখবে সে। আগে থেকে সন্দেহ পোষণ করবে না।

চ্যাম্প জনসন এযাবত পরাজয় মানেনি কোন কিছুতে। জয়ী হয়েছে লড়াই করে। কেবল ডায়ানার ক্ষেত্রে জয়ের আশা সে দেখছে না। লড়াই করার সুযোগও নেই। বিল-কে সীমান্ত পার করে দিতে পারলে মনটা একটু নরম হতে পারে ডায়ানার। ডায়ানা তার

মতই দৃঢ়চেতা।

হঠাৎ ব্ল্যাক লায়ন একটা আওয়াজ করল। সঙ্গে সঙ্গে কম্বল ছুঁড়ে ফেলে দু'বার গড়িয়ে স্থির হলো চ্যাম্প রিভলভার হাতে নিয়ে।

চাঁদ উঠেছে আকাশে। সে দেখল হালকা চেহারার একটা লোক গাছের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে আসছে কাছে।

'থামো!' হাঁক দিল সে।

'আমার হাতে শটগান। আমি কভার করেছি তোমাকে,' জবাব এল ওদিক থেকে।

'আরে চলে আসো, বিল। আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি,' বলল চ্যাম্প।

'বিশ্বাস করি না। তুমিই আমাকে জেলে পাঠিয়েছিলে। তোমাকে আমি খুন করব, এড।'

'সেটা দেখা যাবে। শোনো, তোমাকে বাইরে পাঠানোর জন্য প্রচুর টাকা আছে আমার বেল্টে। প্রশ্ন হচ্ছে বর্ডার পার করাব কিভাবে।'

'চ্যাম্প জনসন, সত্য বলছ তো? ডায়ানা পাঠিয়েছে তোমাকে?' বলল বিল।

'ডায়ানা জানে না আমি এখানে এসেছি। সে নিজেই বিপদে আছে।'

'তাহলে বুঝলে কেমন করে যে আমি এদিকে আছি?'

'অনুমান করে, বিল। এখানে বন আছে, পানি আছে। লুকিয়ে থাকার উপযুক্ত স্থান। আরও অনুমান করেছি তোমার একটা ঘোড়া

দরকার।'

শটগান উঁচিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে বের হলো বিল। 'ওরা আমাকে নির্জন সেলে রেখেছে, উপবাসে রেখেছে, পিটিয়েছে। কিন্তু আমি মরিনি। ওদেরকে বোকা বানিয়ে পালিয়েছি,' বলল সে।

'ওসব আমি জানি। কিন্তু তোমার ভিতরে কোন পরিবর্তন এসেছে কিনা জানি না।'

বন্দুকের নল নামিয়ে কাছে এল বিল। বসল কম্বলের একপ্রান্তে। কান্নাভরা কণ্ঠে বলল, 'ওরা আমাকে শেষ করে দিয়েছে, এড।'

'কিন্তু চলতে ফিরতে তো পারো।'

'ঠিক বলেছ। আমি ডায়ানাকে বিপদে ফেলতে চাই না। সে অনেক করেছে আমার জন্য।'

'দেখো, কাল এখানে স্টেজকোচে ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতদের দেখেছ?'

'আমি লুকিয়ে ছিলাম। ওরা তিনজন ছিল। উল্টো দিক থেকে এসেছিল টাউনে।'

চ্যাম্পের মনে পড়ল সেই রুক্ষ চেহারার লোক দুটোর কথা—যাদের একজন জেলের প্রাক্তন গার্ড জ্যাক বার্নস।

'ঠিক আছে। ডায়ানা এখানে এসেছিল?'

'না। আর্থার রাশবি নামের একজনকে পাঠিয়েছিল।'

'চিন্তার কিছু নেই, বিল। আমি তোমাকে মেক্সিকো পাঠিয়ে দেব। তারপর গবর্নরকে ধরে তোমার সাজাটা মাফ করিয়ে নেব।'

'এড, আমি এ রকম হলাম কেন?'

'ওটা কিছু না, বিল। তোমার ভাগ্যটা খারাপ ছিল তাই।'

'চ্যাম্প, আমাকে বলো ডায়ানার সমস্যার কথা!'

'মার্ক ওয়াগনার নামের একটা লোক তাকে জ্বালাচ্ছে। লোকটা খুবই খারাপ। তবে আমার বিশ্বাস তাকে সামলাতে পারব। আমি যা বলি তাই করো। সীমান্ত পার হয়ে চলে যাও। সেখানে অপেক্ষা করবে আমি ডেকে পাঠানো পর্যন্ত।'

'এড, বুঝতে পারছি না আমার কি করা উচিত। মনে হচ্ছে এদিকে থেকে যাওয়া উচিত। ডায়ানা যাতে নিরাপদ থাকে সেটা দেখা উচিত।'

'তুমি সাহায্য করতে পারবে মনে করো?'

'শটগানের কিছু গুলি আছে। ওয়াগনারকে শেষ করে দিতে পারব।'

'সেটা করলে ডায়ানার কি অবস্থা হবে? বিগ হর্নে সে টিকতে পারবে? ওসব করতে যেয়ো না। আমি কিছু নগদ টাকা দিচ্ছি তোমাকে। একটা ঘোড়া আর পিস্তল পাঠাব। পাহাড়ে ঘুরে ফিরে থাকো। গোলমালের মধ্যে যাবে না। আমার বা ডায়ানার যখন দরকার হবে তোমাকে, তখন তুমি আসবে।'

'ঠিক আছে, রাজি হলাম। জঙ্গলের মধ্যে আমার কম্বল আছে, নিয়ে আসি,' বলে বিল চলে গেল।

চ্যাম্প ভাবল, শুকিয়ে হাড় জিরজিরে হয়ে গেলেও বিল-এর সহনক্ষমতা আছে।

একটু পরেই ফিরে এল সে। কম্বল পেতে শুয়ে পড়ল চ্যাম্প-এর

পাশে।

'এড?'

'বলো?'

'ডায়মণ্ড এল সত্যি ঠিক আছে?'

'চমৎকার চলছে।'

'লোকে তোমাকে মিছামিছি চ্যাম্প জনসন বলে না। তুমি সত্যি চ্যাম্পিয়ন। আমার কি মনে হয় জানো? আমিও বেড়ে উঠতে পারি।'

চ্যাম্প বলল, 'আমার ধারণা ইতোমধ্যেই বেড়ে উঠেছ তুমি।'

ছয়

চ্যাম্প-এর সন্দেহ ঠিক। প্রিন্স বার-এর ওপরে একটা রুম আছে। রুমের দেয়ালে একটা ছিদ্র আছে চতুরতার সঙ্গে লুকানো। সেখানে বসে ওই ছিদ্র দিয়ে নিচে কি ঘটছে সবই দেখা যায়। মার্ক ওয়াগনার রুমে বসে আছে একটি নিচু সোফায়। এক কোনায় খাটের ওপর শুয়ে আছে বুড়ো হাউটন।

'তুমি তো জানো হাউটন, ভুল হয়ে গেছে। চার্লিকে গুলি করার কথা ছিল না।'

'তুমি যখন বলছ...'

'কে গুলি করেছে তুমি জানো। কিন্তু কাউকে বলবে না। বললে তোমার ভাল হবে না। বেতন নাও, আর শুয়ে থাকো এখানে। হুইস্কি যত চাও পাবে।'

'ঠিক আছে, মার্ক।'

'তোমার জন্য একটা আরামের চাকরি ঠিক করে দেব। ভাল বেতন পাবে।'

'ঠিক আছে, মার্ক।'

দরজায় ঘা পড়ল। ওয়াগনারের ডান হাত চলে গেল কোটের নিচে। সে বলল, 'এসো।'

সেই রুক্ষ চেহারার লোক দু'টি, জেলের প্রাক্তন গার্ড জ্যাক আর তার সঙ্গী টার্নার প্রবেশ করল রুমে।

ওয়াগনার তাদেরকে বলল, 'হাউটন ঠিক আছে। তাকে ক'দিন মদে ডুবিয়ে রাখার পরে স্টেজ লাইনে পাঠিয়ে দাও। এদিকের খবর কি?'

জ্যাক বলল, 'ওই জনসন লোকটা পাহাড়ে গেছে। তার ব্যাপারে কিছু করা দরকার?'

'নিশ্চয়ই। চ্যাম্প জনসনকে শেষ করতে হবে। তবে তার আগে জানতে হবে সে তার টাকাকড়ি কোথায় রাখে।'

'সম্ভবত নিজের কাছেই রাখে। আমরা তাকে লাশ বানিয়ে টাকাটা হাতিয়ে নিতে পারি।'

ওয়াগনার বলল, 'সাবধানে করতে হবে। তাছাড়া, রাশবির একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আমার কথার বাইরে এক পা-ও দেবে না। ঠিক মত কাজ করলে তোমাদের ভবিষ্যৎ আছে। নইলে ফেঁসে যাবে। এখন থাকো এখানে হাউটনের সঙ্গে। কোণের ক্যাবিনেটে হুইস্কির বোতল রয়েছে।'

ওয়াগনার নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল স্যালুনের পাশের গলিতে। দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু শিস দিল।

মুহূর্ত পরে ফ্রেড মরিস এল গলিতে। তার হাতে রিভলভার।

'চলো, একটু হাঁটি।'

'ঠিক আছে; একটু দেখে আসি,' বলে ফ্রেড চলে গেল গলির মুখে। ডানে-বাঁয়ে দেখে ইশারা করল। ওয়াগনার মিলিত হলো তার সাথে।

লোকজন নেই রাস্তায়। রাত হয়েছে অনেক। ছায়া বেছে বেছে দু'জন চলল ডায়ানার হোটেলের দিকে।

'এ দু'জনের কি করবে? জ্যাক ও'র টার্নারের? ওরা অনেক কিছু হয়তো জেনে গেছে,' বলল ওয়াগনার।

'সময় হলে পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে খতম করে দেব। কেউ টের পাবে না।'

'তোমার মাথাটা ভাল।'

'প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ।'

'দেখো, প্রত্যেক নেতারই একজন বিশ্বস্ত লোকের দরকার। তুমিই আমার লোক।'

মরিস বলল, 'আন্তরিকভাবে বলছি, তোমার সঙ্গে কাজ করে আনন্দ পাই। তোমার মধ্যে একটা আভিজাত্য আছে।'

'তুমি বলতে চাও যে আমার উচ্চাকাঙ্খা আছে। আমার জন্য কাজ করা স্টেজ বা ব্যাঙ্ক লুট করে পাহাড়ে লুকিয়ে থাকার চেয়ে ভাল, তাই না?'

'মাঝেমধ্যে দু'একটা ডাকাতি খারাপ নয়।'

'এবারেরটা কাঁচা কাজ হয়ে গেছে,' বলল ওয়াগনার। 'এসব আর নয়। ওপরে ওঠার সময় হয়েছে। হোটেলটা দখল করি, তারপরে।'

'মেয়েটাকেও।'

'হ্যাঁ, মিস লেক-কে। তবে সে-তো প্রায় হাতের মুঠোয়।'

'চ্যাম্প জনসন?'

'যথাসময়ে।'

'কাজটা আমিই করব। লোকটা বন্দুকবাজ নয়। কাউম্যান, ব্যবসায়ী।'

হোটেলের কাছে এসে থামল তারা। মরিস গা ঢাকা দিল হোটেলের কাছ ঘেঁষে।

মার্ক ওয়াগনার দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকারে, একা। তার বাপ ছিল এক ভ্রাম্যমান যাজক। মা মরেছে তার শৈশবে। বাপের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে যাযাবরের মত। যাজক হলেও তার বাপ ছিল দুশ্চরিত্র। তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাতভর নষ্টামী করত মেয়েদের সঙ্গে। একটু বড় হয়ে ওঠার পরে সে টের পায়। একদিন নষ্টামী করতে গিয়ে বাপটি খুন হয়। বাপের একটা পিস্তল ছিল। সেটা দিয়ে সে খুন করে বাপের খুনীকে।

তখন তার বয়স চৌদ্দ। সেই রাতেই পালায়। এখন তার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। চুরি-জোচ্চুরি করে এবং তার চাইতে কম বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের ব্যবহার করে সে মাথা তুলে উঠেছে। সে জানে যে যা করতে যাচ্ছে তা ঠিক নয়। ফ্রেড মরিস-এর শিস শুনে সে চলে গেল হোটেল বিল্ডিং-এর একেবারে কাছে। একটি জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে।

এটা ডায়ানা লেক-এর রুম। ওয়াগনার ভাবল, এ হোটেলের

সবকিছু ফ্রেড মরিসের নখদর্পনে। এটা ভাল নয়। ডায়ানার সাথে বিয়েটা হয়ে যাক। তারপরে এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটাবে যাতে ফ্রেড মরিসের মৃত্যু হবে।

জানালায় উঁকি মারল সে। ডায়ানা চুল আঁচড়াচ্ছে। হঠাৎ দরজায় ধাক্কা পড়ল। মাথা নিচু করে ফেলল ওয়াগনার। বুকের ধুক ধুক শব্দ একটু কমতেই মাথা উঁচু করল্ আবার। দেখল, আর্থার রাশবি ঘরে প্রবেশ করে একটা লম্বা চামড়ার ওয়ালেট বের করে টাকা দেখাচ্ছে ডায়ানাকে।

'তোমাকে বলার জন্য আসতে হলো। জনসন দিয়েছে মর্টগেজের টাকা পরিশোধের জন্য,' বলল রাশবি।

'সে তো নিজে শোধ করবে বলেছিল,' বলল ডায়ানা।

'ওয়াগনার আগামী কালের আগে নেবে না।'

'তাহলে এটাকা নিয়ে তোমার লুকিয়ে থাকা উচিত ছিল। ওয়াগনার টের পেলে তুমি মহা বিপদে পড়ে যাবে। এখনি চলে যাও। লুকিয়ে থাকো।'

ওয়াগনার আর শোনার জন্য অপেক্ষা করল না। নিচু হয়ে পা টিপেটিপে দৌড়ে চলে গেল গলির মুখে।

ফ্রেড মরিস জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে। ওয়াগনার বলল, 'আমার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। হতেই হবে।'

'কি বলছ, মার্ক?'

'এখনি ছুটে যাও কনোভারের কাছে। বলো যে স্টেজ ডাকাতিটা রাশবি করেছে। আমাদের কাছে প্রমাণ আছে।'

'কি প্রমাণ?'

'টাকা। চার হাজার ডলার। রাশবির ভাগের টাকা।'

'রাশবির কাছে চার হাজার ডলার আছে বলছ?'

'আরে মর্টগেজের টাকা, বুঝলে না?'

'ওটা তো জনসনের টাকা!'

'যাও, কনোভারকে ডেকে আনো!'

'চমৎকার বুদ্ধি, ওয়াগনার!'

'জ্যাক আর টার্নারের পাহারায় থাকবে রাশবি। তারা পিটিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করবে। কিংবা গুলি করে মেরে বলবে যে পালাতে চেষ্টা করেছিল।'

'আসামী পালাতে গেলে গুলি করা তো প্রহরীদের ডিউটি। কোন ঝামেলা হবে না,' বলল মরিস।

'আচ্ছা, আমি কনোভারকে বললাম। কিন্তু সে যদি প্রশ্ন করে আমি কেমন করে জানলাম যে রাশবির কাছে চার হাজার ডলার আছে?'

'বলবে আস্তাবলওয়ালা হিকসকে ভাড়া দেয়ার জন্য ওয়ালেট বের করেছিল। তখন দেখেছ।'

'হিকস যদি অস্বীকার করে?'

'আরও ভাল। ওই ব্যাটাকে আমি বিশ্বাস করি না। রাশবি-র সহচর বলে তাকেও জেলে ঢোকাব।'

ফ্রেড মরিস চলে গেল কনোভারের কাছে। ওয়াগনার গিয়ে ঢুকল প্রিন্স বার-এ। এখন সে খুশি। আর একটা কাজ বাকি। চ্যাম্প

জনসনকে উস্কানি দিয়ে ফ্রেড মরিসের সঙ্গে লাগিয়ে দেয়া। তার পরে সব সহজ হয়ে যাবে। একটি মেয়ে মানুষকে কিভাবে পোষ মানাতে হয় তা সে জানে।

সাত

ভোর হয় হয় এমন সময় আস্তাবলে প্রবেশ করল ডায়ানা। তার ভয় এই বুঝি সূর্য উঠে গেল। শুনল মার্শাল কনোভারের কণ্ঠস্বর, 'ওসব বলে লাভ নেই। তোমাকে যেতে হবে জেল পর্যন্ত।'

ডায়ানার হাত বেল্টে ঝোলানো পিস্তলের ওপর।

হিকস বলল সে কিছুই জানে না। মার্শাল বলল যেতেই হবে। লুটের টাকা সনাক্ত করতে পারে কিনা দেখতে হবে। অগত্যা আস্তাবলওয়ালা চলে গেল মার্শালের সঙ্গে। এ সুযোগে ডায়ানা তার ঘোড়াটা বের করে নিল। সে জানে চ্যাম্প পাহাড়ে গেছে বিল-এর কাছে। চ্যাম্প-এর প্রতি এখন তার কোন বিদ্বেষ নেই। সে এখন যাচ্ছে চ্যাম্প-এর সাহায্য চাইতে। সাহায্য তার খুবই দরকার।

ঘোড়ার পিঠে অভ্যস্ত দক্ষতায় জিন পরিয়ে রওনা হলো সে পাহাড়ের দিকে।

বিগ হর্নের নিঃসঙ্গ জীবনে আর্থার রাশবির সঙ্গে মেলামেশা শুরু হয়। গল্পগুজব, গানবাজনা, বই পড়া, একসঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে বেড়ানো। রাশবিকে ভাল লাগে তার। তাকে নিয়ে ভবিষ্যৎ

জীবনের স্বপ্ন দেখে। এখন সব ওলট-পালট হয়ে গেছে। ওয়াগনারের চক্রান্তে রাশবি এখন কনোভারের জেলে। বোকা কনোভার মনে করছে রাশবিই স্টেজ কোচ ডাকাতিটা করেছে। ওয়াগনারের হুকুমে ওরা অত্যাচার করবে রাশবির ওপর। স্বীকারোক্তি আদায় করতে চাইবে।

উদ্বিগ্ন এবং উত্তেজিত অবস্থায় ডায়ানা পৌঁছল পাহাড়ে। ভোরের প্রথম আলোর রেখা ছড়িয়ে পড়ছে। সেই আলোতে দেখল ওয়াগনারের চ্যালাটির লাশ। মিনিট খানেক থেমে আবার এগিয়ে চলল। জোর কদমে ছুটে পৌঁছে গেল পাহাড়ী ঝর্নাটার কাছে। লাফ দিয়ে নামল ঘোড়া থেকে। কাঁদতে লাগল বিলকে জড়িয়ে ধরে।

'তোমার এখানে আসা উচিত হয়নি, ডায়ানা,' বলল চ্যাম্প।

'জানি, কিন্তু না এসে উপায় ছিল না। আর্থারকে ওরা ধরেছে। চার হাজার ডলার পাওয়া গেছে ওর কাছে। ওরা বলছে ওটা স্টেজ ডাকাতির টাকা।'

'তুমি ওকে টাকা দিয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করল বিল।

'দেয়াটা ভুল হয়েছিল,' বলল চ্যাম্প।

'আর্থার আমাকে টাকা দেখাতে এসেছিল। কেউ হয়তো গোপনে তা লক্ষ করে,' বলল ডায়ানা।

চ্যাম্প বিলকে বলল গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে। সে যাবে আর্থারকে ছাড়ানোর জন্য। পারলে তাকে এখানে পাঠিয়ে দেবে।

ডায়ানাকে নিয়ে চ্যাম্প ফিরে চলল টাউনে। ওরা যখন টাউনে পৌঁছল তখনই লোকজন ঘর ছেড়ে কাজকর্মে বের হয়নি। ডায়ানা

আগে আগে চলল পিছনের রাস্তা দিয়ে হোটেলের দিকে। হোটেলের পিছনে একটা ছাউনি আছে গাড়িঘোড়া দাঁড়ানোর জন্য। ওখানে তারা থামল। ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। দু'জনের মনেই নানা চিন্তা।

ডায়ানা প্রশ্ন করল, 'পাহাড়ে ওই লাশটা। দু'বার গুলি করা হয়েছে তাকে। সে তো ওয়াগনারের চ্যালাদের একজন। তুমি গুলি করেছিলে?'

'হ্যাঁ, আমাকে হত্যার চেষ্টা করেছিল।'

'তুমি সুযোগ দাওনি তাকে।'

'দেয়া সম্ভব ছিল না। আমাকে আর্থারের কথা বলো।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডায়ানা বলল আর্থার রাশবি সম্পর্কে। যতটা জানে সব। তারপর বলে গেল হোটেলটা কিভাবে তৈরি করেছে সেই কাহিনী। শেষ করল মার্শাল কনোভারের প্রসঙ্গ দিয়ে। 'কনোভারটা ভীষণ একগুঁয়ে এবং বোকা। কিন্তু অসৎ নয়। আমার বিশ্বাস, আর্থারকে মারপিট করতে দেবে না সে ওয়াগনারকে।

'ওয়াগনার গা দেখাবে না। সে চায় তোমার হোটেল এবং তোমাকে।'

'আমরা কোন্ ধাঁচের মানুষ তা সে জানে না।'

'তা ঠিক। সে কখনও তা জানবে না।'

ডায়ানা বলল, 'সতর্ক থেকো, এড।' তারপর লজ্জিত হাসি হেসে বলল, 'খুব বুদ্ধিমানের মত হলো না আমার কথাটা, তাই না? তোমাকে বললাম আর্থারকে উদ্ধার করতে, তার পরে বললাম

সাবধান থাকতে। সাবধান থেকে উদ্ধার করবে কিভাবে? তা তো হয় না।'

'দেখো, বেড়ালের চামড়া ছাড়াবার অনেক উপায় আছে। চিন্তা কোরো না,' বলে ডায়ানার বাহু স্পর্শ করে জনসন চলে গেল।

ডায়ানা তাকিয়ে রইল। বুকটা ধড়ফড় করে উঠল তার, কারণ চ্যাম্প যাচ্ছে আর্থার রাশবিকে উদ্ধার করতে। চ্যাম্প তার আরেক ভাইয়ের মত। বিল-এর চেয়ে শক্তিমান, বড় ভাই।

এড জনসন···কখনও তাকে ডাক নামে ডাকেনি। কখনও ভাবেনি ওই নামে ডাকার কথা। এখন ডাকার ইচ্ছা। আসলে সে বড়। অন্য সবার চেয়ে বড়। সত্যিকারের চ্যাম্প। ডায়ানা তাকে ভালবাসতে পারেনি এটা একটা লজ্জার ব্যাপার···লজ্জার ব্যাপার।

হোটেলে প্রবেশ করল ডায়ানা। ভাবল, কেউ তাকে দেখেনি। পিছন দিকে নিজের রুমে গিয়ে পোশাক বদল করল। একটা উজ্জ্বল প্রিন্টের ড্রেস পরে বেরিয়ে এল লবিতে। হোটেলের কাজকর্ম শুরু করতে হবে।

কিন্তু চমকে উঠল ডায়ানা মার্ক ওয়াগনারকে হোটেলে প্রবেশ করতে দেখে। চট করে সে চলে গেল ডেস্কের পিছনে। হাত রাখল .৩৮ রিভলভারটার ওপর। ওটা সেখানেই থাকে সর্বক্ষণ।

'গুড মর্নিং, ডায়ানা,' বলল ওয়াগনার। 'তবে আমার মনে হয় তোমার জন্য আজকের দিনটা খুব বেশি ভাল নয়। ঠিক কিনা?'

'সান্তা ফে থেকে আমার উকিল আসুক। তারপরে দেখা যাবে

ভাল কি ভাল নয়।'

'আর্থার স্টেজ ডাকাতিটা করেনি?'

'আমাকে ওই প্রশ্ন করার সাহস হচ্ছে তোমার?'

'তোমাকে বলতেই হচ্ছে। কনোভার প্রমাণ পেয়ে গেছে।'

'কি প্রমাণ?'

'তোমাকে সে কথা বলার অধিকার আমার নেই। তবু বলছি। ঘটনাস্থলে ঘোড়ার পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। ভাঙা নালের ছাপ।'

'ওটার সঙ্গে আর্থারের কি সম্পর্ক?'

'আচ্ছা বল তো ডায়ানা, আর্থার চলে কিভাবে? পয়সা কোথায় পায় খরচ করার জন্য?'

'কোথায় পায় না পায় তাতে তোমার কি?'

'লোকে নানা কথা বলে।'

'লোকে নয়, তুমি বলো।'

'না···অন্য লোকরা। কেউ কেউ তার বন্ধু ছিল। যেমন হিকস, আস্তাবল মালিক। সে আর্থারের কাছে এক গাদা টাকা দেখেছে।'

মুখ শক্ত রেখে ডায়ানা বলল, 'টাকা থাকা কি পাপ?'

'না, না, পাপ হবে কেন। টাকা থাকা পূণ্য যদি উৎসটা লোকের জানা থাকে,' বলল ওয়াগনার সাধু ব্যক্তির মত। 'যেমন, বৈধ ব্যবসা। কিন্তু আর্থারের কোন প্র্যাকটিস নেই, আয়ও নেই। আমার মনে হয় ওই জায়গাটায় তুমি একটা বড় ভুল করে ফেলেছ।'

'মার্ক ওয়াগনার, এসব বোলচাল ছাড়ো। তোমার একমাত্র চিন্তা

তো আর্থারকে জেলে পুরে আমার হোটেলটা গ্রাস করা।'

'ঠিক আছে, সেই ব্যাপারেই আলাপ করা যাক। মর্টগেজ ইত্যাদি নিয়ে। এ কারণেই তো এলাম সকাল বেলায়।'

'মর্টগেজের ব্যাপারটা মি. জনসন দেখছেন।'

'কই তাঁকে তো দেখছি না কোথাও। গতকাল একটু কথা বলেছিলেন। কিন্তু টাকা-পয়সা দেখাননি।'

ডায়ানার মনে হলো ওয়াগনারকে কথা বলতে দেয়া, কথায় ব্যস্ত রাখা উচিত, যাতে এড জনসন কাজ করার সুযোগ পায়। 'এড জনসনের খবর তুমি সহসাই পাবে,' বলল সে।

'হয়তো পাব, হয়তো পাব না। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে তাঁর সময় আছে মাঝরাত পর্যন্ত। ওই সময়ের মধ্যে টাকা না দিলে হোটেল আমার হয়ে যাবে।'

'মাঝরাত পর্যন্ত যথেষ্ট সময়।'

'তুমি কি আমার অন্য প্রস্তাবটা সম্পর্কে কিছু বলবে না? মর্টগেজটা আমি ছিঁড়ে ফেলব, এখনি, যে কোন সময়।'

'তুমি কি বলছ যে হোটেলটা আমার থাকবে এবং আর্থারকে ছেড়ে দেবে?'

'আর্থারকে আমি ধরে রাখিনি। তবে তার জন্য কিছু প্রভাব খাটাতে পারি। অবশ্য, তাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে,' বলে ওয়াগনার হাত বাড়িয়ে ডায়ানার হাত ধরল। ঘৃণার অভিব্যক্তি ফুটে উঠল ডায়ানার মুখে। সঙ্গে সঙ্গে হাত ছেড়ে দিয়ে ক্রুদ্ধভাবে ওয়াগনার বলল, 'এখনও গররাজি দেখছি । তুমি আপোষ চাও না।

ঠিক আছে, অন্য ভাবেই রাজি করাতে হবে তোমাকে।'

'চেষ্টা করে দেখো। তোমার সব নোংরা চালাকি খাটিয়ে দেখো। সব জঘন্য জালিয়াতি প্রয়োগ করো। কিন্তু তার পরে? যদি জয়ীও হও, তার পরে?'

ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল ওয়াগনারের চোখে। সে বলল, 'তোকে আমি দেখাচ্ছি তার পরে কি হবে।'

রিভলভার তুলে নিল ডায়ানা। নলটা উদ্যত করল না ওয়াগনারের প্রতি, শুধু ধরে রাখল। নিচু স্বরে থেমে থেমে সে বলল, 'তুমি আমাকে প্রথমে দড়ি দিয়ে বাঁধবে। তারপরে বেত মারবে। তাই না ওয়াগনার? ওটাই তো তোমার পন্থা। আমার একটা কথা শুনে রাখো: আর্থার আর জনসনকে হত্যা করতে পারলে তুমি ওই পর্যন্তও যেতে পারো। কিন্তু তার পরে?'

ডায়মণ্ড এল-এ জনসন তাকে শিখিয়েছিল রিভলভার-পিস্তল কিভাবে শূন্যে ছুঁড়ে ঘোরাতে হয় এবং সেই অবস্থায় খপ করে ধরে টার্গেটের ওপর স্থির করতে হয়। একই কায়দায় ডায়ানা নলটা স্থির করল ওয়াগনারের পেটের দিকে।

'ভাবছ আমি তোমাকে গুলি করার আগেই ড্র করে আমাকে হত্যা করতে পারবে?' কর্কশ ভাবে হেসে বলল ডায়ানা। 'চেষ্টা করে দেখো না, ওয়াগনার? চেষ্টা করে দেখো। বিগ হর্নে তুমি মস্ত মাতব্বর হয়ে গেছ। একটি খুনীর দল জুটিয়েছ তেমার পিছনে। ভাল লোকদের ভয় দেখিয়ে দমিয়ে রেখেছ। কিন্তু আমাকে তুমি পারবে না ভয় দেখাতে।'

ক্রোধে কাঁপতে লাগল ওয়াগনার। চাপাকণ্ঠে বলল, 'তোকে দেখে নেব কুত্তি···উচিত শিক্ষা···'

'না, আমি কুত্তি নই। এক জবরদস্ত লোকের মেয়ে। তোমার মত লোক দিয়ে তিনি সকাল-বিকাল ব্রেকফাস্ট করতেন। টেক্সাসের মানুষকে তুমি চেনো না, ওয়াগনার। তবে মরার আগে হয়তো জানতে পারবে। কিন্তু সেটা খুব সুখকর হবে না তোমার জন্য।'

এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে গেল ওয়াগনার। তার ভয় ডায়ানা গুলি করতে পারে। জানে পিস্তল বের করতে গেলেই গুলি করবে ডায়ানা। দরজার কাছে গিয়ে ইতস্তত করল সে, ভাবল চেষ্টা করবে কিনা।

ডায়ানা উপহাস করছে তাকে, উস্কানি দিচ্ছে যাতে সে চেষ্টাটা করে। করলেই তার রিভলভার গর্জে উঠবে। খতম হয়ে যাবে ওয়াগনার। রক্ষা পাবে রাশবি, এড জনসন। রক্ষা পাবে তার হোটেল। ওয়াগনারকে গুলি করার পরে সে যাই বলবে তাই হয়তো বিশ্বাস করে নেবে টাউনের মানুষ। ঝুঁকিটা ডায়ানা নিতে পারে। মুহূর্তটা যেন স্থির হয়ে রইল। ওয়াগনারের মুখটা লাল হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত হ্যাটটা মাথায় চাপিয়ে পা বাড়াল সে দরজার বাইরে।

ডায়ানা পারল না ওয়াগনারকে গুলি করতে। রিভলভার হাতে নিয়ে শুধু চেয়ে দেখল তার চলে যাওয়া প্রিন্স বার-এর দিকে। ওয়াগনার জেলের দিকে যাচ্ছে না এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে ডায়ানা

ফিরে গেল তার ডেস্কে। রিভলভারটা রেখে দিল আগের জায়গায়।

যা করেছে সেজন্য খুশিও নয়, লজ্জিতও নয় ডায়ানা। তার বাবা ছিলেন স্পষ্ট কথা এবং পরিষ্কার কাজের মানুষ। তাকেও তাই হতে হবে। নিউ মেক্সিকোর লোকদের সে আর এড জনসন দেখিয়ে দেবে টেক্সাসের লোক কেমন হয়।

আট

ডায়ানা যেভাবে বলে দিয়েছিল সেভাবেই পেছনের গলি দিয়ে এড জনসন পৌঁছল একটা একতলা বাড়ির কাছে। এ বাড়িতেই মার্শালের অফিস এবং জেলখানা। ডায়ানা বলেছিল সেলগুলো আর রাস্তার দিকের সামনের রুমের মাঝখানে শোবার ঘর। সাবধানে এগিয়ে সে দাঁড়াল আধখোলা একটা জানালার কাছে।

ভিতরে উঁকি মেরে দেখল দুটি এলোমেলো বিছানা। এখন খালি। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল।

বাড়িটার একেবারে পেছন দিক থেকে একটা চাপা গোঙানির শব্দ এল। একটা চড়ের শব্দ, একটা আর্ত স্বর। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হলো শব্দটা। জানালা থেকে মাথা সরিয়ে জনসন দৌড়ে গেল আরেকটা উঁচু বন্ধ জানালার দিকে।

জ্যাক বার্নস-এর কণ্ঠ শোনা গেল স্পষ্ট, 'বলবে, আর্থার, বলবে। তোমাকে আমরা বাধ্য করব বলতে।'

'না,' বলল আর্থার ধরা গলায়।

সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি চড়ের শব্দ। জ্যাকের হো হো হাসি।

টার্নার বলল, 'তুমি ওকে আবার দেয়ালে ফেলে দিলে।'

'ভালই হলো। মাথাটা একটু ফুলবে এবং ব্যথা করবে,' বলল জ্যাক। 'এদেরকে কেমন করে পেটাতে হয় তা শিখে নাও। দেখবে মিনিট খানেক পরেই হুঁশ ফিরে আসছে। তখনি লাগাবে আরেক ঘা।'

'তোমার অভিজ্ঞতা আছে বটে,' বলল টার্নার।

'শেষ পর্যন্ত সব ব্যাটাই ভেঙে পড়ে। একটু সময় লাগে এই যা।'

'এ ব্যাটা বেশি সইতে পারবে বলে মনে হয় না। তেমন শক্ত লোক এ নয়।'

'সেটা বলা যায় না। একেক সময় ব্যাটারা বোকা বানিয়ে দেয়,' বলল জ্যাক বার্নস। 'জেলখানায় কত ব্যাটাকে শায়েস্তা করেছি তুমি ভাবতেই পারবে না। কিন্তু আমাকে বোকা বানিয়েছিল এক লিকলিকে ছোঁড়া। নাম বিল লেক। বারে বারে মার খেয়েও আবার উঠে দাঁড়াত। ছোঁড়াটা শেষ পর্যন্ত আরও কয়েকজনের সঙ্গে মিলে জেল ভেঙে পালায়। আমার চাকরি যাবে জানলে অবশ্য পালাত না। তবে আমার হাত থেকে বাঁচবে না সে।'

'সে কি এদিকে এসেছে মনে করো?'

'তার বোন এখানে। ওয়াগনারের জন্য পারিনি। নইলে তার পেছনে ছুটতাম। তবে ধরা দেবে আজ না হয় কাল। আরে, এটা যে নড়ে উঠেছে!' বলে আবার চড় মারতে শুরু করল জ্যাক। বলতে লাগল, 'আর্থার খোকা, কথা বল্ বাবার সঙ্গে।'

চ্যাম্প জনসন ফিরে গেল আধখোলা জানালাটার কাছে। সে জানে, কনোভার বাড়িতে ঘুমায় বউ-বাচ্চা নিয়ে। তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে এ দু'জন। গুরুতর অবস্থা। এরা মেরেও ফেলতে পারে আর্থার রাশবিকে যদি সে তাদের কথায় রাজি না হয়।

রাইফেলটা বাঁ হাতে নিল সে। আঙুল রাখল ট্রিগারে। ডান হাতে নিল রিভলভারটা। জানালা দিয়ে ঠেলেঠুলে ভারী দেহটাকে ঢোকাল ভেতরে। পা টিপে টিপে চলে গেল মার্শালের অফিসে। সেখানে দুটো লোড করা রাইফেল দেয়ালে ঠেকানো। জ্যাক আর টার্নার বড় নিশ্চিন্ত। তাই এ অসতর্কতা। রাইফেলের গুলি সরিয়ে ঠেলে দিল ক্যাবিনেটের পেছনে। শোবার ঘরটা পার হয়ে চলে গেল সেল-এর দরজায়। দরজা বন্ধ ভেতর থেকে।

কোল্ট'স-এর নল দিয়ে শব্দ করল ঠুকঠুক।

'কে? মার্ক নাকি?' বলে জ্যাক দরজাটা ফাঁক করল ইঞ্চিখানেক। সঙ্গে সঙ্গে চ্যাম্প জনসন বুটের হিল দিয়ে লাথি মারল দরজার ওপর। জ্যাক ধাক্কার চোটে পিছিয়ে সেলের শেষ প্রান্তে গিয়ে পড়ল। টার্নার হাঁ করে রইল বিস্ময়ে।

চ্যাম্প জনসন বলল, 'একটি কথাও বলবি না। টুঁ শব্দ করলেই মাথার খুলি উড়িয়ে দেব দু'জনের।'

আর্থার রাশবি দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। মুখটা রক্তাক্ত। দেয়াল ধরে এগিয়ে আসছে টলতে টলতে। তারপরেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল জ্যাকের ওপর, দেহের সমস্ত ভার দিয়ে। আনাড়ির মত ঘুসি হানল তার নাকে। জ্যাক ধাক্কা খেল দেয়ালে।

গড়িয়ে পড়ল নিচে। চিত হয়ে পড়ে রইল স্থির, নিশ্চল। নাক থেকে রক্ত গড়াচ্ছে।

'ওকে মেরে ফেললেও তোমাকে দোষ দিতাম না,' বলে চ্যাম্প রাইফেলটা তুলে দিল তরুণ আইনজীবীর হাতে।

রাইফেলটা নিয়ে রাশবি তাক করল টার্নারের দিকে। টার্নার চেঁচিয়ে উঠল, 'না, না।'

রাশবি রাইফেলের নলটা ঘোরাল ভূপাতিত জ্যাকের ওপর। মুহূর্তখানেক স্থির হয়ে রইল। তারপরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'পারলাম না।'

চ্যাম্প বলল, 'না, তুমি পারবে না ওকে গুলি করতে। এ অবস্থায় আমিও পারব না।'

'টাকা। কনোভারের সেফ-এ,' বলল রাশবি।

'ওখানেই থাকুক। আসল কথা হচ্ছে আমাদেরকে সরে পড়তে হবে এখান থেকে। গবর্নরের সঙ্গে কথা বলে আমাদের সাহায্য করার জন্য লোক আনানোর আগ পর্যন্ত সরে থাকতে হবে।' এ কথাটা চ্যাম্প জনসন বলল টার্নারকে শোনাবার জন্য। টার্নার এটা ওয়াগনারের কানে দেবেই। 'গবর্নর লোক পাঠাবার পরে টাউনটাকে আমরা পরিষ্কার করে ফেলব।'

রাশবি বলল, 'চলো তাহলে। টাউনের লোকজন জেগে ওঠার আগে।'

'হাতকড়া চাই। আর কিছু নোংরা কাপড়।'

অফিস থেকে রাশবি নিয়ে এল কতগুলো ন্যাকড়া আর

হ্যাণ্ডকাফ।

চ্যাম্প জনসন দু'জনকে হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে ময়লা ন্যাকড়া গোল করে পাকিয়ে ঠেসে দিল ওদের মুখে। পিছমোড়া হাত বাঁধা অবস্থায় ওদেরকে ঠেলে দিল বাঙ্কের নিচে। তারপর বন্ধ করে দিল সেলের দরজা। শোবার ঘরে গিয়ে রাশবিকে তুলে দিল জানালার ওপর। ঠেলা দিয়ে বলল, 'পেছনের দিকে চলে যাও। আমার ঘোড়াটা নিয়ে চলে যাও পাহাড়ের দিকে। বিলকে খুঁজে নিয়ে থাকো ওর সঙ্গে যতক্ষণ আমি না আসি।'

'কিন্তু তুমি কি করবে?'

'আমার একটু সময় দরকার। এখানকার টেলিগ্রাফ অপারেটরকে বিশ্বাস করা যায়?'

'আর্থার মাথা নেড়ে বলল, 'না। সব বলে দেবে ওয়াগনারকে।'

পেছনের দিকে দু'জনে ছুটতে ছুটতে চ্যাম্প প্রশ্ন করল, 'তোমার পনিটা কোথায়?'

'এ মুহূর্তে আস্তাবলের কোর‍্যালে। ওরা হিকসকে ধরে জেলে এনেছিল, জানো? তাকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে পিটাতে থাকে।'

'ঠিক আছে, আমার ঘোড়া নিয়েই চলে যাও। পনিটার জন্য তোমার আস্তাবলে যাবার দরকার নেই।'

শিস দিয়ে ব্ল্যাক লায়নকে ডাকল চ্যাম্প। আর্থার রাশবি মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করে চড়ে বসল।

'আমি একবার তোমার কথা অমান্য করেছি। দ্বিতীয়বার করব না,' বলল সে অপকটে।

'আমার আর তোমার রাইফেলের জন্য গুলি আছে। স্যাডল ব্যাগে পাবে।'

চ্যাম্প জনসনকে স্যালুট করে রাশবি ছুটে চলল। জ্যাক-এর মার খেয়েও তরুণ আইনজীবী সাহস হারায়নি, ভাবল চ্যাম্প। ওরা তাকে দিয়ে যা বলাতে চেয়েছে তা বলতে রাজি হয়নি সে।

হোটেলের পেছনের দরজায় গেল চ্যাম্প জনসন। আশ্চর্য হলো দেখে যে দরজা খুলে দিল ডায়ানা। তার মানে, ডায়ানা নজর রাখছিল তাদের ওপর। সে ভেতরে প্রবেশ করতেই ডায়ানা বলল, 'আর্থার শিখছে। ওরা মারধোর করেছে আর্থারকে?'

'আমি গিয়ে দেখি যে মারধোর চালাচ্ছে।'

'ওয়াগনার ওই সময় চেষ্টা করছিল আমাকে তার মন্ত্র গেলাতে।'

'এখানে এসেছিল সে?'

'বাদ দাও তার কথা। বলো আমরা কিভাবে বের হব টাউন থেকে?'

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। আমাকে থাকতে হবে কিছুক্ষণ।'

'ঝুঁকি নেয়াটা ঠিক হবে?'

'ওরা খুঁজবে আমাকে। জ্যাক আর টার্নারকে একটু পিটুনি দিয়েছি। একটু অসুবিধাও ঘটে গেছে। টাকাটা রয়েছে মার্শালের হাতে। তার পরে হিকস-এর ব্যাপারটা। ওরা হিকসকে কেন ধরেছিল বুঝতে পারছি না।'

'হিকসকে বিশ্বাস করতে পারবে কিনা বলতে পারি না,' জবাব

দিল ডায়ানা।

'বিশ্বাস আমি একজনকেই করি। তোমাকে।'

ডায়ানা নরম স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। আমি তোমার সঙ্গে কখনও মিথ্যা বলিনি। অন্যায় কথা হয়তো বলেছি, কিন্তু তখন ওরকমই ছিল আমার বিশ্বাস।'

'অতীতের দিকে দেখার দরকার নেই। আমারও ভুল কম হয়নি,' বলে হাসল চ্যাম্প। ডায়ানার কণ্ঠের উষ্ণতা স্পর্শ করেছে তাকে। 'আশা করি রাশবি আর বিল নিরাপদ থাকবে পাহাড়ে। অন্তত আমরা তাদেরকে দেশের বাইরে পাঠানো পর্যন্ত।'

একটু ভেবে নিয়ে ডায়ানা বলল, 'আর্থার যদি বিলকে নিয়ে সীমান্ত পার হতে পারে তাহলে কিছুটা সময় পাওয়া যাবে।'

'ঠিক তাই। আমার কিন্তু বের হওয়া উচিত।'

'প্রকাশ্য দিনের বেলায়?'

'মর্টগেজ-এর ব্যাপারটা। টাকা তো আজই দিতে হবে,' বলল চ্যাম্প।

'কিন্তু ওরা তোমাকে পেয়ে যাবে। তোমার এখানেই থেকে যাওয়া উচিত।'

'ওরা এখানে খুঁজবে না?'

'আমার রুমে? সে সাহস ওদের হবে না,' বলে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল ডায়ানা।

চ্যাম্প জনসন বলল, 'আমি একজন মহিলার শোবার ঘরে লুকিয়ে থাকব সে দুর্দিন এখনও আসেনি। না, ডায়ানা। আমার

অনেক কাজ বাকি। তুমি এখানে থাকো। হাতের কাছে রিভলভার-বন্দুক রেখো একটা।'

'সেটা আমার মনে আছে। আজ সকালেই ওয়াগনারকে হটিয়েছি রিভলভার দেখিয়ে।'

'আবার আসলে গুলি কোরো। আস্ত বদমাশ ওটা। আর জ্যাক যদি আসে, পেট ফুটো করে দেবে।'

'গুলি ঠিকই লাগাব। মিস করব না। সে-ই তো আর্থারকে পেটাচ্ছিল, তাই না?'

'তার কাজই হচ্ছে মানুষকে পীড়ন করা,' বলে দরজা খুলে চ্যাম্প দেখে নিল রাস্তা পরিষ্কার কিনা।

'একটা প্রশ্ন।'

'বলো।'

কাছে এল ডায়ানা। চোখাচোখি চেয়ে বলল, 'তুমি যদি আর্থার হতে, আমার সঙ্গে দেখা না করে চলে যেতে পারতে?'

'সেটা অবস্থার ওপর নির্ভর করে, ডায়ানা। ওদের মারের মুখেও সে মনোবল হারায়নি। আমি তাকে খাটো করতে চাই না।'

দরজা বন্ধ করে চ্যাম্প চলল আস্তাবলের দিকে। মনটা তার এখন অনেকটা ভারমুক্ত। ডায়ানা হয়তো রাশবিকেই বিয়ে করবে। কথা দিয়েছে এবং কথা দিলে ডায়ানা তা রাখে। এ সত্য মেনে নিতে পারবে চ্যাম্প। তবে তার ভাল লাগছে এজন্য যে ডায়ানার মধ্যে তার প্রতি আগের সেই বিরূপতা আর নেই। তার জন্য এটাই আজ বড় কথা।

একটা গলির মধ্যে ঢুকে জেলের দিকে তাকাল সে। দেখল কনোভার ঘোড়া থেকে নেমে দরজার দিকে যাচ্ছে। সত্যি সময় বড় কম।

ছুটতে লাগল সে আস্তাবলের দিকে। ভেতরে ঢুকে ডাকল, 'হিকস! শুনছ! হিকস!'

আস্তাবলের ভেতরের দিক থেকে রাইফেল উদ্যত করে বেরিয়ে এল হিকস।

'হিকস, আমার সময় নেই বেশি। রাশবির পনিটা চাই। আর জানতে চাই ওরা তোমাকে কেন ধরে নিয়ে গিয়েছিল।'

দ্বিধা করল হিকস জবাব দিতে।

'দেখো, তুমি ওয়াগনারকে পছন্দ করো না। ওয়াগনারও পছন্দ করে না তোমাকে। এখন কোন্ পক্ষে থাকবে স্থির করো। জলদি।'

'বুঝতে পারছি না।'

চ্যাম্প বলল, 'আমি পনিটা নিয়ে যাচ্ছি। তুমি ভেবে দেখো।'

'নিয়ে যাও। তোমার সম্পর্কে নানা কথা শুনলাম ওদের মুখে,' বলল হিকস।

'ভাল। কিন্তু তোমাকে কেন ধরে নিয়ে গিয়েছিল তা তো বলছ না।'

'একথা বলতে যে আমি রাশবির কাছে চার হাজার ডলার দেখেছি।'

'তুমি বলেছ?'

'না।'

'ওরা হুমকি দিয়েছে?'

'অনেক।'

'ওই ওয়াগনারটা চালাক লোক। বললে তুমি খুব ভাল সাক্ষীই হতে। রাশবি এখানে এসেছিল। তার ঘোড়া এখানে রয়েছে।'

'ওয়াগনার চালাক, আর আমি খুব সাহসী লোক নই।'

'ঠিক আছে। ঘোড়াটা ধরে দাও, আর আমি টাউনে না ফেরা পর্যন্ত রাইফেলটা হাতে ধরে রাখো।'

'রাশবির খবর কি?'

'পাহাড়ের দিকে গেছে। আমি হয়তো পসীকে তার দিক থেকে অন্য দিকে নিয়ে যেতে পারব।'

'তুমি ফিরবে তো?'

'ফিরব।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি,' বলে পনিটাকে ধরে জিন পরিয়ে এনে দিল হিকস। চ্যাম্প জনসন সওয়ার হলো।

রাস্তায় লোকের গলার আওয়াজে চ্যাম্প বুঝল মার্শাল লোকজন জোগাড় করেছে পসীর জন্য। ওরা পিছু নেবে তার। এক পক্ষের কথা শুনে টাউনের লোকরা বিশ্বাস করবে সে একজন দস্যু।

ডায়ানারও বিপদ হতে পারে। তবে তার ধারণা ডায়ানা নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। সাধারণ মানুষ সহজে একজন মহিলার ক্ষতি করবে না সরাসরি। ওয়াগনারও চাইবে না ডায়ানা আহত হোক বা মরে যাক।

বিলকে মেক্সিকো পাঠানোর মত প্রচুর টাকা তার সঙ্গে আছে।

আর্থার রাশবিরও এখন বাইরে থাকা দরকার। দু'জন একসাথে গেলেই ভাল হবে। এখনি পসী গঠিত হবে। কিভাবে ওটাকে ভুল পথে চালিত করা যায় সেটাই প্রশ্ন।

হিকস দরজায় এসে দাঁড়াল। 'হোটেলের ওপর নজর রেখো,' বলল চ্যাম্প।

'রাখব। তারা ওখানে কোন গোলমাল করতে চাইলে বাধা দেব,' বলল হিকস।

মূল সড়কে গিয়ে পেছনে তাকিয়ে চ্যাম্প দেখল জ্যাক দু'হাত নেড়ে লোকদের ডাকছে। জোর কদমে ছুটল পনি চ্যাম্পকে পিঠে নিয়ে। চলল পাহাড়ের দিকে—যেখানে সেই লাশটা এখনও পড়ে আছে। ওই স্থানে গিয়ে সে নামল ঘোড়া থেকে। একটা একটা করে পনিটার খুরের দাগ পরীক্ষা করল সে। সঙ্গে সঙ্গে দেখল সামনের এক পায়ের খুরের দাগ ভাঙা। তার মানে, নালটা ভাঙা।

নয়

ডায়ানা পোশাক বদলে ঘোড় সওয়ারের পোশাক পরে নিল। বুঝল, তাকে অ্যাকশনের জন্য তৈরি হতে হবে। কোমরের বেল্টে .৪৫ রিভলভারটা ঝুলিয়ে দিল যথাস্থানে। হোটেলের সামনের দিকে দেখতে লাগল পসী জমায়েত হচ্ছে।

বিগ হর্নের মত জায়গাতেও পসী গঠন করতে সময় লাগে। মার্শাল কনোভার যত বেশি সম্ভব লোক জড়ো করার চেষ্টা করছে। ওরা সমবেত হচ্ছে আস্তাবলের কাছে। ডায়ানা দেখল মার্ক ওয়াগনার কথা বলছে টার্নারের সঙ্গে। কি বলছে জানলে খুশি হত সে।

পেছনের দরজায় গেল ডায়ানা। দেখল যে তার ঘোড়াটা বাঁধা আছে, অপেক্ষা করছে। পেছনের পথ দিয়ে নিঃশব্দে পা ফেলে আস্তাবলের খোলা দরজার যত কাছে যাওয়া সম্ভব হলো ততদূর গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে। কিছু শুকনো খড় গড়িয়ে পড়ল তার ওপর। দেখল হিকস ইশারায় ডাকছে তাকে। মাথা নেড়ে সে জানাল যাবে না আস্তাবলের ভেতরে।

সব শুনতে পাচ্ছে ডায়ানা। ওয়াগনার মিষ্টি কথায় বোঝাচ্ছে কনোভারকে, ফুসলাচ্ছে।

'জনসনকে তো পেয়েছিলে। ধরলে না। সে তোমার হাত থেকে নিয়ে গেল রাশবিকে। এখন কি জনসনের পেছনে প্রথমে ধাওয়া করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না? চ্যাম্প জনসনই তো আসল লোক।'

'তার ব্যাপারে আমার জানা নেই। কোথায় সে কে জানে। তবে রাশবিকে খোঁজা সহজ। তার ঘোড়ার ভাঙা নালটার দাগ চোখে পড়বেই,' বলল কনোভার।

'রাশবির বিরুদ্ধে ডাকাতি আর খুনের অভিযোগ,' বলল ব্যাংকার গর্ডন। 'স্টেজের ওই স্ট্রং বক্সটায় আমার স্বর্ণ ছিল। আমি ওটা ফেরত চাই

'কত দূর যেতে পারে সে? সে-তো শহুরে লোক। এদেশের বাইরে যেতে পারে না। টার্নার! তুমি কি ঠিক বলছ যে ট্র্যাক দুই বিপরীত দিকে চলে গেছে?' প্রশ্ন করল ওয়াগনার।

'আমি নিশ্চিত।' টার্নারের একমাত্র গুণ হচ্ছে ট্র্যাক চেনা।

কনোভার বলল, 'তোমার অনুমানই হয়তো ঠিক, ওয়াগনার।'

'আমি জানি। তুমি এখানে কাউকে ডেপুটি নিযুক্ত করো, যাতে টাউনে আর যারা আছে তাদেরকে ধরে ফেলা যায়।'

'আর কারা?'

'হিকস।'

'ও হ্যাঁ, হিকস।'

'তার পরে, মিস লেক। তার কথা ভুলে যেয়ো না।'

ব্যাংকার গর্ডন বিভ্রান্তের মত প্রশ্ন করল, 'কি বলছ তুমি? মিস লেক-এর কথা তুলছ কেন?'

'অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে হচ্ছে যে মিস লেক এর মধ্যে না থেকে পারে না। সে রাশবির সঙ্গে এনগেজড্। আর, এড জনসন হচ্ছে তার বন্ধু।'

মিস লেক-এর ব্যাপারটা অপেক্ষা করুক আমি ফিরে আসা পর্যন্ত,' কনোভার বলল।

'আর এ সুযোগে তারা পালিয়ে যাক?'

'হিকস কোথাও যাবে না। তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।'

'তাকে দেখেছ কোথাও? পালাবার জন্য এখনি যে তল্পি গোটাচ্ছে না তা জানলে কেমন করে? মিস লেক যে সটকে পড়ে কোথাও গিয়ে রাশবি আর জনসনের সঙ্গে মিলিত হবে না কেমন করে জানলে? ওই স্ট্রং বক্সটায় টাকা তো কম ছিল না,' বলল ওয়াগনার।

'জনসনও ডাকাতিতে ছিল বলতে চাও?' প্রশ্ন করল কনোভার।

'ছিল কি ছিল না তা জানতে হবে। দলটিকে ধরতে হবে। জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে আইনমতে। আমি কাউকে, বিশেষ করে কোন মহিলাকে উৎপীড়নের পক্ষে নই। কিন্তু একটা অপরাধ ঘটে গেছে। আমাদের একটা কর্তব্য আছে এ ব্যাপারে। আর, বেচারা চার্লির কথাটা ভুলি কেমন করে? আজই তো কবর দিলাম তাকে। আমাদের টাকা রক্ষা করতে গিয়ে জীবন দিল সে।'

'ঠিক বলেছে ওয়াগনার!'

'কনোভার! ওয়াগনারকে ডেপুটি নিয়োগ করো!'

আওয়াজ তুলল কয়েকজন।

'না, না, আমাকে নয়। জ্যাক বার্নস তো ডেপুটি আছেই। সে সামলাতে পারবে এটা।'

কনোভার বুঝে উঠতে পারল না কি হচ্ছে। ভাবছে এখনি যাত্রা করা দরকার। তাই বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে। অ্যাই টার্নার! রাশবিকে তার পনিতে চড়ে যেতে ঠিকই দেখেছ?'

'আমার চোখে রোদ পড়ায় ভাল দেখতে পাইনি। তবে পনিটাকে সবাই জানে।'

'ঠিক আছে, ওয়াগনার। যাওয়া যাক।'

পসী গঠিত হলো টার্নার, প্রিন্স বারের জনাদশেক আড্ডাবাজ, আর তিনজন স্থানীয় লোক নিয়ে। ওরা চ্যাম্প জনসনের ঘোড়া ব্ল্যাক লায়নের ট্রেইল ধরে চলল তাকে ধরার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু ডায়ানা জানে ওই ঘোড়ায় যাচ্ছে আর্থার রাশবি। সে যাচ্ছে বিল লেক যেখানে আছে সেদিকে। চ্যাম্প জনসন পসীকে ভুল পথে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু প্ল্যানটা ভেস্তে গেল জ্যাক বার্নস-এর চোখে রোদ পড়ায় সে পনির পিঠে জনসনকে চিনতে পারেনি বলে।

কি করবে, কি করা উচিত ভাবতে ভাবতে ডায়ানা ছুটে গেল আস্তাবলে। হিকস শিস দিয়ে ডাকায় থামল সে।

হিকস বলল, 'তুমি এখন কি করবে? আমিই বা কি করব?'

'আমি চলে যাচ্ছি টাউনের বাইরে। তোমারও কিছুক্ষণের জন্য বাইরে চলে যাওয়া উচিত,' বলল ডায়ানা।

'হ্যাঁ, তাই করা উচিত। জনসন বোধহয় শিগগির ফিরে আসতে পারবে না আমাকে রক্ষার জন্য,' বলল হিকস।

'পাহাড়ে চলে যাও। হয়তো তুমি সাহায্য করতে পারবে।'

'চেষ্টা করব,' কথা দিল আস্তাবল মালিক।

আস্তাবল থেকে বেরিয়ে ডায়ানা দৌড় মারল হোটেলের দিকে। এখনও সে দৌড়াতে পারে বাচ্চা মেয়েদের মত।

চড়ে বসল তার ঘোড়াটায়। রাইফেল বেঁধে নিল জিনের ওপর। ঘোরানো পথে মুহূর্তের মধ্যে রওয়ানা হলো উত্তর দিকে। জানে, বিল আর আর্থার কোথায় থাকবে। চ্যাম্প কোনদিকে থাকবে ঠিক জানে না সে। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সোজা পথে যেতে পারলে হয়তো বিল আর আর্থারকে হুঁশিয়ার করে দিতে পারবে। সেই চেষ্টাই করা উচিত।

পসীকে এগুতে হবে ট্র্যাক দেখে দেখে। এটাই ডায়ানার সুবিধা। ওরা পথের দিশা ঠিক করতে করতে সে জোর কদমে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে যেতে পারবে।

'তবে পসীকে এড়াবার জন্য ঘুরপথেও যেতে হবে। রাস্তা পার হয়ে সে সোজা চলল প্রথম পাহাড়টার দিকে। মূল পাহাড়শ্রেণীতে প্রবেশের ওটাই প্রথম সোপান। ওখানে পড়ে আছে জনসনের গুলিতে নিহত ওয়াগনারের দলের লোকটির লাশ। আর্থার কি ওটা দেখে গেছে?

ছুটে চলেছে তার ঘোড়া সাবলীল গতিতে। বিল আর আর্থারকে পেলে বলবে এখনি দক্ষিণে চলে যেতে। দক্ষিণের গিরিপথ দিয়ে সোজা তারা চলে যেতে পারবে এল-পেসোতে। পসী তাদের নাগাল পাবে না।

এড জনসনের কি হলো?

পসীর লোকরা লাশটা দেখে কি করবে? ওয়াগনার কি মতলব ভাঁজবে? তার শয়তানী বুদ্ধির তো শেষ নেই। ইতোমধ্যে ডায়ানা আর নির্দোষ হিককে গ্রেফতারের জন্য উস্কানি দিয়েছে সবাইকে।

না, বিল আর আর্থারকে খুঁজে পেতেই হবে। হুঁশিয়ার করে দিতে হবে। তারপরে এড জনসনকে খুঁজে নিয়ে তার আশ্রয় নিতে হবে। এর বেশি কিছু করার শক্তি তার নেই। ঘোড়াটাকে এবার সে ঘোরাল উত্তর-পশ্চিম দিকে। ওই দিকে শেষ বার সে দেখা করেছিল বিল-এর সঙ্গে।

কিন্তু পরবর্তী পাহাড়টার ঢাল বেয়ে নামতে গিয়ে একটা আলগা পাথরে পা দিয়ে হোঁচট খেল তার ঘোড়া। গড়িয়ে পড়ে গেল একটা শুকনো খাদের মধ্যে। ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে ডায়ানাও পড়ল। রেকাব থেকে পা ছাড়িয়েছিল হোঁচট খাওয়ার সাথে সাথে। নইলে কি অবস্থা হত কে জানে। খাদের তলায় পড়ার আগেই পাহাড়ের গায়ের একটা খাঁজের মধ্যে পায়ের বুট আটকে গেল তার।

উঠতে চেষ্টা করল সে। দাঁড়াবার চেষ্টায় কিছু একটা ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে মাথা উঁচু করতেই ঘা খেল একটা মরা পাইন গাছের গুঁড়ির সাথে। তার পরে সব অন্ধকার।

কতক্ষণ জ্ঞান হারা অবস্থায় কাটল জানে না, তবে এক সময় তার মনে হলো সে জেগে উঠছে, এড জনসন কোথা হতে যেন অলৌকিকভাবে হাজির হয়ে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে, তাকে অভয় দিচ্ছে আর সে যেন বহুদূর থেকে জনসনকে বলছে, 'এড, জানি তুমি আমাকে টাউনেই থাকতে বলেছিলে। কিন্তু একটা গড়বড় হয়ে গেল কিনা।'

জনসন যেন জবাবে বলছে, 'জানি, জানি। ঘাবড়াবার কারণ নেই। শান্ত থাকো।'

'ওরা তোমার পেছনে না গিয়ে আর্থারকে অনুসরণ করছিল।'

'জানি।' একটা ক্যান্টিন থেকে পানি ঢেলে এড তার মুখ ধুইয়ে দিচ্ছে। অদ্ভুত ব্যাপার। পানি গড়িয়ে নামছে তার ঘাড় বেয়ে। সুড়সুড়ি লাগছে।

নিজের গলা শুনতে পেল সে, 'তোমার কথা সব সময় ঠিক হয়। আমি জানি। তবু মাঝে মাঝে সব গোলমাল হয়ে যায়। জানি, তুমি সব সময় বিল আর বাবার যত্ন নিতে চেষ্টা করেছ। আমার দোষেই তুমি র‍্যাঞ্চ ছেড়ে চলে গিয়েছিলে।'

'কেউ এবং কারও কথা সব সময় ঠিক হতে পারে না,' জবাবে বলছে চ্যাম্প জনসন। 'এ দুনিয়ায় কিছু করতে হলে সময় লাগে।'

'আমি একটা জীবিকা অর্জনের পথ খুলতে চেয়েছিলাম। এ ঝামেলা মিটলে আর্থারকে বিয়ে করব। তোমাকে আর বিরক্ত করব না, কষ্ট দেব না।'

'তোমার যা করার করবে,' বলল চ্যাম্প। 'এখন জেগে ওঠো।

একটু ভাবনা-চিন্তা করা যাক।'

চোখ খুলল ডায়ানা। জনসনের মুখ তার মুখের খুব কাছে। চমকে উঠে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল ডায়ানা। তারপরে চোখ বুঁজে আবার ঢলে পড়ল জনসনের বুকে।

'তুমি···তুমি কি সত্যি আছ এখানে?' বলল সে।

'পসী আমার পিছু না নেয়ায় আমি ঘুরে চলে এসেছি এদিকে। ভেবেছি নজর রাখব ওদের ওপর।'

'ওরা আর্থারকে তুমি ভেবেছে···ঘোড়াটির কারণে। ওরা অনুসরণ করছে তোমার কালো ঘোড়াকে। জানে না ওটার সওয়ার তুমি নও, আর্থার।'

'তাহলে তো মুশকিল। বিল আর আর্থার সরে যাবার আগেই পসী ধরে ফেলবে ওদেরকে।'

'হ্যাঁ, ধরে ফেলবে। বিলকে পাবে উপরি পাওনা হিসাবে।'

'মার্শাল কনোভার ওদেরকে টাউনে নিয়ে যাবে,' বলল চ্যাম্প।

'তার মানে পসী ওদেরকে গুলি করে মেরে ফেলবে না। টাউনে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাবে?'

'তার আগে আমি হাজির হব।'

'কিন্তু আমরা কি করতে পারব? বিগ হর্নের এত লোকের বিরুদ্ধে আমরা দু'জন?'

বলতে বলতে পুরোপুরি আচ্ছন্নতার ঘোর কাটিয়ে উঠল ডায়ানা। বুঝল যে জনসন এখনও জড়িয়ে ধরে আছে তাকে। তবে তার হাত নিষ্ক্রিয়। মাথা উঁচু করে সে হাসল জনসনের দিকে চেয়ে।

'তোমার মাথাটা ফুলে গেছে।'

ডায়ানা হাত বুলিয়ে দেখল তার ডান কানের ওপরটায় ফুলে উঠেছে গোল হয়ে। আস্তে আস্তে জনসনের কাছ থেকে সরে সে বলল, 'কতক্ষণ পড়েছিলাম অজ্ঞান হয়ে?'

'মিনিট কয়েক। আমি পসীর নজর এড়িয়ে আসছিলাম এদিকে। দেখলাম তোমার ঘোড়া ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে, তুমিও পড়ছ।'

'বিল আর আর্থারকে বাঁচানোর চেষ্টা করে লাভ নেই, না?'

'এখানে লাভ হবে না। টাউনে চেষ্টা করতে হবে। তুমি ওই চ্যাপ্টা পাথরটায় বসে একটু স্থির হয়ে নাও।'

দুর্বল লাগছে ডায়ানার। পাথরটার ওপর গিয়ে বসল সে। নিঃশ্বাস নিতে লাগল জোরে জোরে। এড জনসন তার ঘোড়াটাকে পরীক্ষা করে দেখল কোন জখম-টখম হয়েছে কিনা। চামড়াটা সামান্য ছড়ে গেছে। একটুখানি রক্ত বেরিয়েছে। আর কোন ক্ষতি হয়নি। ঘোড়া আর সওয়ার উভয়েরই ভাগ্য ভাল।

মুহূর্তখানেক পরে ডায়ানা বলল, 'আমি···আমি কি আবোল-তাবোল বকছিলাম?'

স্মিত মুখে জনসন জবাব দিল, 'হয়তো বা।'

'কিন্তু আমার যা মনে পড়ছে তা প্রলাপ ছিল না। তুমি সব সময় সঠিক কথাই বলেছ। আমার ভাল হোক তাই চেয়েছ। বিলকে শোধরাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছ। তোমার চাইতে ভাল বন্ধু এ জগতে কেউ পায় না।'

'ধন্যবাদ, ডায়ানা।'

'না···ধন্যবাদ তোমাকে।'

'এ কথা তুমি আগে বলোনি।'

'আর্থারকে বিয়ে করার কথা বলেছি।'

'হ্যাঁ, তা বলেছ।'

'আমি কথা দিয়েছি কিনা।'

'তুমি কি আমাকে নতুন কিছু বলতে চাচ্ছ, ডায়ানা?'

'বলতে চাচ্ছি যে আর্থার ভিন্ন ধরনের মানুষ। আমাদের মত নয়। আমাকে তার দরকার।'

'ওটাই কি যথেষ্ট?'

'তুমি আসার আগে···' বলে থেমে গেল ডায়ানা। ভাবল এড জনসনকে অকপটে বলতে হবে সব। 'মার্ক ওয়াগনার বাধার সৃষ্টি না করলে এতদিনে বিয়েটা আমাদের হয়ে যেত।'

জনসনের বলার ইচ্ছা হলো যে সেজন্য ওয়াগনারের কাছে সে কৃতজ্ঞ। কিন্তু বলল না। তার পরিবর্তে প্রশ্ন করল, 'তাহলে তুমি আমাকে কি বলতে চাচ্ছ?'

'শুধু এটুকু, ব্যাপারটা যে এরকম দাঁড়াল সেজন্য আমি দুঃখিত। ড্রীমল্যাণ্ডের বাড়িতে থাকতে আমি যে উগ্রতা দেখিয়েছি তার জন্য লজ্জিত। তার ফল ভোগ করছি এখন। তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশও আমি করতে পারছি না এখন।'

সান্ত্বনা দিয়ে জনসন বলল, 'এখন এসবের দরকার নেই। চলো, ঘোড়ায় চাপি। টাউনের দিকে যাই। দেখি কি হচ্ছে ওখানে। হিকস হয়তো জানবে কিছু।'

ডায়ানা দাঁড়াল। বলল, 'চলো। কিন্তু হিকস টাউন ছেড়ে হয়তো চলে গেছে। জ্যাক বার্নস আর ওয়াগনার তাকে জেলে নিক্ষেপ করতে চেয়েছিল। আমাকেও। আমার টাউন ছাড়ার ওটাও একটা কারণ।'

'ওয়াগনার তোমাকেও জেলে পুরতে চেয়েছিল?' বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল জনসন।

'সে গোটা টাউনকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছে যে আমি স্টেজ ডাকাতিতে ছিলাম। একটা গল্প বানিয়েছে। আর মানুষ ভাল গল্প পেলে বিশ্বাস করে ফেলে।'

ওরা ফিরে চলল টাউনের দিকে। জনসন ভাবছে আর্থারের পনিটার পায়ের ভাঙা নালটার কথা। ভাবছে ওয়াগনারের ষড়যন্ত্রের কথা। ভাবছে বিল আর আর্থারকে নিয়ে পসী ফিরে গেলে বিগহর্নে কি কাণ্ডই না ঘটবে।

দশ

ডায়ানা লেক-এর বেডরুমের একটা চেয়ারে আরাম করে বসে কার্ল ওয়াগনার বলল, 'ঠিকই পালাল।'

'হোটেল-টোটেল সব ছেড়ে বেশি দূর যাবে না,' বলল জ্যাক বার্নস। 'আমি হিকসকে ধরে আনব নাকি?'

'একটু পরে। এখন লবীতে নজর রাখো।'

'হ্যাঁ, নজর রাখো,' বলল ফ্রেড মরিস।

কটমটে দৃষ্টিতে মরিসের দিকে এক পলক তাকিয়ে চলে গেল জ্যাক।

ফ্রেড সেদিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'তুমি ট্র্যাকিং আর আড়িপাতার জন্য টার্নারকে নিয়েছ ভাল কথা। অন্য লোকদের দিয়ে যা যা করাচ্ছ তাও মন্দ নয়। কিন্তু এ লোকটাকে সরিয়ে দিতে হবে। এ যেমন গাড়ল তেমনি বদ।'

'সে এখন ডেপুটির ব্যাজ পরেছে। না হলে আমাদেরই পরতে এবং দায়িত্ব নিতে হত,' বলল ওয়াগনার।

'হিকস শুনলাম খুব মেজাজ দেখিয়েছে।'

'জ্যাক-এর মার খায়নি এখনও। তোমাকে বুঝতে হবে যে মানুষকে আমরা পক্ষে টানতে চাই। সবাইকে নয়। লোকদের কিছু অংশকে। হিকস-এর বন্ধুবান্ধব আছে।'

'বেশি নয়। গোঁয়ার লোক তো। তার কিছু হলে কাঁদবার লোক বেশি পাওয়া যাবে না,' বলল ফ্রেড।

'আমি চাই না যে তার কিছু ঘটুক।'

'আহা, এভাবে দেখো না কেন,' বলল ফ্রেড। 'ধরো সে স্বীকারোক্তি দিয়েছে···তারপর পালাবার চেষ্টা করেছে··· পালাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছে···তার স্বীকারোক্তির সাক্ষী ছিলাম আমরা।'

ওয়াগনার ভেবে দেখল কথাটা। সে নিজে যেভাবে যুক্তি খাড়া করে সেরকম। ফ্রেড মরিস শিখছে ভালই, হয়তো বেশি ভাল।

'ওসবের দরকার নেই। রাশবির কাছে চার হাজার ডলার দেখার কথা হিকস অস্বীকার করুক। তাতে কি হবে? আমরা রাশবির কাছে ওই টাকা পেয়েছি। আসল ব্যাপার হচ্ছে, হিকসকে আমরা নিরপেক্ষ রাখতে চাই। সে গোলযোগ বাধাতে পারে। আমাদেরকে পছন্দও করে না।'

'সাবধান হওয়া এক কথা, ভয় পাওয়া অন্য কথা,' বলল মরিস।

পায়চারি করছিল ওয়াগনার। থেমে গেল। 'কি বললে? আমি ভয় পেয়েছি?'

'গোলমেলে লোকদের সরিয়ে দেবার একটা সময় আসবে,' বলল মরিস। 'আমি হিকসকে চিহ্নিত করে রেখেছি। জনসন যদি মিলতে পারে হিকস-এর সঙ্গে, ওরা কিছু লোককে ভিড়াতে পারবে

তাদের দলে।'

'মরিস, তুমি প্রিন্স বারে চলে যাও। হাউটনকে দেখো। সে যাতে মাতাল অবস্থায় এবং ফুর্তিতে থাকে সেদিকে নজর রাখো।'

দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল মিনিট খানেক নীরবে।

শেষ পর্যন্ত মরিস বলল, 'আমাকে ভুল বুঝেছ, কার্ল।'

'কর্তা কেবল একজনই হয়,' বলল ওয়াগনার।

'তাই তো আছে।'

'তুমি একজন খুনী।' ওয়াগনার বলল তাকে। 'তোমার সব কিছু সমাধানের পন্থা একটাই—খুন করা। খুনীরা খুন করতে করতেই খুন হয়ে যায়। তারা তাদের আশপাশের সবার জন্য বিপদ ডেকে আনে। তোমার অভ্যাসটা ছাড়তে হবে।'

'আমি খুনী নই। এদেশে সবকিছু হঠাৎ ঘটে যায়। তুমি জানো এটা। বন্দুকে চালু হাতই কেবল তোমাকে রক্ষা করতে পারে বিপদ থেকে।'

ভ্রূ কুঁচকে ওয়াগনার বলল, 'আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছ না তুমি। বন্দুকবাজির কিছু সুবিধা আছে বৈকি। একেক সময় বিপদ থেকে বাঁচায়। কিন্তু তুমি চিহ্নিত করেছ বলেই নাগরিকদের গুলি করতে পারো না। তোমাকে অন্য উপায় ভাবতে হবে। একটু আগেই তো চমৎকার একটা পরিকল্পনার কথা বলছিলে। তার পরেই ফিরে গেলে তোমার অভ্যস্ত চিন্তায়। হিকসকে খুন করবে। আরে সে-তো নিজের ভবিষ্যৎ খদ্দেরকে গুলি করে মেরে ফেলার সামিল।'

'হিকস কখনও প্রিন্স বারে আসেই না।'

হতাশভাবে ওয়াগনার বলল, 'নাহ, তোমাকে বুঝিয়ে লাভ নেই। তুমি বুঝবে না।'

'কি বুঝব না?'

'আমি যখন এ টাউনের কর্তৃত্ব নেব। এখানকার শাসন আমি চালাব। তখন সব কিছু চলবে নীরবে, শৃঙ্খলার সাথে। বার্নস, টার্নার এসব লোকের তখন আমাদের দরকার থাকবে না। কিন্তু হিকস আর গর্ডনের মত নাগরিকের দরকার থাকবে। তারা ট্যাক্স দেয়, ব্যবসা করে, পয়সা আনে।'

মরিস মোটেও বোকা নয়। বুঝে ফেলল। হেসে বলল, 'আমরা ওদের বাঁচিয়ে রাখব যাতে পরে কাজে লাগাতে পারি। বাঁচিয়ে রাখব এবং দোহন করব, তাই না?'

'আমি কথাটা ওভাবে বলতে চাই না। তবে তুমি অনেকটা বুঝে ফেলেছ। এখন যাও, হাউটনকে ওখানে রাখো। তোমাকে আমার পরে দরকার হবে।'

'নিশ্চয় রাখব। ঠিক বলেছ, কার্ল। চলি।'

ফ্রেড মরিস চলে যাবার পর ওয়াগনার শেষ বারের মত চোখ বুলিয়ে দেখল ডায়ানার বেডরুমের চারদিকে। ক্লোজেটের দরজা খুলে পোশাক, পেটিকোট, জুতোগুলো দেখল। গোটা জীবন সে মেয়েদের ঘৃণা করেছে। তার লম্পট বাবা দেখিয়েছে তাকে মেয়েরা কত সস্তা। ওদেরকে ব্যবহার করে ফেলে দিতে হয় ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত। তবু এখন ডায়ানার পোশাকগুলোতে হাত বুলাতে

গিয়ে হাত কাঁপছে তার।

ডায়ানা লেক-এর অবাধ্যতাই শিহরণ জাগিয়েছে তার মনে। সব ঝামেলা কাটিয়ে উঠে বিগ হর্নের একচ্ছত্র কর্তা হবে। ডায়ানাকে বুঝতে বাধ্য করবে যে তাকে বিয়ে করা ছাড়া ওর আর কোন উপায় নেই। তখন সে ডায়ানাকে শয্যাসঙ্গী করবে। প্রয়োজন হলে জোর করে। তখন ডায়ানা হবে তার সম্পত্তি।

একটা গাউন স্পর্শ করে সে ভাবল, এ রুমটাই হবে তার হেড-কোয়ার্টার। এখানেই সে ভোগ করবে ডায়ানাকে। তখন সবই বৈধ হয়ে যাবে। সবাই তা মেনে নেবে।

কেবল আজকের দিনটায় তার কোন ভুল করা চলবে না। আজ মর্টগেজ-এর টাকা শোধের দিন। টাকাটা দাবি করা এবং পরে প্রেমের কারণে উদারভাবে ঋণটা মওকুফ করে দেয়ার জন্য কেউ দোষ দিতে পারবে না তাকে। লোক চরিত্র সে জানে। জানে যে অনেকেই তার সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও উদারতার তারিফ করবে।

ক্লোজেট বন্ধ করে ওয়াগনার আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে দেখল খুঁচিয়ে। সে তরুণ, স্বাস্থ্যবান, দেখতে খারাপ নয়। তার মাথায় মগজ আছে। এখানকার যে কারও চাইতে বেশি। তার সবকিছু পরিকল্পিত, ছকে বাঁধা।

রুম ছেড়ে বাইরে চলল সে। হঠাৎ রাইফেলের গুলির শব্দ কানে এল।

স্থির হয়ে দাঁড়াল এক মুহূর্ত। গুলিগোলা হবার তো কথা ছিল না। নির্দেশ দিয়েছে সে। দেয়ালে চাপড় মেরে সে ছুটল পেছনের

দিকে। আরেকটা গুলির শব্দ। সে বুঝল যে শব্দটা হিকস-এর আস্তাবলের দিক থেকে আসছে।

আস্তাবলের পিছনে এসে দেখল রাইফেল হাতে হিকস উঁকি মারছে। নিরাপদ অবস্থানে ছুটে যাবার সময় শুনল কোল্ট .৪৫-এর প্রচণ্ড আওয়াজ।

চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল ওয়াগনার, 'কি হচ্ছে এখানে?'

রাইফেল উদ্যত করে ঘুরে দাঁড়াল হিকস। 'কে? ওয়াগনার নাকি?'

'কে গুলি করছে তোমাকে?'

'তোমাদের হারামী ডেপুটি,' বলল হিকস।

'জ্যাক বার্নস? জ্যাক, তুমি আছ নাকি ওখানে?'

আস্তাবলের সামনে থেকে জ্যাক বলল, 'হিকস গুলি করেছে আমাকে লক্ষ্য করে।'

রাস্তায় লোকজনের আওয়াজ শোনা গেল। সবাই ছুটে আসছে কি হয়েছে দেখার জন্য।

'তুমি আমাকে জেলে নিতে পারবে না,' বলল হিকস।

ওয়াগনার বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। জ্যাককে এখন সে দেখতে পাচ্ছে আস্তাবলের সামনে। হাতের ইশারা করল সে জ্যাককে। জ্যাক পিছিয়ে গেল। বিগ হর্নের নাগরিকরা তাকে দূর থেকে লক্ষ্য করছে দেখে সে বিব্রত।

'হিকস আমাকে বাধা দিচ্ছে,' বলল জ্যাক।

ওয়াগনার বলল, 'হিকস, সত্যি তুমি বাধা দিচ্ছ? ডেপুটি জ্যাক

তোমাকে আইন সঙ্গতভাবে গ্রেফতার করতে চায়। তুমি তাকে বাধা দিচ্ছ?'

'নিশ্চয়ই। আমাকে ধরে ওখানে নিয়ে গিয়ে রাশবির মত মারধর করতে দেব না।'

ওয়াগনার আস্তাবলের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলে গেল দর্শকদের কাছে। গলা চড়িয়ে বলল, 'হিকস, তোমার কাজটা একজন সুনাম সম্পন্ন ব্যবসায়ীর উপযুক্ত হচ্ছে না।'

ভিড় করা লোকজন বুঝল যে গুলিগোলার পর্যায় শেষ হয়েছে। তাই তারা সামনে এগিয়ে এল। ওয়াগনার বলল, 'সবাই দেখা যাচ্ছে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা হারাচ্ছে। মিস লেকও টাউন ছেড়ে চলে গেছে। অনেক প্রশ্ন করার আছে। জবাবও পাবার দরকার রয়েছে। কিন্তু কেউ সহযোগিতা করতে চাচ্ছে না।'

রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে হিকস বলল, 'আমার উকিল আসলে এবং আমি কয়েকজন বন্দুকধারী জোগাড় করতে পারলে জবাব অবশ্যই দেব। এখন আমি চলে যেতে চাই। বাধা দিতে চাইলে লড়তে হবে।'

ওয়াগনার সবাইকে শুনিয়ে জ্যাককে বলল, 'ডেপুটি, আমার মনে হয় মি. হিকসকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করা তোমার উচিত হবে না। তার বিরুদ্ধে কোন অপরাধের অভিযোগ নেই। আইন রক্ষকদের প্রশ্নের জবাব সে দিতে না চাইলে সেটা তার ব্যাপার। মার্শাল কনোভার ফিরে আসলে আমরা, অর্থাৎ টাউনের সৎ লোকরা বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে পারব।'

জ্যাক বুঝতে পারল ওয়াগনারের মতলব। পিস্তলটা হোলস্টারে রেখে দিল সে। লোকেরা রাস্তায় ভিড় করল। হিকস তার ঘোড়ায় সওয়ার হলো। রাইফেলটা রাখল স্ক্যাবার্ডে। কোমরে বাঁধা রিভলভারে হাত রেখে সে চলল উত্তর দিকে। বিগ হর্নের মানুষ বিস্ময় মিশ্রিত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করল তার যাওয়া।

ওয়াগনার বলল, 'তার মনে দোষের কিছু নিশ্চয়ই আছে।'

জ্যাক কিছু বলল না। ওরা ফিরে চলল প্রিন্স বারের দিকে। টাউন বাসীরা নিজেদের মধ্যে জল্পনা করতে করতে চলে গেল যার যার কাজে। একজন স্ত্রীলোক বলল, 'ওই ডায়ানা লেক মেয়েটা, ওর হয়েছে কি? হঠাৎ চলে গেল কেন?'

'আর্থার রাশবিকে নিয়ে কিছু ঘটেছে,' বলল আরেকজন। 'ওই লোকটাকে কখনও বিশ্বাস করতে পারিনি।'

ওয়াগনার যেতে যেতে শুনল এসব কথাবার্তা। মার্শালের অফিসের সামনে পৌঁছে জ্যাককে বলল, 'ভেতরে গিয়ে কনোভার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব নাও না কেন। এমন ভাব দেখাবে যেন তুমি সত্যি একজন আইনরক্ষক।'

জ্যাক বলল, 'হিকস বেজন্মাটাকে প্রায় খুনই করে ফেলছিলাম।'

'আমি হুকুম দেয়ার আগে কাউকে খুন করবে না,' বলল ওয়াগনার। 'ওসব করার সময় আসবে।'

'আসলেই হয়,' বলে জ্যাক রাস্তা পার হয়ে মার্শালের অফিসে ঢুকল।

ওয়াগনার চলে গেল প্রিন্সে। বারে কয়েকজন উত্তেজিতভাবে আলোচনা করছে আস্তাবলের ঘটনা নিয়ে। ওই আলোচনায় যোগ না দিয়ে সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরের রুমে। ফ্রেড মরিস ওখানে অপেক্ষা করছে তার জন্য।

দরজার সামনে থামল সে। হাউটন বসে আছে খাটের কিনারে। সামনে একটা চেয়ার। চেয়ারে একটা ট্রে-তে খাবার। খাচ্ছে ডিম, গোল আলু, মাংস, হ্যাম এবং আরও কত কি। খাচ্ছে, আর হাত নেড়ে নেড়ে বলছে, 'ভাল খাবার, মজার খাবার, কত দিন খাইনি এসব...'

মরিস বলল, 'আমরা যখন কাজে গিয়েছিলাম ওই সময় সে নিচে নেমে চেঁচামেচি শুরু করেছিল। ডাক্তার র‍্যামণ্ড বলেছে তাকে খাবার দিতে।'

ওয়াগনার ঘরে ঢুকে বলল, 'খাও পেট ভরে। মদও আছে অনেক। যত পারো খাও।'

'পেট ভরে খাওয়ার পরে একেক সময় মদ খেতে পারি না।'

'তাহলে ঘুমাও। লম্বা ঘুম দাও একটা,' বলল মরিস।

'হ্যাঁ, তাই করো। ঘুম ভাঙলেই মদ পাবে,' বলল ওয়াগনার।

মাংসের টুকরা চিবাতে চিবাতে হাউটন বলল, 'তোমরা আমার কি যত্নই না নিচ্ছ।'

'তুমি আমাদের বন্ধু। বন্ধুর সেবা করব না?' বলল ওয়াগনার।

'আহা, চার্লি যদি থাকত এখন, কি মজাই না হত!' বলল হাউটন।

ওয়াগনার দরজা বন্ধ করে মরিসকে নিয়ে এগিয়ে গেল সিঁড়ির মুখে। বলল, 'হাউটন আবার হুইস্কি গিলবে। ওকে নিয়ে ভেব না। হিকস একটু আগে বোকামি করে ফেলেছে।'

'সে কি পালিয়ে গেছে টাউন ছেড়ে?'

'আমরা যেতে দিয়েছি। তার চলে যাওয়াটা ভাল ঠেকেনি লোকের চোখে। মিস লেক-এর যাওয়াটাও। ওরা জনসনকে ধরতে পারলে কাজটা খুবই সহজ হয়ে যাবে।'

'জনসনকে দ্রুত শেষ করে দিতে হবে। ব্যাটা গবর্নরের কথা বলে। তার অনেক যোগাযোগ আছে,' বলল মরিস।

'ওটা তোমাকেই করতে হবে। আমরা সবাইকে উত্তেজিত করে লিঞ্চ পার্টি বানাতে না পারলে খুনটা তুমিই করবে।'

'করব, কিন্তু তোমার দেয়া খুনী পদবীটা আমি চাই না,' বলল মরিস।

'মগজটাকে কাজে লাগাচ্ছ, তাই না?' বলল ওয়াগনার। 'এই তো চাই। বেশি দেরি হবে না। জনসন এখানে কিছুই চেনে না। কনোভার চেনে। পসী ফিরে আসবে যে কোন সময়।'

'তুমি কর্তা। যা বলবে তাই করব।'

'আমরা কর্তা হব বিগ হর্নের। হয়তো গোটা নিউ মেক্সিকোর।'

'যেভাবে বললে কথাটা তাতে সন্তুষ্টি হলাম,' বলল মরিস।

'টাউনের লোকদের আমি ভাবিয়ে তুলেছি। ওরা ভাবছে স্টেজ ডাকাতি নিয়ে। ওই সময়ে জনসনের উদয় হওয়া নিয়ে। ডায়ানা লেক আর রাশবির যোগসাজস নিয়ে ভাবছে ওরা। ওদের ভাবনাকে

আমি আমাদের পথে চালিয়ে দিয়েছি। জ্যাক আর টার্নারকে গোপনে লাগিয়ে দিয়েছি আমাদের কাজে।'

'ওই দু'জন নিরাপদ নয় তোমার জন্য,' মন্তব্য করল মরিস।

'আমি তোমাকে দায়িত্ব দিয়েছি কাজ শেষ হয়ে গেলে ওদেরকে শেষ করে দেয়ার। ফ্রেড, আমার পরিকল্পনায় একটা ফাঁক দেখাও তো? শুধু বলো যে কোথায় আমি ভুল করেছি।'

'আমি তোমাকে ফাঁক দেখাতে যাব না,' জবাব দিল মরিস। 'আমি কেবল চাই যে পরিকল্পনা মত সব কিছু ঘটে যাক। তোমার খেলাটা সুন্দর। এভাবে চালিয়ে গেলে টাউনটা তোমার কবজায় এসে পড়বে।'

'প্রথমে টাউনটা। তারপরে গোটা দেশটা,' বলল ওয়াগনার বিজয়ীর ভঙ্গিতে।

এগারো

চ্যাম্প জনসন ঘোড়ার রাশ টেনে সাবধানী হাত তুলল। ডায়ানা লেক তার পেছনে একটা ঝোপের আড়ালে থামল। বিগ হর্নের উত্তরের ট্রেইল ধরে আসছে তারা। একটা ছুটন্ত ঘোড়ার খুরধ্বনি শুনতে পাচ্ছে।

'কেউ একজন ছুটে আসছে,' বলল চ্যাম্প।

'বোধ হয় আর্থার···নয়তো বিল।'

'না, ওরা নয়।'

রাইফেলটা হাতে নিল চ্যাম্প। পাহাড়ের ঢালের দিকে চোখ রাখল। একটা ঘোড়া দেখা যাচ্ছে। আরোহী ঝুঁকে আছে সামনের দিকে।

চ্যাম্প রাইফেল উদ্যত করে রাস্তার মাঝখানে চলে গেল। থেমে গেল আগন্তুক। বলল, 'থ্যাঙ্ক গড। তোমাদের দেখা পাব ভাবিনি।'

'হচ্ছে কি বলো?' প্রশ্ন করল চ্যাম্প। ডায়ানাও এসে স্থান নিয়েছে তার পাশে।

'পসী ফিরে যাচ্ছে টাউনে। পালিয়ে এসেছি তাদেরকে

এড়িয়ে। দেখেছি টাউনে ঢুকছে।'

'তারা কি...' বলতে গিয়ে ঠোঁট কামড়ে থেমে গেল ডায়ানা।

'আমি ভেবেছিলাম তোমাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে,' বলল হিকস। 'কিন্তু দেখলাম তারা ধরে নিয়ে যাচ্ছে রাশবিকে, আর অচেনা এক তরুণকে।'

ডায়ানা বিবর্ণ হয়ে গেল। জিনের পমেল ধরে রইল নির্বাক হয়ে।

হিকস বলে গেল, 'জ্যাক আমাকে গ্রেফতার করতে চেয়েছিল। ওয়াগনার এসে নানা কথা বলল তোমাকে আর ডায়ানাকে জড়িয়ে।'

'লোকে শুনল? টাউনের লোকরা কি বলে?' জানতে চাইল চ্যাম্প।

'তারা শুনবে। ওয়াগনারের মিষ্টি কথা তারা শুনবে।'

'কথা বলায় সে ওস্তাদ। যা ইচ্ছা তাই বিশ্বাস করাবে লোকদের,' বলল ডায়ানা। 'এখন বিলকে পেয়েছে তারা। বিল জেল পালানো কয়েদী। তাকে পেয়েছে আর্থারের সঙ্গে। এ অবস্থায় ওয়াগনারের গল্প কে না বিশ্বাস করবে?'

'বিল? বিল কে? ওই অচেনা তরুণটি?' প্রশ্ন করল হিকস।

'তোমাকে বলা যায়। বিল হচ্ছে ডায়ানার ভাই। বিল জেলে ছিল। জ্যাক বার্নস ছিল গার্ডদের একজন। জ্যাকের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে জেল থেকে পালায় বিল,' বলল চ্যাম্প।

'জেলে ছিল কেন? চুরি-টুরি করেছিল?'

'না। তার বাবার টাকা চুরি করে পালাচ্ছিল একজন। বিল

লোকটাকে গুলি করে মেরে ফেলে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হিকস বলল, 'ওটা কিছু না। চুরি-ডাকাতি না করলেই হলো।'

চ্যাম্প বলল, 'হুলস্থুল পড়ে যাবে বিগ হর্নে। রাশবির ওপর অত্যাচার চলবে জেলে।'

হিকস বলল, 'জ্যাক গুলি করেছিল আমাকে। অল্পের জন্য লাগেনি। আমি বন্দুকবাজ নই, জনসন। তবে রাইফেল চালাতে পারি। আমাকে কি করতে হবে বলো।'

'টাউনে এসো আমাদের সঙ্গে। চুপি চুপি কথা বলো তোমার বিশ্বস্ত লোকদের সাথে। ওদেরকে বোঝাও শোডাউনের সময় যেন পক্ষ না নেয়।'

'অর্থাৎ লিঞ্চিং-এর সময়?'

'হ্যাঁ, ওয়াগনার লিঞ্চিং-এর চেষ্টাই করবে। সে নিজে হত্যা করে না, অন্যদের দিয়ে করায়। তোমার স্নায়ু শক্ত আছে তো হিকস?'

'খুব শক্ত নয়।'

'কনোভার কি ওয়াগনারের লোক?'

'পুরোপুরি নয়। যথেষ্ট সৎ, তবে বোকা।'

'তুমি কনোভারের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারো?'

'জ্যাক-এর গায়ে ডেপুটির ব্যাজ থাকা অবস্থায় নয়।'

'মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য হলেও পারো না?'

'জানি না। জ্যাক আমাকে ছাড়বে না। তাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছি কিনা।'

'কিন্তু সেকথা বলে দিতে পারো কনোভারকে। বলতে পারো ওয়াগনারের বলা কেচ্ছার একটা শব্দও তুমি বিশ্বাস করো না।'

ভেবে দেখল হিকস। তাকাল ডায়ানার দিকে, চ্যাম্পের দিকে। তার পর বলল, 'আমাকে উদ্ধার করবে তো?'

'তোমাদের সবাইকে উদ্ধার করব,' বলল চ্যাম্প। 'ওরা খুবই ব্যস্ত থাকবে জনতাকে উত্তেজিত করে তোলার কাজে। জেলখানার ভেতরটা আমি দেখেছি। ভেতর থেকে তোমার সাহায্য পেলে সহজ হয়ে যাবে তোমাদের উদ্ধার করা।'

হিকস বলল, 'আরে তাই তো! করা যাবে কাজটা। আমি ধরা দেব কনোভারের কাছে। বলব, তার প্রশ্নের জবাব দিতে প্রস্তুত।'

'ধীরেসুস্থে যাবে। জেনে নেবে কনোভার আছে কিনা। কেবল তার কাছে ধরা দেবে, অন্য কারও কাছে নয়।'

'বুঝলাম,' বলে হাসল হিকস। ডায়ানাকে বলল, 'তোমার ভাইকে তোমার ভালবাসা জানাব সুযোগ পেলে।'

ঘোড়ার মুখটা টাউনের দিকে ফিরিয়ে চলে গেল হিকস। চ্যাম্প আর ডায়ানা চেয়ে রইল সেদিকে।

ডায়ানা বলল, 'আমরা কিভাবে ওসব করব? কিভাবে?'

'জানি না,'

'ওরা হিকসকে মেরে ফেলতে পারে।'

'আমরা বাধা না দিলে আমাদের সবাইকে ওরা মেরে ফেলবে।'

'হ্যাঁ, তাই করবে ওরা,' বলল ডায়ানা। 'তোমার থাকা উচিত নয় এর মধ্যে, বুঝলে?'

'ওখানেই তোমার ভুল। আমি আর কোথায় থাকব এখানে ছাড়া?'

ডায়ানা নীরবে ভাবল মিনিটখানেক। তারপর নরম মৃদু স্বরে বলল, 'জানতাম তুমি একথাই বলবে। তোমার ভাবনা তো একটাই।'

'তোমার কাছে মিথ্যা বলে কি হবে, ডায়ানা?'

'তুমি কখনও আশা ছাড়োনি।'

'কখনও ছাড়ব না।'

'আমি আর্থার রাশবিকে বিয়ে করতে যাচ্ছি। তাকে কথা দিয়েছি।'

'তাই তো বলে যাচ্ছ।'

'তোমার বিশ্বাস হয় না?'

'দেখো ডায়ানা, মানুষ তাই করে যা করতে সে বাধ্য হয়। সে লেগে থাকে, খোঁচা মেরে পালায় না। আর আমার কথা হচ্ছে, কোন কিছু ঘটার আগে আমি তা বিশ্বাস করি না।'

'ঘটবে। তুমি আর্থারকে বাঁচাবে। আমি তাকে বিয়ে করব।'

'আমি তোমার ভাল চাই। ডায়মণ্ড এলকে আবার গড়ে তুলেছি তোমার জন্য। বিলকে ছাড়াবার চেষ্টা করেছি তোমার জন্য। এসব করতে পেরে নিজেকে আমি ধন্য মনে করেছি। যাক, এখন এসব কথা বলার সময় নয়।'

'ওরা আমাকেও মেরে ফেলবে।'

'দেখো, এখনও আমরা কেউ মরিনি। হয়তো একজন বা তারও

বেশি মরব। কিন্তু হাল ছেড়ে পালাতে তো পারি না আমরা। পারি কিনা বলো?'

মুহূর্তখানেক পরে ডায়ানা বলল, 'না, আমরা হাল ছাড়তে পারি না। আমাকে কি করতে হবে বলো।'

'হোটেলে ফিরে যাও। সেখানে বন্দুকগুলো আছে। গুলি ভরে ওগুলোকে তৈরি রাখো।'

'তার পরে?'

'জানি না।'

'তুমি সোজা জেলে যাবে?'

'যেতে দিলে যাব,' বলে হাসল চ্যাম্প। বোঝাল যে কেউ তাকে আটকাতে পারবে না।

'ওয়াগনার গোটা টাউনের লোকদের জড়ো করবে। বেশিরভাগ লোককে।'

'তা করবে।'

'তুমি কনোভারের ওপর ভরসা করতে পারো না।'

'আমি যেমন পারি না তেমনি ওয়াগনারও পারে না। অন্তত লিঞ্চিং এ রাজি হবে না কনোভার।'

'ওই বিশ্বাস নিয়ে তুমি আমাদের সবার জীবনের ওপর বাজি রাখছ?'

'কনোভারের ওপর বিশ্বাস এবং আরও দু'একটা বিষয়ের ওপর আস্থা রাখছি আমি।'

ডায়ানা জনসনের বাহুতে হাত বুলিয়ে বলল, 'চ্যাম্প জনসন, এ

অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারো একমাত্র তুমি, আর কেউ নয়।'

তারা চলল টাউনের দিকে। এই প্রথমবার ডায়ানা তার ডাকনাম উচ্চারণ করেছে। এর একটা তাৎপর্য আছে। হয়তো ডায়ানার কাছ থেকে এটুকুই সে পেল। কিন্তু এর মূল্যই বা কম কিসের?

বিগ হর্নে প্রবেশকালে ডায়ানা বলল, 'রাস্তায় কাউকে দেখছি না।'

'ভাবছি এটা নিয়ে।'

জনসন ভাবছে রাস্তায় লোক না থাকার মানে হলো টাউনে তীব্র উত্তেজনাকর কিছু ঘটেছে যা নিয়ে সবাই ব্যস্ত। রাশবি আর বিলকে জেলে আটক করে ওয়াগনার নিশ্চয়ই খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করছে টাউনবাসীদেরকে। সময় নেই। দ্রুত বেগে সে ছোটাল পনিটাকে।

একটা চক্কর দিয়ে তারা চলে গেল হিকস-এর আস্তাবলের পেছনে। চ্যাম্প ইশারায় ডায়ানাকে নামতে বলল ঘোড়া থেকে।

'ওরা সম্ভবত কাউকে পাহারায় রেখেছে এখানে। তুমি ঘোড়া দুটোকে সামলাও। আমি একটু দেখি।'

'তোমার শিসের জন্য অপেক্ষা করব,' বলল ডায়ানা।

'হ্যাঁ, ডায়মণ্ড এল-এর সেই পুরানো শিস।'

জনসন ঢুকল আস্তাবলে। খুঁটিগুলোর আড়ালে আড়ালে ভূতের মত যেতে লাগল। কোর‍্যালের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল স্থির হয়ে। কান খাড়া করে রইল কিছুক্ষণ। মুহূর্ত কয়েক পরে আস্তাবলের মধ্যে একটা কাশির ও নড়াচড়ার শব্দ হলো। লম্বা নিঃশ্বাস টেনে এক দৌড়ে জনসন আবার ফিরল আস্তাবলে। ওয়াগনারের চ্যালাদের

একজন। কোমরে রিভলভার। রিভলভারের হাত দেয়ার আগেই লোকটার চোয়ালে পর পর দু'টি প্রচণ্ড ঘুষি হানল জনসন। লোকটা ধপাস করে পড়ে গেল। অনেক দড়িদড়া পড়ে ছিল সেখানে। জনসন দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল লোকটাকে। মুখে পুরে দিল ন্যাকড়া। অজানা মানুষটাকে হত্যা করতে চাইল না সে। ঝুঁকি নিচ্ছে জেনেও অসাড় দেহটাকে ঘোড়ার খাবারের বাক্সে ঢুকিয়ে বাক্সের ঢাকনাটা বন্ধ করে দিল।

তারপর দরজায় গিয়ে ডায়ানাকে কাছে ডাকল। ঘোড়া দুটোকে নিয়ে ডায়ানা এল। জিনগুলো খুলে ঘোড়াদের খাবার দিল জনসন।

এবার তারা পেছনের পথ দিয়ে চলে গেল হোটেলে। জনসন জানত, এখানেও পাহারায় থাকবে কেউ। হোটেলের পেছনের ছোট্ট ছাউনিটার মধ্যে উবু হয়ে বসে ভাবতে লাগল সে।

বড় রাস্তা থেকে মানুষের গলার মৃদু গমগম শব্দ পাচ্ছে তারা। চিৎকার শুরু হয়নি এখনও। সেটা শুরু হবে একটু পরে। ওয়াগনারের উস্কানিতে।

'অভিনয় করতে পারবে ডায়ানা?' প্রশ্ন করল সে।

'মেয়ে মাত্রই অভিনেত্রী,' বলল ডায়ানা।

'তোমার বন্দুকগুলো কোথায় রেখেছ?'

'গোলমাল শুরু হবার পরে এখানে ওখানে গুঁজে রেখেছি।'

'চলে যাও ভেতরে। পাহারায় যে আছে তাকে দেখে বিস্মিত হবার ভান করো। ভাব দেখাও যে কোথাও গিয়েছিলে কোন কাজে। এই মাত্র ফিরলে। অভিনয়টা যেন নিখুঁত হয়। পারবে?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি,' বলল ডায়ানা।

'ওরা তোমাকে দেখা মাত্র গুলি করবে না। আমাকে নিয়ে ওরা এখন ভাবছে না। মনে হয় হোটেলের লবীতে একজন, পেছনে একজন পাহারায় রেখেছে ওরা। তুমি গিয়ে ঢুকলে পেছনের লোকটা তোমার পিছু পিছু যাবে।'

'তাহলে তো ভাল। দু'জনকে একসাথে ধরব। ওরা যদি ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় আমার ওপর তখন গুলি করতে করতে বেরিয়ে আসব। ঘোড়া তো তৈরিই আছে,' বলল ডায়ানা।

'ঘোড়ার দরকার হবে না। আমাদের হারজিত এখানেই হয়ে যাবে।'

'আমি যাব?'

'যাও, যত দ্রুত পারো।'

কোমরের পিস্তলটা দেখে নিয়ে ডায়ানা বের হলো ছাউনির তলা থেকে। দ্রুত পায়ে চলে গেল হোটেলের পেছনের দরজায়।

চ্যাম্প নিজের রিভলভার হাতে তুলে নিল। ডায়ানা বিনা দ্বিধায় দরজাটা খুলে ভেতরে প্রবেশ করেছে। মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা করে জনসন ছুটল ডায়ানার পেছনে। এখন কোন অঘটন ঘটে গেলে তার বেঁচে থাকাটাই বৃথা হয়ে যাবে, ভাবল সে।

ডায়ানার গলার স্বর কানে এল তার। হাতের ঘর্মাক্ত তালু দু'টি প্যান্টে মুছে সে দরজা খুলল ইঞ্চি ইঞ্চি করে। লবীতে একটি পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল। তারপর আরেকজনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

হলে প্রবেশ করল জনসন। রিভলভার বাগিয়ে ধরে পা টিপে টিপে চলে গেল এমন স্থানে যেখান থেকে লবীতে কি হচ্ছে দেখা যায়।

প্রিন্স বার-এর চ্যালাদের আরও দু'জন। জনসন ভাবল, এটাই, এই অকর্মাগুলোকে ব্যবহার করাই ওয়াগনারের দুর্বলতা। ওয়াগনার মনে করেছে এদের কাজটা খুবই সহজ হবে। ডায়ানা ডেস্কের পেছনে গিয়ে হাতড়ে দেখল কিছুই নেই। একটা ·৩৮ পিস্তল ছিল ওখানে। ওরা সরিয়ে ফেলেছে। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বলল, 'তোমরা কি বলতে চাও বুঝতে পারছি না।' তার ডান হাত চলে গেছে পেছনে।

এবার ডায়ানার মুখের ভাব দেখে চ্যাম্প বুঝল যে একটা লুকানো অস্ত্র পেয়েছে সে। তখনই রুমে প্রবেশ করে জনসন বলল, 'যেখানে আছ দাঁড়িয়ে থাকো, নড়বে না, মুখ খুলবে না।'

ওরা ঘুরে দাঁড়াল জনসনের দিকে। সেই সুযোগে ডায়ানা পেছনের তাকে তার খাতাপত্রের তলায় লুকানো একটি কাটা শটগান টেনে বের করল। 'এটা দো-নলা বন্দুক,' বলল সে।

লোক দুটো দাঁড়িয়ে রইল মূর্তির মত। একজনের হাতে ডায়ানার কোমর থেকে কেড়ে নেয়া কোল্ট ·৪৫। সে বুঝতে পারছে না ওটা কোথায় রাখবে। চ্যাম্প ওটা নিয়ে নিল হাত বাড়িয়ে। 'এদেরকে দোতলায় নিয়ে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেলি, কি বলো? বেঁধে রাখতে রাখতে বিরক্তি ধরে গেছে আমার,' বলল চ্যাম্প।

'দম আটকে মারা তো? খুবই মজা হবে। চলো নিয়ে যাই,' জবাব দিল ডায়ানা হাসিমুখে।

'দেখো, আমরা কোন গোলমালের মধ্যে থাকতে চাই না,' বলল লম্বা লোকটি। 'আমাদেরকে ছেড়ে দাও। আমরা পালিয়ে যাব টাউন থেকে।'

'পালাবে বৈ কি। তবে এখন চলো দোতলায়।'

দ্বিতীয়জন মোটাসোটা, ধুমসো চেহারার। বলল, 'আমি ওপরে যাব না।'

রিভলভার তাক করে চ্যাম্প বলল, 'যেতে হবে। নইলে মাথাটা ফাটিয়ে দেব। তারপরে ঠ্যাং ধরে টেনে নিয়ে যাব।'

ডায়ানা এসে ওদের গানবেল্ট খুলে নিল। চ্যাম্প-এর ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে ওরা ধীর পায়ে চলল। চ্যাম্প সতর্কভাবে সিঁড়ি বেয়ে গেল ওদের পিছনে। তার নিজের ১৪ নম্বর রুমে নিয়ে গেল ওদেরকে। সে নিশ্চিত যে ওই রুম ওয়াগনারের লোকেরা আগেই তল্লাশী করে দেখেছে, আর করবে না।

'বিছানায় ওঠো,' হুকুম দিল সে।

'না, দোহাই যীশুর, না।'

রিভলভারের নল দিয়ে মোটা লোকটাকে এক ঘা দিল চ্যাম্প। লোকটা চিত হয়ে পড়ে গেল বিছানায়। ডায়ানা দড়ি আর কিছু ছেঁড়া কাপড় আনল। শুকনো লোকটা শুয়ে পড়ল স্বেচ্ছায়। চ্যাম্প দু'জনের মুখে কাপড় পুরে বেঁধে ফেলল ওদেরকে।

বাঁধার পরে বলল, 'বাঁধন খুলে ফেললে এবং বের হবার চেষ্টা

করলে একটা করে বুলেট উপহার দেব তোমাদেরকে। বুলেট বিঁধবে পেটে। এখন শুয়ে থাকো এবং ভাবতে থাকো তোমরা কত ভাগ্যবান।'

এই বলে দরজা তালাবদ্ধ করে চ্যাম্প ডায়ানাকে নিয়ে নেমে গেল নিচে। জানালায় গিয়ে বাইরে রাস্তার দিকে তাকাল। দেখল, অনেক লোক জমা হয়েছে। এখানে ওখানে জটলা করছে। ওয়াগনারকে দেখা যাচ্ছে। সে কথা বলছে অনেকের সাথে।

তার কাছাকাছি রয়েছে ফ্রেড মরিস। মার্শাল কনোভারকে দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না জ্যাক আর টার্নারকেও।

'কনোভার এসবের মধ্যে থাকবে না,' বলল চ্যাম্প। 'এখন আমি যা বলেছি তাই করো। বন্দুকগুলো সব তৈরি অবস্থায় রাখো। আমার একটু সময় দরকার।'

'সময় দরকার তোমার নিজের গলায় দড়ি দেয়ার জন্য।'

'আমার গলায় অথবা ওয়াগনারের গলায়।'

'যীশু তোমার সঙ্গে থাকুক,' কোমল স্বরে বলল ডায়ানা।

'তোমার সঙ্গেও থাকুক।' বলে চ্যাম্প চলে গেল পেছনের পথে।

গলির ভেতর দিয়ে এগিয়ে চারদিকে তাকাল সে। রাস্তায় জমা হওয়া লোকগুলো এত ব্যস্ত যে তার প্রতি কেউ নজর দিল না। ওয়াগনার যেখানে আছে তার দশ গজের মধ্যে গিয়ে সে শুনতে লাগল সেখানে কি বলাবলি হচ্ছে।

বক্তৃতার ভঙ্গিতে ওয়াগনার বলছে, 'অপেক্ষা করো তোমরা।

আমি যাচ্ছি। তোমাদের নির্বাচিত মার্শালকে নিয়ে আসব। সে এসে বলুক কি ঘটেছে।'

'ঠিক কথা।'

'আমাদের জানার অধিকার আছে।'

'স্টেজের ওই সিন্দুকটায় আমার টাকাও ছিল। আমি সব কিছু জানতে চাই।'

চ্যাম্প দেখল লোকেরা দল বেঁধে ওয়াগনারকে অনুসরণ করে রাস্তা পার হচ্ছে। এরা সহজেই চরম উত্তেজিত জনতায় রূপান্তরিত হতে পারে। সে জেল অতিক্রম করে এগিয়ে গেল। কেউ নজর দিল না তার প্রতি। চ্যাম্প জনসনের দিকে তাকাবার সময় ওদের নেই। সে হাসল মনে মনে। জনতা, ভাবল সে, অনেক সময় যুথবদ্ধ হরিণের পালের মত আচরণ করে। একটা কিছু মাথায় ঢুকিয়ে দিতে পারলেই ওরা ছুটে চলে সামনে উন্মাদের মত, ডানে-বাঁয়ে তাকায় না।

ওয়াগনার জেল বাড়িটার সামনে গিয়ে কনোভারকে ডাকল। চ্যাম্প ওই সময় রাস্তা পার হয়ে দ্রুত গলিতে ঢুকে আগে যে জানালা দিয়ে জেলে প্রবেশ করেছিল সেখানে চলে গেল। জানালাটা বন্ধ। কোন শব্দ না করে আস্তে আস্তে খুলে ফেলল সে।

জ্যাক বার্নস-এর কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে ঘুষির আওয়াজ।

'মেরেই ফেলব তোকে হারামজাদা।'

বিল জবাব দিল, 'শুয়োরের বাচ্চা, তোরও আজ শেষ দিন।'

আবারও ঘুষির শব্দ।

আর্থার রাশবির গলা, 'ওকে ছেড়ে দাও। ও কিছুই জানে না।'

'চোপ! হারামজাদা! আমি আসছি, তোকেও পিটিয়ে তক্তা বানাব,' বলল জ্যাক।

হিকস বলল, 'অ্যাই ব্যাটা গুণ্ডা, ওদেরকে মারবি না। ওরা তোর কি অনিষ্ট করেছে?'

'সে প্রশ্ন তোর দোস্ত কনোভারকে করিস। এদেরকে শায়েস্তা করে আমি তোকে ধরব,' বলল জ্যাক।

আবারও ঘুষির শব্দ। বিল-এর চাপা গোঙানি।

রক্তে যেন আগুন ধরে গেল চ্যাম্প জনসনের। তার পেশী ফুলে উঠল। জানালা গলিয়ে ঢুকে পড়ল সে ভেতরে।

বারো

হাউটন চোখ খুলল। দাড়িওয়ালা মুখটা উঁচু করল সীলিং-এর দিকে। গলাটা শুকিয়ে গেছে। সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে ঘামে। চারদিকে তাকাল পাহারায় কেউ আছে কিনা দেখার জন্য। রুম খালি। টেবিলের ওপর হুইস্কির একটা নতুন বোতল।

উঠে বসল সে। স্টেজ ডাকাতির শেষে বিগ হর্নে আসার পর এই প্রথম সে একা। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেছে সে। আবার দেখেছে চার্লিকে গুলি করে মারার দৃশ্যটা। যে গুলি করেছে তার গুলি করার কথা ছিল না।

পেট ভরে খেয়ে সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল। এখন মদের খোঁয়ারিতে চোখের পাতা তার কাঁপছে। ব্যথা ঠিক নয়, মনে হচ্ছে মরে গেলেই তার ভাল হত। সে নামল খাট থেকে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ফ্লোরে। ওভাবে থেকে দাড়ি দোলাতে লাগল।

মুহূর্ত পরে উঠে দাঁড়াল। পানি খুঁজল। পানি কোথাও নেই। মদের দিকে দ্বিতীয়বার তাকিয়ে দেখল না। তার খোঁয়ারি হচ্ছে এমন যে জেগে ওঠার চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে হুইস্কি

সহ্য হয় না। ওরা এটা জানত না। ওরা ভেবেছে চার্লিকে মেরে ফেলায় কিচ্ছু হয়নি। হাউটনকে মদ গিলিয়ে মাতাল করে রাখো। ভুলিয়ে দাও চার্লির হত্যার কথা। ওরা আসলে হাউটনের ব্যাপারে কিচ্ছুই জানে না।

এক সময় সে ছিল ম্যাক্স হাউটন। হাঁটত ভালুকের ভঙ্গিতে। লড়াই করত ইণ্ডিয়ান আর দুষ্ট লোকদের সাথে। সে ছিল সাহসী এবং বেপরোয়া। সেসব অনেক দিন আগের কথা। চার্লি ছিল তার সাথী। তারপর সময় বদলে গেছে। মদে চুর হয়ে ভুলতে চেয়েছে সেসব দিনের কথা। এখন তার বন্ধু নেই। পানির তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে তার।

দরজা লক করা। চোখ কচলে রুমটাকে দেখল ভাল করে। একটা চেয়ার তুলে নিয়ে আঘাত করল দরজায়। চেয়ার ভাঙল, কিন্তু দরজা খুলল না। ভাবল এক মুহূর্ত। মনে পড়ল দরজার লক খোলার একটা কৌশল সে জানে। হুইস্কির কেসটাতে তার জড়ানো আছে। একটুখানি তার নিল সে। ওটা পেঁচিয়ে ঢুকিয়ে দিল লকের ভেতরে। ঘোরাল কিছুক্ষণ। তারপর কাঁধ লাগিয়ে ঠেলা দিল। হুস করে দরজা খুলে গেল এবং সে-ও বাইরে পড়ল হুমড়ি খেয়ে।

মাথার চক্কর থামতেই উঠল আবার। অতি কষ্টে নামল সিঁড়ি বেয়ে। চলে গেল পেছন দিকে চাপা-কলের কাছে। কলের নিচে মাথা দিয়ে পাম্পের হাতল টানতে লাগল। আহ্, ঠাণ্ডা পানি, নতুন জীবন!

ট্রাউর ধারে বসে রইল সে। নোংরা হয়ে আছে, তাই স্নান করে

নিল। মাথাটা এখনও ঠিক কাজ করছে না, তবে বুঝতে পারছে যে প্রিন্স বারে এরকম নীরবতা আর নির্জনতা বড় অদ্ভুত ব্যাপার। টলমল পায়ে সে দাঁড়াল আবার। প্রিন্স বারে কেউ নেই। জানালার কাছে গিয়ে সে তাকাল বাইরে। চোখ কচলে দেখল মার্শালের অফিসের সামনে অনেক অনেক লোক।

ওয়াগনার কথা বলছে মার্শাল কনোভারের সঙ্গে। ওয়াগনার ব্যাটা চালাক লোক, বড় চালাক।

মনে হচ্ছে মানুষকে উত্তেজিত করে তোলা হয়েছে। ম্যাক্স হাউটন উত্তেজিত জনতা অনেক দেখেছে। হাত দুটো প্যান্টের পাছায় মুছে সে চলে গেল বার-এর পেছনে। তুলে নিল ফ্রেড মরিসের শটগানটা। চলে গেল দরজায়। ওখানে ভিড়ের মধ্যে যাওয়া ঠিক হবে না তার পক্ষে। আড়ালে থেকে কি হচ্ছে শোনা এবং অপেক্ষা করাই উচিত।

মাথা নিচু করে বার-এর বারান্দায় রাখা একটা গদীআঁটা চেয়ারের পেছনে গিয়ে শটগান হাতে উবু হয়ে বসে পড়ল সে। শুনতে লাগল মন দিয়ে।

কনোভার বলছে, 'কোন গোলমাল চাই না। আমি যা বলি তাই হবে। এ লোকগুলো জেলে আছে। শুনানি এবং বিচার হওয়া পর্যন্ত ওরা জেলেই থাকবে।'

'আমি আমার টাকা চাই। ওরা আমার টাকা কোথায় লুকিয়েছে?' প্রশ্ন করল একজন।

'টাকা যে ওদের কাছে আছে তা আমরা জানিই না,' বলল

কনোভার।

'চার হাজার ডলার তো পাওয়া গেছে,' স্মরণ করিয়ে দিল ওয়াগনার।

'আর্থার রাশবি বলেছে ওই চার হাজার ডলার তাকে দিয়েছে টেক্সাসের লোকটা,' জবাব দিল কনোভার।

অসহায় ভঙ্গিতে দু'হাত ছড়িয়ে ওয়াগনার জনতার উদ্দেশে বলল, 'কি আর বলা যায়। কনোভার হচ্ছে আইনের রক্ষক এবং কর্তা।'

ভিড়ের মধ্য থেকে ওয়াগনারের এক চ্যালা চেঁচিয়ে বলল, 'দড়ি লাগাও ওদের গলায়। দেখবে কথা বলবে ওরা।'

ওয়াগনার বলল, 'আহা, এসব কি বলা হচ্ছে···এসব···বলা কি···'

'হ্যাঁ, গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দাও···কথা বের হবেই!'

জনতা ঠেলাঠেলি, চাপাচাপি, চিল্লাচিল্লি শুরু করল। ব্যাংকার গর্ডন অবস্থা দেখে নিজেকে আলাদা করে ফেলল জনতা থেকে। ফিরে চলল নিজের অফিসের দিকে। অন্যেরা এগিয়ে গেল মার্শালের আরও কাছে।

কনোভার অবিচল। দুই পা ফাঁক করে গানবেল্টে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। 'আর সামনে আসবে না। ফাঁসি বা লিঞ্চিং-এর কথা আর শুনতে চাই না।'

'কিন্তু ওদেরকে তুমি দোষ দিতে পারো না, মার্শাল,' বলল ওয়াগনার। 'ওই বাক্সটায় অনেক টাকা ছিল। ঘোড়ার ভাঙা নালের

চিহ্নটার কথা জানি আমরা। আমরা জবাব চাই।'

কনোভার বলল, 'কারও ওপর গুলি চালাতে আমি চাই না। কিন্তু হুঁশিয়ার করে দিয়েছি তোমাদেরকে। আমার কাছ থেকে কেউ বন্দীদের ছিনিয়ে নিতে পারবে না।'

মরিস ছিল ভিড়ের বাইরে। সে কয়েকজনকে ডেকে ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল।

'ঘটনা তোমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে, মার্শাল। তুমি তো জানো লোকজনের মেজাজ কি রকম,' বলল ওয়াগনার।

'জানি এবং সেজন্য আমি তৈরি আছি।'

মরিসের সঙ্গের একজন ছুটে গিয়ে উঠল তার ঘোড়ায়। চেঁচিয়ে বলল, 'ফাঁসির দড়িতে গেরো বাঁধতে কে জানো?'

'জানি, জানি,' বলে কয়েকজন গিয়ে জুটল তার সাথে।

কনোভার গলা উঁচিয়ে হাঁক দিল, 'জ্যাক! টার্নার! শটগানগুলো নিয়ে চলে এসো এখানে!'

কোন সাড়া পেল না মার্শাল। মোটা মাথার লোক হলেও হঠাৎ বুঝতে পারল সে ওয়াগনারের কথায় যাদের সহকারী হিসাবে নিয়েছে তারা তার পক্ষে পুরোপুরি নেই। ঘেমে গেল সে। তবু বহু লড়াইয়ের ক্ষতচিহ্নধারী বুলডগের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

চ্যাম্প জনসন এসব বাদানুবাদ শুনতে শুনতে বুঝে গেল বিপদ আসন্ন। সে আন্দাজ করল যে টার্নার আছে জেলের সামনের দিকে পাহারায়। জ্যাক নির্যাতন চালাচ্ছে বন্দীদের ওপর।

এগিয়ে সে গেল দরজার দিকে। দেখল, মার্শালের অফিস ঘরের

দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে টার্নার। দুই লাফে গিয়ে সে টার্নারের কাঁধে চাপড় দিল।

টার্নার ফিরতেই চ্যাম্প প্রচণ্ড শক্তিতে ঘুষি হানল তার মুখে। টার্নার লাটিমের মত এক পাক ঘুরে ঢলে পড়ল চ্যাম্পের হাতের ওপর।

হলের অপর প্রান্তের দরজাটি আংশিক ভাবে বন্ধ হলেও লক করা নয়। ছুটে গিয়ে বেপরোয়াভাবে চ্যাম্প ঢুকে পড়ল ষাঁড়ের মত।

ঘুরে দাঁড়াল জ্যাক। তার হাতে চাবির বিরাট একটি গোছা। সেটা সজোরে চ্যাম্প জনসনের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিয়ে সে তার হোলস্টারে হাত দিতে গেল।

কিন্তু চ্যাম্প তাকে সুযোগটা দিল না। চট করে মাথা নিচু করে ধরে ফেলল তার হাতটা। ঝটকা টানে তাকে রাশবির সেল-এর লোহার গড়াদের ওপর ফেলে দিল। তার মাথাটা ঠুকে দিল যথাসম্ভব জোরে।

জ্যাক সহজ পাত্র নয়। সে লাথি মারল চ্যাম্প জনসনের পাঁজরে। পিস্তলটা বের করতে চাইল হোলস্টার থেকে। চ্যাম্প এক হাতে আঘাত হানল তার মাথায়, অন্যহাতে ঘোরাতে লাগল তাকে। জ্যাক চিৎকার করে সাহায্য চাইতে গেল। চ্যাম্প ঘুষি মেরে বন্ধ করে দিল তার মুখ। ওপরের সারির একটা দাঁতও ভেঙে ফেলল। রক্ত ঝরতে লাগল জ্যাকের মুখ থেকে।

চাবির গোছা পড়ে ছিল ফ্লোরে। চ্যাম্পের লাথি লেগে সেটা চলে গেল সেলের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকা হিকস-এর

সামনে। হিকস শিকের ফাঁকে হাত বের করে চাবির গোছা তুলে নিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করতে লাগল। বিল লেক পড়ে ছিল খাটের ওপর। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে উঠল। মুখটা তার ফোলা, ক্ষতবিক্ষত।

জ্যাক কামড়াতে চেষ্টা করছে চ্যাম্পের হাতে। চ্যাম্প লাফ দিয়ে ফিরল জ্যাকের দিকে। প্রচণ্ড ঘুষি হানল তার মুখে। হাত-পা ছড়িয়ে জ্যাক পিছিয়ে গেল। সেলের দরজার ওপর গিয়ে পড়ল সে। মাথার খুলি ভাঙার শব্দ হলো। গড়িয়ে পড়ল সে ফ্লোরে। দেহটা তার সম্পূর্ণ অসাড় ও নিশ্চল হয়ে গেল।

'আমরা বের হয়ে যাচ্ছি এখান থেকে, তাই না চ্যাম্প?' বলল বিল।

চ্যাম্প মৃত জ্যাক-এর গানবেল্ট খুলে বিলকে দিল। বিল ওটা কোমরে এঁটে হাসল অতিকষ্টে। হিকস বাঁধন খুলে দিল রাশবির।

চ্যাম্প বলল, 'বের হওয়া খুব সহজ হবে না। ওয়াগনার লোককে উত্তেজিত করে একটা লিঞ্চ পার্টি তৈরি করে ফেলেছে।'

'কনোভার কি করছে?' প্রশ্ন করল রাশবি।

ওদের সামনে দাঁড়িয়ে ঠেকিয়ে রাখছে। কিন্তু সে একা। তোমরা অফিস থেকে অস্ত্র তুলে নাও।'

হিকস বলল, 'আমরা পাশের জানালা দিয়ে বের হয়ে চলে যেতে পারি টেলিগ্রাফ অফিসে।'

'কনোভারকে উন্মত্ত জনতার সামনে একা রেখে চলে যাব?' বলল চ্যাম্প। 'না। সে ঠেকিয়ে না রাখলে আমরা সবাই এতক্ষণে

মরে যেতাম।'

বিল বলল, 'তুমি নেতৃত্ব দাও, আমরা অনুসরণ করব।'

চ্যাম্প তাদের নিয়ে গেল টার্নার যেখানে পড়ে আছে সেখানে। বিল রিভলভার দিয়ে গুঁতো মারল একটা। তারপর হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে দিল। র‍্যাক থেকে রাইফেল তুলে নিল সবাই। দর্জার কাছে গিয়ে একটু থামল চ্যাম্প।

কনোভার পিছু হটছে। এগিয়ে আসছে জনতা। ওয়াগনার আর মরিস বেশ পেছনে। ফাঁসির দড়ি টানানো হয়ে গেছে। হুঙ্কার দিচ্ছে জনতা, 'ঝুলিয়ে দাও হারামজাদাদের!'

ওয়াগনার আর মরিসের পেছনে রয়েছে কয়েকজন। ভিড় থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়ানো। সংখ্যায় পাঁচ-ছয় জন। ওরা পুরোপুরি সশস্ত্র। অপেক্ষা করছে মরিস বা ওয়াগনারের হুকুমের জন্য।

চ্যাম্প জনসন হিকসকে বলল, 'তুমি টাউনের লোক। এরা আমাদের কথা শুনবে না। তোমার কথা শুনবে।'

জনতা গর্জাচ্ছে। ভয়ঙ্কর অঙ্গভঙ্গি করে ধেয়ে আসতে চাচ্ছে কনোভারের দিকে। মার্শালও হুঙ্কার দিচ্ছে। সাহসের কোন ঘাটতি নেই তার।

'হিকস, তোমাকেই আগে যেতে হবে, বলে দরজা খুলে দিল চ্যাম্প।

কনোভার লাফ দিয়ে পাশে সরে বলল, 'জ্যাক নাকি?' তার পরে হিকসকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। হিকস-এর পেছন থেকে চ্যাম্প বলল, 'সব ঠিক আছে, কনোভার। হিকসকে কথা বলতে

দাও। চোখ রাখো ওয়াগনারের ওপর।'

'তুমি কি করছ এখানে? জ্যাক কোথায়?' প্রশ্ন করল কনোভার।

'মরে ভূত হয়ে গেছে,' বলল চ্যাম্প। 'মার্শাল, মন দিয়ে শোনো। তোমার টাউন গোটা নিউ মেক্সিকোর উপহাস কুড়াবে।'

হিকস জনতার উদ্দেশে বলল নাকি সুরে, 'টাউনবাসীরা! তোমরা আমাকে জানো। আমি কোন বদমাশ-জোচ্চোর নই।'

মরিস বলল, 'কে বলেছে?'

'বলছি আমি,' জবাব দিল হিকস। 'তুমি সেটা জানো। জ্যাক বার্নস এ লোকদুটোকে মারপিট করে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করছিল। আমি তা দেখেছি। এ ছেলেটার মুখের অবস্থাটা দেখো।' আঙুল তুলে নাটকীয়ভাবে সে দেখাল বিল-এর ক্ষতবিক্ষত ফোলা মুখটা।

'সে তো পলাতক কয়েদী,' বলল মরিস। সামনে এগিয়ে এসে কনোভারকে বলল, 'মার্শাল, হুঁশিয়ার এদের সম্পর্কে।'

দোটানায় পড়ে গেল কনোভার। রিভলভার নিচু করে ঘুরে দাঁড়াতে গেল চ্যাম্প এবং তার সঙ্গীদের দিকে।

চ্যাম্প বলল, 'এতগুলো বন্দুক পেছনে রেখে ফিরছ আমাদের দিকে? বোকামি কোরো না, মার্শাল।'

হিকস বলল, 'শোনো তোমরা, আমি এ লোকগুলোকে ন্যায্য শুনানীর জন্য টাউন থেকে নিয়ে যাচ্ছি। সাহায্যের জন্য লোকজন নিয়ে আমি ফিরে আসব। মার্ক ওয়াগনার জ্যাক আর টার্নারকে ভাড়া করেছে। ওই দেখো, ফ্রেড মরিস কি করছে। আমার বিরুদ্ধে

সবাইকে খেপাচ্ছে।'

'কেন খেপাব না? তুমি ওদের দলে আছ,' বলতে বলতে মরিস তার দু'জন সঙ্গীর পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। এটা নজর এড়াল না চ্যাম্পের।

'তুমি মিথ্যাবাদী এবং চোর,' চিৎকার করে বলল হিকস।

রাস্তার ওপাশে মাথা তুলে দাঁড়াল ম্যাক্স হাউটন। হাতে মৃত্যুবাহী শটগান। প্রিন্স বারের পেছন দিক থেকে হালকা গড়নের একজন বেরিয়ে এল। তার দু'হাতে দু'টি রিভলভার। হাউটন বলল, 'থামো!'

ডায়ানা লেক বলল, 'ম্যাক্স, তুমি আমাকে গুলি করবে?'

'না, ম্যাডাম, না। আমি কেবল নিজেকে রক্ষা করছি,' বলল হাউটন।

'তাই যেন করো,' বলল ডায়ানা। তার চোখ কনোভারের পেছনে দাঁড়ানো তিন জনের ওপর। বিল, আর্থার রাশবি আর চ্যাম্প জনসনের ওপর নজর বুলাল সে। জনসনই কেবল লক্ষ করেছে তাকে। হাত নেড়ে ইশারা করছে পিছিয়ে যেতে, চলে যেতে। ডায়ানা মাথা নেড়ে জানাল যে সরে যাবে না সে।

মরিস চেঁচিয়ে বলল, 'ধরো ওদেরকে। ওরা স্ট্রংবক্স লুট করেছে। তোমাদের টাকা চুরি করেছে। ধরো, ওদেরকে।'

হৈ হৈ রব উঠল জনতার মধ্য থেকে। ডায়ানা ঢুকে পড়ল ভিড়ের মধ্যে। ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করে, রিভলভারের নল দিয়ে ঠেলা মেরে এগিয়ে গেল সে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পৌঁছে গেল

মার্শালের পাশে।

চ্যাম্প জনসন তৈরি ছিল না এ অবস্থার জন্য। ডায়ানা আরও বেকায়দায় ফেলে দিল তাদেরকে। সে তীক্ষ্ণ নজর রাখল মরিস-এর ওপর। ভাবল, পয়লা গুলিটা আসবে মরিস-এর গান্ থেকে।

জনতার উদ্দেশে চিৎকার করে ডায়ানা বলল, 'ওয়াগনারই তোমাদের আসামী। মরিস আর ওদের দলবল ওয়াগনারের সহচর। স্টেজ ডাকাতি তাদেরই কাজ। তারা গোটা অঞ্চলটার প্রভু হতে চায়। আমার কি ক্ষতি করতে চেয়েছে ওয়াগনার, তা জানো তোমরা।'

'মিথ্যা কথা, তুমি হচ্ছ অন্য তিনজনের সহযোগী,' বলল একজন চিৎকার করে।

'ওয়াগনার আমাদের লোক!' বলল আরেকজন।

'অত কথা শুনতে চাই না! কনোভার, রাস্তা ছাড়ো। আমরা ওদের ধরব,' চেঁচিয়ে উঠল একসাথে কয়েকজন।

একটি গুলি ছুঁড়ল চ্যাম্প জনসন। নীরব হয়ে গেল জনতা মুহূর্তের জন্য। তারা হঠাৎ উপলব্ধি করল যে তাদের সামনে যারা দাঁড়িয়ে ওরা সশস্ত্র এবং বেপরোয়া। জনতার মধ্যে অনেকেই আছে যারা গুলি খেতে প্রস্তুত নয়। তারা পিছিয়ে যেতে লাগল। চ্যাম্প জনসন সামনে এসে দাঁড়াল।

'এখানে যাদের কোন কাজ নেই তারা বাড়ি চলে যাও। মাথা ঠাণ্ডা রাখো। এখানে যদি যুদ্ধ লাগে তাতে যোগ দিয়ো না,' বলল সে।

কিছু লোক তার পরামর্শটা মানল। চ্যাম্প মৃদু স্বরে ডায়ানাকে বলল, 'অফিসের ভেতরে চলে যাও। মাথা নিচু করে রাখো।'

'না। এসব আমার জন্যই হচ্ছে। আমি থাকব এখানে। তুমি আমাকে বাধা দিতে পারবে না,' বলল ডায়ানা।

ব্যবসায়ী ধরনের সুবেশধারী একজন নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে যেতে বলল, 'তোমাকে আমরা চিনি না। তুমি কে?'

'আমি ড্রীমল্যাণ্ড টাউনের এড জনসন। ডায়মণ্ড এল ব্যাঙ্কের কর্তা। তোমাদের ব্যাঙ্কারকে ডেকে আনো। সে জানবে আমার কথা। আমি বলছি এ তিনটি লোক স্টেজ ডাকাতির কিছুই জানে না। এরা নির্দোষ।'

'জেল-পলাতক কয়েদীটা?'

'তার দায়িত্ব আমার ওপর।' কথাটা বলল সে চালাকি করে, যাতে ওরা ভাবে যে বিল কে ধরার জন্য ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তাকে। 'কনোভার ঠিক কাজই করেছে। ওয়াগনার আর তার গ্যাং সত্য গোপন করার জন্য এ লোকগুলোকে হত্যা করতে চায়।'

'জঘন্য মিথ্যা,' বলল ওয়াগনার। তার হাত কাঁপছে। মুখে রক্তের ছাপ। 'তোমরা সবাই আমাকে জানো। এ লোকটা ওদের দলের। ওরা খুনী, চোর।'

'আমি ব্যাংকার গর্ডনকে জিজ্ঞেস করে দেখি এর কথা ঠিক কিনা,' বলে ব্যবসায়ী লোকটা চলে গেল।

জনসন দেখল যে ব্যাংকার গর্ডনের নাম উল্লেখ হওয়ার পরে জনতা শান্ত হয়ে আসছে। দু'একজন করে লোক সরে যাচ্ছে।

ওয়াগনারের লোকরা এখন সামান্য ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রস্তুত হয়ে। হুকুমের জন্য তাকাচ্ছে ওয়াগনারের দিকে। একমাত্র ফ্রেড মরিস আলাদা দাঁড়ানো।

চ্যাম্প বুঝল লড়াই ছাড়া বাঁচবার পথ নেই। কনোভার এখনও দোটানার মধ্যে। কি করবে স্থির করতে পারছে না।

'ঠিক আছে, ওয়াগনার, কি খেলা খেলবে শুরু করো এবার,' বলল সে।

ওয়াগনার তাকিয়ে দেখল চারদিকে। তার দলটি ছাড়া আর কেউ নেই। সবাই চলে গেছে। এই শক্তি দিয়ে বিগ হর্ন কিংবা নিউ মেক্সিকো জয় করতে সে পারবে না।

'খেলা তুমিই শুরু করো। আমরা ওই মেয়ে লোকটাকে খুন করব,' বলল সে গলার স্বর উঁচু করে।

ফ্রেড মরিস ড্র করে ফেলেছে ক্ষিপ্র হাতে। সে বলল, 'আমি তা সমর্থন করি। তোমাদের গান ফেলে দাও, নইলে মহিলাটিকে মুহূর্তে গুলি করব।'

চ্যাম্প লাফ দিয়ে সামনে পড়ল রাইফেল হাতে। বলল, 'সেই মুহূর্তে তুমিও লাশ হয়ে যাবে।'

ওয়াগনার তার পিস্তলের জন্য হাত বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'গুলি চালাও মরিস, খুন করো ডায়ানাকে!'

চ্যাম্প ট্রিগারে টান দিচ্ছে এমন সময় আর্থার রাশবি তাকে ধাক্কা মেরে চলে গেল ডায়ানার কাছে। শাঁ করে ছুটে এল একটা বুলেট। গুলি করার চেষ্টা সফল হলো না রাশবির। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল

সে।

চ্যাম্প-এর গুলি লাগল মরিসের পেটে। কাশতে কাশতে ডিগবাজি খেয়ে পড়ল পেশাদার খুনীটা। ওয়াগনার লক্ষ্য স্থির করতে গেল চ্যাম্প-এর দেহে। চ্যাম্প রাইফেলের নল ঘোরাল তার দিকে। কিন্তু তার আগেই গর্জে উঠল হিকস-এর শটগান। ওয়াগনার মাথা নিচু করে পালাবার চেষ্টা করল। চ্যাম্প তাকে গুলিবিদ্ধ করার চেষ্টা করছে, এমন সময় রাস্তার বিপরীত দিক থেকে গর্জে উঠল আরেকটি শটগান। সবাই তাকিয়ে দেখল ধূমায়িত শটগান হাতে উঠে দাঁড়াচ্ছে বুড়ো ম্যাক্স হাউটন।

ওয়াগনার পড়ে আছে রাস্তায়। হাউটনের দো-নলা শটগান ছিঁড়ে ফেলেছে তার দেহটা। সেদিকে তাকিয়ে থেকে হাউটন বলল, 'চার্লিকে সে খুন না করে থাকলেও খুনটা করিয়েছে। সে করিয়েছে। আমি জানি, সে করিয়েছে।'

গভীর নীরবতা নেমে এল তার কথায়। কনোভার মাথা ঝাঁকাচ্ছে বার বার, যেন মগজটাকে পরিষ্কার এবং সচল করছে। চ্যাম্প চাপা গলায় বিলকে বলল, 'আমার ঘোড়াটা নিয়ে চলে যাও এদের হুঁশ ফিরে আসার আগে। যাও।'

বিল দাঁড়িয়ে রইল শক্ত হয়ে। বলল, 'না।'

'চলে যাও। আমাকে সময় দাও।'

'না। যা ঘটে আমি তার মোকাবিলা করব।'

চ্যাম্প ডায়ানার দিকে ফিরল বিলকে বোঝাতে বলার জন্য। ডায়ানা তখন আর্থার রাশবির লাশের পাশে বসে আছে। মুহূর্তের

জন্য তরুণ আইনজীবীটার কথা ভুলেই গিয়েছিল চ্যাম্প। মৃত, কিন্তু কি সুশ্রী দেখাচ্ছে তাকে।

জনতা আবার ফিরে আসছে। ধীরে ধীরে। একজন দু'জন করে। ওয়াগনারের দলটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। পড়ে আছে শুধু মৃত আর আহতরা। ব্যাংকার গর্ডন দ্রুতপায়ে আসছিল টেলিগ্রাফ অফিস থেকে। লোকেরা থামাল তাকে। সে স্পষ্ট ভাষায় বলল, 'এড জনসন অত্যন্ত সৎ মানুষ। ড্রীমল্যাণ্ড টাউনে তার প্রচুর সুনাম। মার্ক ওয়াগনারকে আমি কোনদিনই বিশ্বাস করিনি। আমাদের উচিত জনসন কি বলে তা শোনা।'

ডাক্তার এল হাঁপাতে হাঁপাতে। জনতা ঘন হয়ে দাঁড়াল। চ্যাম্প মুখোমুখি হলো জনতার। কনোভার তার একটু পেছনে। চ্যাম্প কর্তৃত্ব নিচ্ছে দেখে সে যেন খুশি।

ডায়ানার কাঁধে হাত দিল চ্যাম্প। উঠে দাঁড়াল ডায়ানা। মুখটা ভেসে যাচ্ছে চোখের পানিতে।

ভগ্নস্বরে বলল, 'গুলিটা সে বুক পেতে নিয়েছে আমার জন্য।'

'ঠিকই বলেছ, ডায়ানা। এখন একটু শক্ত হও।'

বিল আর চ্যাম্পের হাত ধরে মাথা উঁচু করে জনতার দিকে ফিরল ডায়ানা।

চ্যাম্প বলল, 'আজ মার্ক ওয়াগনার ডায়ানার হোটেলটা দখল করতে যাচ্ছিল। তোমাদের ব্যাংকার এটা জানে। তাকে চার হাজার ডলার দিতে চেয়েছিলাম। টাকাটা আমিই নিয়ে এসেছিলাম। ওই টাকা এখন মার্শাল কনোভারের সিন্দুকে।'

'ওটা তো স্টেজ ডাকাতির টাকা,' বলল কে একজন।

'আমি বলছি, তোমরা প্রিন্স বার-এ গিয়ে ওয়াগনারের সিন্দুকটা খুলে দেখো না কেন। আমার ধারণা স্টেজ ডাকাতির পুরো টাকাটাই পেয়ে যাবে ওখানে। জ্যাক, টার্নার, আর অন্য চ্যালাদের যা দিয়েছে সেটা ঘাটতি পড়তে পারে।'

'তুমি গোয়েন্দা নাকি, জনসন?'

'তা বলতে পারো।' আন্দাজে গুলি ছুঁড়লেও চ্যাম্প মনে করে তার আন্দাজ ঠিক হবেই।

কনোভার বলল, 'ওই চার হাজার ডলার তুমি সনাক্ত করতে পারবে?'

'পারব। টাকাটা আর্থার রাশবির কাছে ছিল। ওয়াগনারকে দেয়ার জন্য ঘটনাচক্রে আজ এখানে উপস্থিত থাকতে পারব না ভেবে আমিই টাকাটা তাকে রাখতে দিয়েছিলাম।'

ডায়ানা চিৎকার করে বলল, 'মার্ক ওয়াগনার সুযোগ নিতে চেয়েছিল আমার ওপর। মর্টগেজটাকে সে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিল। আজ ভোরেই সে ঢুকেছিল আমার বেডরুমে। প্রয়োজন হলে আমি নিজেই তাকে হত্যা করতাম।'

ঠিক সময়েই কথাগুলো বলল ডায়ানা। এরা পশ্চিমের লোক। ভাল নারীর প্রতি এদের শ্রদ্ধা জন্মগত।

ডায়ানা আরও বলল, 'বিল লেক আমার ভাই। এড জনসন এবং আমি তার জন্য দায়ী থাকব।'

ডায়ানার পাশে গিয়ে বিল বলল, 'আমি জেলে ফিরে যাব।

আমার শিক্ষা হয়েছে। চ্যাম্প জনসন আমাকে পথ দেখিয়েছে।'

'বাহ, এই তো মরদের মত কথা!' বলল একজন।

'রাস্তার রক্তের দাগ আর মৃত্যুর চিহ্ন মুছে ফেলাব পরে বিগ হর্ন হবে এক নতুন টাউন। তোমাদের এলাকাটি চমৎকার। উর্বর মাটি, খনি এবং সবকিছু আছে তোমাদের। অবিকল আমাদের টেক্সাসের মত। আর আমি হলাম টেক্সাসের লোক। টেক্সাসের লোক যে সত্য বলে তা তোমরা জানো।'

উত্তেজনা প্রশমিত হলো। লাশগুলো সরানো হলো। ওয়াগনারের আহত কয়েকজন চ্যালাকে নিয়ে যাওয়া হলো জেলঘরে।

ডায়ানা তাকিয়ে রইল আর্থার রাশবির লাশের দিকে।

হিকস এসে চ্যাম্পকে বলল, ওস্তাদীটা দেখালে বটে। অসম্ভবকে সম্ভব করলে। আচ্ছা, তোমাকে লোকে কি নামে ডাকে? চ্যাম্প জনসন?'

চ্যাম্প বলল, 'তুমি সাহায্য করেছ। ম্যাক্স হাউটনও সাহায্য করেছে। একা এ কাজ করা যেত না।'

'আমি কথাটা ঘুরিয়ে বলি। একজনকে ছাড়া আমরা সবাই মিলেও এটা করতে পারতাম না। ধন্যবাদ তোমাকে।'

হিকস গিয়ে যোগ দিল তার টাউনবাসীদের সাথে। চ্যাম্প, বিল, ডায়ানা ধীর পায়ে চলল হোটেলের দিকে। লোকেরা কাছে এসে ডায়ানাকে সান্ত্বনা আর আশ্বাস দিচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে যেন স্বপ্নের ঘোরে তারা ঢুকল হোটেলে।

'আমি দাঁড়াতে পারছি না। ঘুম পাচ্ছে,' বলল বিল।

তাকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল ওরা বিছানায়। রুম ১৪ তে বেঁধে রাখা লোক দুটোকে কনোভারের নবনিযুক্ত ডেপুটিরা এসে নিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে কিচেনে গিয়ে একত্র হলো চ্যাম্প আর ডায়ানা। প্রথমে কারও মুখে কোন কথা এল না। কফি বানাচ্ছে ডায়ানা। চ্যাম্প একটা চেয়ারে ধপাস করে বসে থুতনিতে হাত রেখে বলল, 'আমার আরও দ্রুত গুলি করা উচিত ছিল।'

'যথেষ্ট দ্রুত গুলি করেছ তুমি।'

'আমি হয়তো রক্ষা করতে পারতাম আর্থারকে।'

ডায়ানা প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'এড, রিভলভার আমার হাতেও ছিল।'

'তা ছিল, কিন্তু…'

'আমার চোখ ছিল মরিস-এর ওপর। তাকে আর ওয়াগনারকে হত্যা করব বলে স্থির করেছিলাম। ওরা কি করেছে সবই আমি বুঝে ফেলেছি। এক মুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার কাছে।'

'কি বলছ তুমি? কি বুঝে ফেলেছ; ডায়ানা?'

'আমি আর্থারের পনিটাকে খুঁটিয়ে দেখেছি। দেখেছি ওটার পায়ের ভাঙা নালটা।'

চ্যাম্প বলল, 'দুঃখিত, ডায়ানা। চেয়েছিলাম এটা তোমার অজানা থাকুক।'

'আর্থার রাশবি ছিল স্টেজ ডাকাতির তিনজনের একজন।

জ্যাক, টার্নার, আর আর্থার···তিনজন ছিল ডাকাতিতে···'

'হ্যাঁ, আর্থার ছিল তৃতীয় ব্যক্তি।'

বিষণ্ণতাভরা কণ্ঠে ডায়ানা বলে গেল, 'ওয়াগনার আগেই আর্থারকে ফাঁদে ফেলে। তার ব্যবসাটা নষ্ট করে দেয়। তার পরে আজ্ঞাবহ করে তাকে। এ ঘটনা আমার সঙ্গে তার প্রেমে পড়ার আগেই ঘটেছিল বলে মনে হয়।'

'হ্যাঁ, সে রকমই ঘটেছিল হয়তো,' বলল চ্যাম্প।

'আর্থারের কোন দুর্বলতা নিশ্চয়ই জানত ওয়াগনার। কোন একটা কারণ ছিল যার জন্য সে ওয়াগনারের বশীভূত হয়েছিল।'

'ওয়াগনার ব্ল্যাকমেইল করেছে আর্থারকে,' বলল চ্যাম্প। ব্ল্যাকমেইল করে বাধ্য করেছে আর্থারকে স্টেজ ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করতে। তার আগে আর্থারের ঘোড়ার নালটি ভেঙে দিয়েছিল, যাতে ওটার ছাপ সনাক্ত করে তাকে ফাঁসিয়ে দেয়া যায় দরকার হলে।'

'তুমি আসার পরে আর্থার ভাবে যে সে ওয়াগনারের কবজা থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে। সে ভাবে, তোমার দেয়া টাকা ওয়াগনারকে শোধ করে দিলেই মুক্ত হবে সে। আমাকে সত্য ঘটনা জানাতে পারেনি।'

'তাই হবে।'

'দুর্বলচিত্তের লোক হলেও খারাপ ছিল না সে।'

'না, সে খারাপ লোক ছিল না।'

ডায়ানার দু'চোখে অশ্রুর বন্যা। চ্যাম্প তার কাছে গিয়ে জড়িয়ে

ধরে বলল, 'আমরা বাড়ি ফিরে যাব। ঠিক আছে? ফিরে যাব আমাদের ডায়মণ্ড এল র‍্যাঞ্চে। গবর্নরের সাথে আলাপ করে বিলকে ক'দিন পরেই ছাড়িয়ে আনব জেল থেকে। তার পরে আমরা সবাই আবার একত্রে থাকব।'

'চ্যাম্প, রাশবিকে আমি শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে পারতাম না। তার সম্পর্কে সত্যটা আমার কাছে ধরা পড়ে যাবার পর।'

'এসব কথা তোমাকে পুরোপুরি ভুলে যেতে হবে।'

'না, ওটা আমাদের রীতি নয়,' বলল ডায়ানা চ্যাম্পের মুখের দিকে তাকিয়ে। 'সত্য চাপা দেব না আমরা। বিয়ে তাকে আমি করতাম না। এখন সেটা আমার জানা হয়ে গেছে। সে ছিল দুর্বল। তার একটা অবলম্বন দরকার ছিল। করুণাবশত আমি ভাবতাম তার অবলম্বন হব। বিয়ের ভিত্তি এটা হতে পারে না।'

সান্ত্বনার সুরে চ্যাম্প বলল, 'ড্রীমল্যাণ্ডে ফিরে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ডায়মণ্ড এল অপেক্ষা করছে তোমার জন্য, আমাদের সবার জন্য।'

'হ্যাঁ, অপেক্ষা করছে। চলো, আমরা ফিরে যাই।'

চ্যাম্পের কাঁধে মাথা এলিয়ে দিল ডায়ানা।

SUVOM CREATION